# মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন যে, তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করে, সে যেন তা নিপুণভাবে করে' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১১৩)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২

থ্রী-পিস বিক্রয় করতে না পারলে ৬০ দিন পর্যন্ত পরিবর্তন করার সুবিধা

Furkan Fabrics

# মের্সাস ফুরকান ফেব্রিক্স

ব্যবসায়ীদের জন্য পাইকারী থ্রী পিস কালেকশন (১০০% পাকা রং)।

আমাদের কাছে পাবেন মালহার থ্রী-পিস, পাকিজা থ্রী-পিস, ডিজিটাল আড়ি থ্রী-পিস, ফেরদৌস লোন, বুটিক থ্রী-পিস, গুল বানু ইত্যাদি কালেকশন।

EMI তে মূল্য পরিশোধের সুবিধা *(শর্ত প্রযোজ্য)*।

লায়ন টাওয়ার মার্কেট, (দ্বিতীয় আন্ডার গ্রাউন্ড) দোকান নং ৪৬/৪৭, ইসলামপুর ঢাকা-১১০০।
মোবা : ০১৭১৬-১৬৩৭৫৮, ০১৭১৬-১৬৪৮৫৬। ওয়েবসাইট : www.furkanfabrics.com

# ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

**বিশেষ সেবাসমূহ :**

১.জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

**ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।**

| চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল | চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল | চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ |
|---|---|---|
| নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী। | লক্ষীপুর, রাজশাহী। | শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী। |
| মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪। | মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮। | ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬ |
| সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত। | দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত। | বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত। |

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ২৯শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

ভর্তি পরীক্ষা : ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২, শনিবার, সকাল ৯-টা।
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : ১লা জানুয়ারী ২০২৩, রবিবার।

ক্লাস শুরু
৭ই জানুয়ারী ২০২৩, শনিবার

# ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

**বৈশিষ্ট্য সমূহ**

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

## আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০২৫৮-৮৮৬২৬৭৮, ০১৭৩৫-৯৫৯০২৯, ০১৭৬৭-৫১৪৬৫১

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

# মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ — ৩য় সংখ্যা

জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ আখেরাহ ১৪৪৪ হি.
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৯ বাং
ডিসেম্বর ২০২২ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

**সার্বিক যোগাযোগ**

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

**হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র**

**বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা**

| | সাধারণ ডাক | রেজিঃ ডাক |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | | ৪৫০/- |
| সার্কভুক্ত দেশসমূহ | ১০৫০/- | ২২৫০/- |
| এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ | ১৩০০/- | ২৫০০/- |
| ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ | ১৯০০/- | ৩১০০/- |
| আমেরিকা মহাদেশ | ২৩০০/- | ৩৫০০/- |

## সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২

◆ **প্রবন্ধ :**

▶ শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কর্তব্য ০৩
*-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

▶ ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা *(৫ম কিস্তি)* ০৮
*-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*

▶ প্রসঙ্গ শিক্ষা : কিছু ভাবনা ১৪
*-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*

▶ পরকীয়া : কারণ ও প্রতিকার *(২য় কিস্তি)* ১৮
*-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

▶ হাদীছ আল্লাহ্র অহী ২১
*-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব*

▶ জুম'আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা : একটি পর্যালোচনা *(শেষ কিস্তি)* ২৫
*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

▶ চিন্তার ইবাদত *(৪র্থ কিস্তি)* ২৯
*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

◆ **মনীষী চরিত :** ৩৩

▶ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা *(শেষ কিস্তি)*
*-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*

◆ **দিশারী :** ৩৮

▶ পীরতন্ত্র! সংশয় নিরসন
*-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম*

◆ **কবিতা :** ৪১

▶ হে পথভোলা মুসাফির!
▶ জীবন গণিত

◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২

◆ **মুসলিম জাহান** ৪৪

◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪

◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৫

◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ** কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ডিসেম্বর ২০২২

২৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

# সম্পাদকীয়

## হাদীছ অস্বীকারের ফিৎনা

আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতকে কামনা করে এবং আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করে’ *(আহযাব ৩৩/২১)*। নবুঅতী জীবনের ভিত্তি ছিল অহিয়ে মাতলু পবিত্র ‘কুরআন’ ও অহিয়ে গায়ের মাতলু ছহীহ ‘সুন্নাহ্’র উপরে। যাকে অস্বীকার করলে মানুষ ‘কাফের’ হয়ে যায় *(আহযাব ৩৬)*। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে ওঠে এবং তারা এই দুই স্তম্ভকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তবে কুরআন সংক্ষিপ্ত ও অবিরত ধারায় বর্ণিত হওয়ায় এবং সকলের মুখস্থ থাকায় কুচক্রীরা কুরআনের ব্যাপারে নিরাশ হয়। অতঃপর তারা হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারকে সন্দেহযুক্ত প্রমাণের অপচেষ্টায় মেতে ওঠে। ইহূদী-খৃষ্টান থেকে ধর্মান্তরিত নও-মুসলিমরাই মূলতঃ এইসব চক্রান্তের পিছনে নেতৃত্ব দেয়।

১ম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর আড়াই বছরের খেলাফতকাল (১১-১৩ হি.) ব্যয়িত হয় মূলতঃ ইসলামের প্রতিরক্ষার কাজে। ‘মুরতাদ’ বা ধর্মত্যাগীদের ঢল ঠেকানো, যাকাত অস্বীকারকারীদের ও ভণ্ডনবীদের ফেৎনা প্রতিরোধ করা, বিদেশী বৈরী শক্তির হামলা মুকাবিলা করা ইত্যাদি কাজে। ২য় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর ১০ বছরের খেলাফতকালে (১৩-২৩ হি.) রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং মুসলিম শক্তির বিজয়াভিযান এগিয়ে চলে। ৩য় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর ১২ বছরের খেলাফতকালের (২৩-৩৫ হি.) প্রথমার্ধ্ব ব্যাপী এই অভিযান অব্যাহত থাকে ও মুসলিম শক্তি তৎকালীন বিশ্বে একক বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু এরি মধ্যে কিছু বিলাসী ব্যক্তি দ্বীনকে দুনিয়া হাছিলের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে তাঁর খেলাফতের শেষ দিকে ইয়ামনের জনৈকা নিগ্রো মাতার গর্ভজাত ইহূদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয় এবং স্বার্থান্ধ লোকদেরকে খেলাফতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। ফলে বিদ্রোহী ‘সাবাঈ’ দলের হাতে মহান খলীফা ওছমান (রাঃ) নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে ৪র্থ খলীফা আলী (রাঃ) ও মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যেকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খারেজী ও শী‘আ দু’টি চরমপন্থী দলের উদ্ভব ঘটে এবং চরমপন্থী খারেজীদের হাতে আলী (রাঃ) শহীদ হন।

উপরোক্ত রাজনৈতিক বিভক্তির কারণে মুসলমানদের মধ্যে আক্বীদাগত বিভক্তি দেখা দেয়। বছরার মা‘বাদ জুহানী (মৃ. ৮০ হি.) তাক্বদীরকে অস্বীকার করে। ফলে তার অনুসারী ‘ক্বাদারিয়া’ দলের এবং তাদের বিপরীতে ‘জাবরিয়া’ বা অদৃষ্টবাদী দলের উদ্ভব হয়। জাহম বিন ছাফওয়ান সমরকন্দী (নিহত ১২৮ হি.) আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করে। বছরায় ওয়াছিল বিন ‘আত্বা (৮০-১৩১ হি.) মু‘তাযিলা মতবাদের জন্ম দেয়। যারা তাদের যুক্তির বাইরের হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করতে চায়। অন্যদের কেউ কেউ হাদীছের অপব্যাখ্যা ও দূরতম ব্যাখ্যা শুরু করে।

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম সর্বদা হাদীছের পাহারাদার হিসাবে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ভূমিকা পালন করেন। হাদীছের নামে মিথ্যা বর্ণনা, হাদীছের অপব্যাখ্যা, দূরতম ব্যাখ্যা ইত্যাদি থেকে তাঁরা ছিলেন বহু যোজন দূরে। বরং এসব বিষয় ছিল তাঁদের স্বপ্নেরও বাইরে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল’ *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*। এ কারণে ছাহাবী ও তাঁদের অনুসারীগণ জনগণের মধ্যে ‘আহলুল হাদীছ’ ‘আহলুস সুন্নাহ’ ইত্যাদি নামে পরিচিত হন। তাঁদের বিরোধীরা ‘আহলুল বিদ‘আ’ তথা বিদ‘আতী নামে অভিহিত হয় *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম ১৫ পৃ.)*।

ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বছরায় গভর্ণর থাকাকালে একদিন হযরত ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে হাদীছ শুনাচ্ছিলেন। তখন একজন এসে বলল, ‘হে আবু নুজায়েদ! আপনি আমাদের কুরআন শুনান!’ তখন গভর্ণর তাকে বললেন, তোমরা কি ছালাত আদায় করোনা? তোমরা কি যাকাত আদায় করোনা? তাহ’লে তা কার দেওয়া পদ্ধতিতে আদায় করো? লোকটি বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে এসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর লোকটি নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল ‘আপনি আমাকে (জাহান্নাম থেকে) বাঁচিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকেও বাঁচান!’ *(মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৩৭২)*। তবে এই ধরনের প্রশ্ন সেসময় সমাজে ব্যাপকতা লাভ করেনি।

হাদীছ বিরোধীদের কেউ হাদীছ ছেড়ে কেবলমাত্র কুরআনের অনুসারী বা ‘আহলে কুরআন’ হওয়ার দাবী করেন। কেউ পুরো হাদীছ শাস্ত্রে ‘সন্দেহবাদ’ আরোপ করেন। কেউ শুধুমাত্র ‘খবরে ওয়াহেদ’ পর্যায়ের হাদীছ সমূহে সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন। ভারতে এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমাদ খান (১৮১৭-১৮৯৮ খৃ.) ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ। মিসরে এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খৃ.) ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ। পাশ্চাত্যে এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন হাঙ্গেরীয় গবেষক গোল্ডযিহের (১৮৫০-১৯২১ খৃ.)। যিনি হাদীছের ‘মতনে’র সমালোচনায় লিপ্ত ছিলেন। অন্যজন ছিলেন বৃটিশ-জার্মান গবেষক জোসেফ শাখত (১৯০২-১৯৬৯ খৃ.)। যিনি হাদীছের ‘সনদে’র ব্যাপারে সন্দেহবাদ আরোপ করেছেন।

উপরোক্ত হাদীছ বিরোধী দল সমূহের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে উপমহাদেশের ‘আহলেহাদীছ’ সংগঠনগুলি তাঁদের লিখিত বই ও পত্রিকা সমূহের মাধ্যমে জোরালো ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে আমরা শুরু থেকেই প্রয়াস চালিয়েছি। যাতে আধুনিক যুব সমাজ কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক স্বচ্ছ ইসলাম থেকে দূরে সরে না যায়। বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই চক্রান্ত এদেশে গতি লাভ করতে যাচ্ছে। তাই আমরা এদের অপপ্রচার থেকে ঈমানদারগণকে সাবধান করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স. স.)*

# শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কর্তব্য

*-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবক মিলেই প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের ইমারত কথা বলে না। কথা বলেন শিক্ষক। অতএব যোগ্য শিক্ষক ব্যতীত যোগ্য শিক্ষার্থী গড়ে উঠতে পারে না। নরম মাটি যেভাবে কারিগরের হাতে সুন্দর হাড়ি-পাতিলে পরিণত হয়, নরম শিশুগুলি তেমনি সুন্দর ও চরিত্রবান শিক্ষকের হাতে সুন্দর মানুষে পরিণত হয়। তাই যেখানে শিক্ষক সুন্দর, সেখানে শিক্ষার্থীরা সুন্দর রূপে গড়ে ওঠে ও সমাজে প্রশংসিত হয়। সাথে সাথে সেই প্রতিষ্ঠান সুনাম করে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থী গড়েন ও নেতারা জাতি গড়েন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদীর শিক্ষক। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলের পরিচয় দিয়ে বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ– ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল’ *(জুম‘আহ ৬২/২)*।

তিনি বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا– ‘আর আল্লাহ তোমার উপর কুরআন ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুতঃ তোমার উপর আল্লাহ্র অসীম করুণা রয়েছে’ *(নিসা ৪/১১৩)*। এতে বুঝা যায় যে, মানুষ মূলতঃ তার দ্বীন ও ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দ সম্পর্কে অজ্ঞ। কেবল কুরআন ও সুন্নাহ তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়।

৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষে মক্কার নেতারা যখন বহুমূল্য উপঢৌকন সহ ‘আমর ইবনুল ‘আছ ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাবী‘আহকে বাদশাহ নাজাশীর নিকটে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন এবং সেখানে আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলিমদের মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য বাদশাহ্র নিকট আবেদন করেন, তখন বাদশাহ মুসলমানদের কথা শোনার জন্য তাদের একজন প্রতিনিধিকে আহ্বান করেন। তখন তারা নিজেরা একত্রিত হয়ে আপোষে বলেন, – نَقُولُ وَاللهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم– كَائِنٌ فِى ذَالِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ– ‘আল্লাহ্র কসম! আমরা সেটাই বলব, যেটা আমাদের রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে শিখিয়েছেন এবং আমাদেরকে আদেশ করেছেন। তাতে আমাদের ভাগ্যে ভাল-মন্দ যা-ই ঘটুক না কেন? অতঃপর ভরা মজলিসে তাদের পক্ষ হ’তে জা‘ফর বিন আবু ত্বালেব (রাঃ) বাদশাহকে বলেন, হে বাদশাহ! আমাদের ধর্মের নাম ‘ইসলাম’। আমরা স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। বাদশাহ বললেন, কে তোমাদের এসব কথা শিখিয়েছেন? জা‘ফর বললেন, আমাদের মধ্যেরই একজন ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা মূর্তিপূজা ও অশ্লীলতা এবং অন্যায়-অত্যাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম। আমরা শক্তিশালীরা দুর্বলদের শোষণ করতাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ মেহেরবানী করে আমাদের মধ্যে তাঁর শেষনবীকে প্রেরণ করেছেন। যার নাম ‘মুহাম্মাদ’। তিনি আমাদের সামনে বড় হয়েছেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আমানতদারী, সংযমশীলতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণাবলী আমরা জানি। নবুঅত লাভের পর তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় এক আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন। সাথে সাথে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম হ’তে তওবা করে সৎকর্মশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এক আল্লাহ্র ইবাদত করছি ও হালাল-হারাম মেনে চলছি। এতে আমাদের কওমের নেতারা আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন এবং আমাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছেন...।[১] এতে বুঝা যায় যে, শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীকে বিশ্বাস ও কর্মে সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকবেন। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণিত হ’ল।-

## শিক্ষকের কর্তব্য

### (১) শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার প্রতি আগ্রহী থাকা :

যার মধ্যে শিক্ষকতার মেযাজ নেই ও ছাত্রকে সুন্দর রূপে গড়ে তোলার আগ্রহ নেই, সে ব্যক্তি কখনোই শিক্ষক হ’তে পারে না। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলের গুণ বর্ণনা করে বলেন, لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ– ‘নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, যার নিকট তোমাদের দুঃখ-কষ্ট বড়ই দুঃসহ। তিনি তোমাদের কল্যাণের আকাঙ্খী। তিনি মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াবান’ *(তওবা ৯/১২৮)*। অতএব শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীর প্রতিটি কথা ও কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এবং সর্বদা শিক্ষার্থীর প্রতি স্নেহশীল থাকবেন।

### (২) শিক্ষক সালাম দিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করবেন :

শিক্ষক ক্লাসে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবেন। প্রয়োজনে ৩ বার সালাম দিবেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো এরূপ করতেন *(বুখারী হা/৯৫)*। সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সালামের জবাব নিবেন। এসময় শিক্ষককে অভ্যর্থনা জানিয়ে শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সালামের জবাব দিবে *(আবুদাঊদ হা/৫২১৭)*। অতঃপর সবার সাথে তিনি কুশল বিনিময় করবেন ও ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ক্লাস শুরু করবেন। শিক্ষক বা মেহমান আসার অপেক্ষায় আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয নয়

১. *আহমাদ হা/১৭৪০; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘নাজাশীর দরবারে কুরায়েশ প্রতিনিধি দল’ অনুচ্ছেদ ১৫৮ পৃ.।*

*(ছহীহাহ হা/৩৫৭)*। শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশকালে ও উঠে যাওয়ার সময় সালাম দিবেন।[২]

একইভাবে মজলিসে কথা বলার পূর্বে সালাম দিবে'।[৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে শুরু করে না, তাকে অনুমতি দিয়ো না'।[৪] এতে বুঝা যায় যে, সভাপতি ব্যতীত সভা হয় না এবং তার অনুমতি ব্যতীত সভায় বক্তব্য রাখা বৈধ নয়। একইভাবে শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা হয় না এবং শিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে বক্তব্য রাখতে পারে না।

**(৩) তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত বুঝানো :**

শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের নিকট সর্বাগ্রে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত বুঝাবেন। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা *(ফাতেহা ১/১)*। তিনি অহি-র বিধান সমূহ প্রেরণ করেছেন তাঁর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর মাধ্যমে *(সাবা ৩৪/২৮; নজম ৫৩/৩-৪)*। আর মৃত্যুর পর আমাদেরকে অবশ্যই আখেরাতে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে *(যুখরুফ ৪৩/৪৪)*। অতএব বিচক্ষণ সেই ব্যক্তি, যে মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণ করে ও আখেরাতের জন্য সর্বাধিক পাথেয় সঞ্চয় করে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)*।

**(৪) শিক্ষক যথার্থ ও সারগর্ভ কথা বলবেন :**

শিক্ষক সর্বদা সত্য ও সঠিক কথা বলবেন। কোনরূপ অসত্য ও অনর্থক কথা বলবেন না। কারণ শিক্ষকের প্রতিটি কথাই শিক্ষার্থী সত্য বলে বিশ্বাস করে। সেগুলি তার মনে দাগ কাটে ও সে তার অনুসরণ করে। অতএব যেকোন মূল্যে শিক্ষক সর্বদা সত্য ও সারগর্ভ কথা বলবেন। আর চূড়ান্ত সত্যের উৎস হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ، إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، 'তুমি বলে দাও যে, সত্য এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে। অতএব যে চায় তাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক। আর যে চায় তাতে অবিশ্বাস করুক। আমরা সীমালংঘনকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহ্ফ ১৮/২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، 'আমাকে সারগর্ভ কথা বলার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে'।[৫]

কুতুবে সিত্তাহ্র অন্যতম প্রসিদ্ধ ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হি.) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বর্ণিত ৫ লক্ষ হাদীছ বাছাই করেছি। তার মধ্য থেকে ৪ হাযার ৮ শত হাদীছ জমা করেছি। তবে আমি মনে করি, একজন মানুষের জন্য দ্বীনের ব্যাপারে চারটি হাদীছই যথেষ্ঠ। এক- 'সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'। দুই- 'সুন্দর ইসলাম হ'ল অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করা'। তিন- 'মুমিন কখনো প্রকৃত মুমিন হ'তে পারে না, যতক্ষণ না সে অপরের জন্য ঐ বস্তু পসন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে'। চার- 'হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট' *(মুক্বাদ্দামা আবুদাঊদ)*।

**(৫) শিক্ষক প্রয়োজনে বারবার বলে বিষয়বস্তুকে সহজ করে বুঝিয়ে দিবেন :**

এজন্য রাসূল (ছাঃ) কোন কোন বিষয় ৩ বার করে বলতেন *(বুখারী হা/৯৫)*। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাউকে কষ্টে ফেলতে বা কারও পদস্খলনকামীরূপে আমাকে প্রেরণ করেননি; বরং তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন শিক্ষা দানকারী ও সহজকারীরূপে'।[৬]

**(৬) শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন :**

শিক্ষক তার শিক্ষার্থীকে সর্বদা আরও অধিক অগ্রগতির জন্য উৎসাহিত করবেন। কোনভাবেই তাকে হতাশ করবেন না বা মারধর করবেন না। সে অপমান বোধ করে, এমন কোন কথা বা আচরণ তার সাথে করবেন না। বরং প্রশ্নের মাধ্যমে তার মেধাকে জাগিয়ে তুলবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছাহাবীদের বললেন, তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষ সম্পর্কে বল, যার পাতা পড়ে না এবং অমুক অমুকগুলি পতিত হয় না। যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে?' তখন কেউ কোন জবাব দিল না। ইবনু ওমর বলেন, আমার মনে হ'ল, এটি খেজুর গাছ হবে। কিন্তু আমি দেখলাম যে, আবুবকর ও ওমর কিছুই বলছেন না। ফলে আমি কিছু বলাটা পসন্দনীয় মনে করলাম না। যখন কেউ কিছু বললেন না, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সেটি হ'ল খেজুর গাছ'। অতঃপর যখন আমরা উঠলাম, তখন আমি পিতা ওমরকে বললাম, আব্বা! আল্লাহ্র কসম! আমার মনে একথাই উদয় হয়েছিল যে, ওটা খেজুর গাছ। কিন্তু আপনারা কিছু বলছেন না দেখে আমি কিছু বলাটা ঠিক মনে করিনি। তখন পিতা ওমর বললেন, 'তোমার বলাটা আমার নিকটে অধিক প্রিয় ছিল অমুক অমুক বস্তুর চাইতে'।[৭]

এর মধ্যে কতগুলি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন (ক) শিক্ষক মাঝে-মধ্যে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করবেন। (খ) শিক্ষার্থী উত্তর না দিলে তাকে বকা-ঝকা করবেন না। বরং উৎসাহিত করবেন। (গ) শিক্ষার্থীর জানা থাকলে সঠিক উত্তর দানে লজ্জা করবে না।

**(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা :**

শিক্ষার্থীকে সর্বদা বৈধ প্রতিযোগিতার কাজে উৎসাহিত করতে হবে। কেননা যেকোন নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা করা মুস্ত াহাব। যার বিনিময়ে জান্নাত লাভ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, سَابِقُوآ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ

---

২. *তিরমিযী হা/২৭০৬; আবুদাঊদ হা/৫২০৮; মিশকাত হা/৪৬৬০।*
৩. *তিরমিযী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৪৬৫৩; ছহীহাহ হা/৮১৬।*
৪. *বায়হাক্বী শো'আব হা/৮৮১৬; মিশকাত হা/৪৬৭৬; ছহীহাহ হা/৮১৭।*
৫. *আহমাদ হা/৭৩৯৭ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*
৬. *মুসলিম হা/১৪৭৮; মিশকাত হা/৩২৪৯ 'বিবাহ' অধ্যায়।*
৭. *বুখারী হা/৪৬৯৮; মুসলিম হা/২৮১১ রাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।*

السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ، ‘তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়’ *(হাদীদ ৫৭/২১)*। রাসূল (ছাঃ) বদর যুদ্ধের শুরুতে সারিবদ্ধ ছাহাবীদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, قُوْمُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ‘তোমরা এগিয়ে চলো জান্নাতের পানে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত’।[৮] রাসূল (ছাঃ)-এর এই আহ্বান মুসলমানদের দেহ-মনে ঈমানী বিদ্যুতের চমক এনে দিল।[৯] তখন জান্নাত পাগল মুমিন মৃত্যুকে পায়ে দলে শতগুণ শক্তি নিয়ে সম্মুখে আগুয়ান হ'ল ও তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এমন সময় জনৈক আনছার ছাহাবী ওমায়ের বিন হোমাম ‘বাখ বাখ’ (بَخٍ بَخٍ) ‘বেশ বেশ’ বলে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এ কথার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি জান্নাতবাসী হ'তে চাই’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا ‘নিশ্চয়ই তুমি তার অধিবাসী’। একথা শুনে তিনি থলি হ'তে কিছু খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু দ্রুত তিনি বলে উঠলেন, لَئِنْ أَنَا حَيِّيْتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِيْ هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ ‘যদি আমি এই খেজুরগুলি খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে সেটাতো দীর্ঘ জীবন হয়ে যাবে’ বলেই সমস্ত খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন’।[১০]

উপরোক্ত ঘটনায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বা সাথীদের উৎসাহিত করার প্রমাণ রয়েছে।

**(৮) শিক্ষার্থীদের বুঝের তারতম্য বিচার করে শিক্ষা দান করা :**

শিক্ষার্থীদের সামনে এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করা ঠিক নয়, যা তারা বুঝবে না। যেমন মানুষকে বানরের বংশধর প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞানের নামে ডারউইনের কথিত ‘বিবর্তনবাদে’র নাস্তিক্যবাদী উদ্ভট দর্শন উপস্থাপন করা। অমনিভাবে কোটি কোটি বছর পূর্বে ‘বিগ ব্যাং’ তথা মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টিজগৎ আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং এগুলিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেননি বলে মিথ্যা প্রমাণ পেশ করা। একারণে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً– ‘তুমি কাউকে এমন কথা বলো না, যা তাদের বোধগম্য হবে না। ফলে এতে তারা ফিৎনায় পড়ে যাবে’ *(মুসলিম হা/৫)*। যেমন ফেৎনায় পড়েছেন যুগে যুগে অসংখ্য দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীবৃন্দ। দিনের আলোয় হারিকেন নিয়ে রাস্তা অনুসন্ধানীর ন্যায় তারা জীবনভর মিথ্যা মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছেন *(নূর ২৪/৩৯)*। ফলে এরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছেন, অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করছেন। তরুণ শিক্ষার্থীদের কচি মনে এইসব ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অবোধ্য দর্শন উপস্থাপন করা হ'তে আদর্শ শিক্ষকদের দূরে থাকা কর্তব্য।

**(৯) কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাওয়া :**

এর দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি পায় ও সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। রাসূল (ছাঃ) তাঁর খাদেম অসুস্থ ইহূদী বালককে তার বাড়ীতে দেখতে যান। অতঃপর যখন দেখেন যে, বালকটি মৃত্যুপথযাত্রী, তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। তখন বালকটি তার পিতার দিকে তাকাল। ইহূদী পিতা বলল, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، ‘তুমি আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও! অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ– ‘আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমার মাধ্যমে ছেলেটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচালেন’।[১১] এর মধ্যে রোগীর সেবা ও তাকে জান্নাত লাভের সঠিক পথ প্রদর্শনের দলীল রয়েছে। অতএব শিক্ষকের কর্তব্য হবে তার স্নেহের শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাওয়া এবং সদুপদেশ দেওয়া।

**(১০) সকল শিক্ষার্থীর সাথে ন্যায়বিচার করা :**

শিক্ষার্থীদের সবাইকে সমান নযরে দেখা এবং সর্বদা তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করা *(মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০)*। বিশেষ করে পরীক্ষায় কারু প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা এবং ফলাফল দানের সময় যার যা পাওনা, তা সঠিকভাবে প্রদান করা। কারণ এর পরিণতিতে তিনি আল্লাহ্র কঠিন পাকড়াওয়ের শিকার হবেন *(নিসা ৪/৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا– ‘ন্যায়বিচারকগণ (ক্বিয়ামতের দিন) মহিমান্বিত ও দয়ালু আল্লাহ্র ডানপাশে নূরের মিম্বর সমূহে বসবেন। আর আল্লাহ্র উভয় হাতই ডান হাত। তারা হ'লেন ঐসব ব্যক্তি, যারা তাদের শাসনে, পরিবারে এবং তাদের অধিনস্তদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে’ *(মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০)*।

**(১১) শিক্ষার্থীদের প্রতি সর্বদা স্নেহশীল ও কল্যাণকামী থাকা :**

শিক্ষক সর্বদা শিক্ষার্থীর প্রতি স্নেহশীল ও কল্যাণকামী থাকবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا– ‘ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ছোটকে স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না’।[১২] হাদীছটি

*৮. মুসলিম হা/১৯০১; মিশকাত হা/৩৮১০ রাবী আনাস (রাঃ)।*

*৯. দ্র. লেখকপ্রণীত সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ‘যুদ্ধ শুরু’ অনুচ্ছেদ ২৯৭ পৃ.।*

*১০. মুসলিম হা/১৯০১; মিশকাত হা/৩৮১০ ‘জিহাদ’ অধ্যায়, রাবী আনাস (রাঃ); সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৯৯ পৃ.।*

*১১. আবুদাঊদ হা/৩০৯৫; বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪।*

*১২. তিরমিযী হা/১৯২০ রাবী আমর বিন শো‘আয়েব তাঁর পিতা ও দাদা হ'তে; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৪৪৪।*

ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের জন্য একটি চিরন্তন দিগদর্শন। আর এই দিগদর্শন কেবল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে নয়, বরং একই আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে যদি কারু সাথে কোনদিন সাক্ষাৎ না-ও হয়, তথাপি তাদের পরস্পরের মহব্বতের সম্পর্ক ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে একদল লোককে ভালবাসে, কিন্তু তাদের সাথে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি? জবাবে তিনি বললেন,- الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 'মানুষ তার সঙ্গেই থাকবে, যাকে সে ভালবাসে'।[১৩] অতএব শিক্ষক-শিক্ষার্থী সশরীরে হোক বা অদৃশ্যভাবে হোক, অ্যাকচুয়াল হোক বা ভার্চুয়াল হোক, দেশে হোক বা বিদেশে হোক, বিশুদ্ধ দ্বীনের আদর্শিক অনুসারী যিনিই হবেন, তিনিই ক্বিয়ামতের দিন পরস্পরে একত্রে থাকবেন। আর আল্লাহ যাকে কবুল করেন, জিব্রীলের মাধ্যমে জগদ্বাসীর অন্তরে তিনি সেটি নিক্ষেপ করে দেন । যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিব্রীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। ...অতঃপর তিনি আল্লাহ্র হুকুমে আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। অতএব তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালবাসতে থাকেন। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিব্রীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি, অতএব তুমিও তাকে ঘৃণা কর। ...অতঃপর তিনি আল্লাহ্র হুকুমে আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন। অতএব তোমরাও তাকে ঘৃণা কর। তখন আসমানবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকেন। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণার পাত্র করে দেওয়া হয়'।[১৪]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ- 'রূহ সমূহ (আত্মার জগতে) ভাল-মন্দ মিলিত সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত ছিল। সেখানে যে সব রূহ যাদের পসন্দ করত, দুনিয়াতেও তাদের সাথে পরিচিত হ'লে তারা পরস্পরে বন্ধু হবে। আর সেখানে যে সব রূহ যাদের অপসন্দ করত, দুনিয়াতেও তারা তাদের সাথে পরিচিত হ'লে তাদের সাথে মতভেদ করবে'।[১৫] অর্থাৎ আখেরাতের ন্যায় দুনিয়াতেও তারা 'হিযবুল্লাহ' (আল্লাহ্র বাহিনী) ও 'হিযবুশ শায়ত্বান' (শয়তানের বাহিনী) হবে *(মুজাদালাহ ৫৮/১৯, ২২; মিরক্বাত)*।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ- 'আমার ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের জন্য, যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, পরস্পরে বৈঠক করে, পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং পরস্পরে ব্যয় করে'।[১৬]

অতএব শিক্ষকের কর্তব্য হবে তার শিক্ষার্থীকে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারূপে গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি সর্বদা স্নেহশীল থাকা।

**শিক্ষার্থীর কর্তব্য :**

শিক্ষার্থী মূলতঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনী ইলম শিক্ষা করবেন। ফলে সে জীবনের যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, সর্বদা সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাজ করবে। কোন অবস্থাতেই সে দ্বীনকে হাতছাড়া করবে না এবং আখেরাত বিক্রি করে দুনিয়া হাছিল করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ- 'যে ব্যক্তি ইল্ম শিক্ষার জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন'।[১৭] এখানে 'ইল্ম' অর্থ 'দ্বীনী ইল্ম' *(মিরক্বাত)*। যা জান্নাতের পথ দেখায়।

আর কুরআন-সুন্নাহ্র ইল্ম হ'ল 'আল্লাহ্র অহি'। যা সত্য ও শাশ্বত এবং যার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে *(বাক্বারাহ ২/২০১)*। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী ইল্ম দুনিয়ার তাকীদে মুমিন-কাফের সবাই শেখে। আর উক্ত ইলম হ'ল ধারণা নির্ভর। যেখানে শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই *(ইউনুস ১০/৩৬)*। যেমন একই বিজ্ঞান একেক সময় একেক তথ্য প্রকাশ করছে। ফলে আজকে যা সত্য, কাল তা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। যেমন সূর্য ঘোরে, না পৃথিবী ঘোরে, এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক সময় ছিল বিস্তর মতভেদ। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক বিজ্ঞানী পিথাগোরাস (খৃ. পূ. ৫৭০-৪৯৫) বলেন, পৃথিবী ঘোরে, সূর্য স্থির। তার প্রায় সাতশ' বছর পর মিসরীয় বিজ্ঞানী টলেমী (৯০-১৬৮ খৃ.) বলেন, সূর্য ঘোরে পৃথিবী স্থির। তার প্রায় চৌদ্দশ' বছর পর পোলিশ বিজ্ঞানী কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খৃ.) বলেন, টলেমীর ধারণা ভুল। বরং পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য স্থির। কিন্তু এখন সবাই বলছেন, আকাশে সবকিছুই ঘোরে। অথচ আজ থেকে প্রায় দেড় হাযার বছর পূর্বে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কুরআন ঘোষণা করেছে, - كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ 'নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই সন্তরণশীল' *(আম্বিয়া ২১/৩৩; ইয়াসীন ৩৬/৪০)*।

কারণ মনুষ্য বিজ্ঞানের উৎস হ'ল 'অনুমিতি'। যা যেকোন সময় ভুল প্রমাণিত হ'তে পারে। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন, Science gives us but a partial knowledge of

*১৩. বুখারী হা/৬১৭০; মুসলিম হা/২৬৪০; মিশকাত হা/৫০০৮; মিরক্বাত।*
*১৪. মুসলিম হা/২৬৩৭; মিশকাত হা/৫০০৫ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'সালাম' অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/৬০৪০ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*
*১৫. বুখারী হা/৩৩৩৬; মিশকাত হা/৫০০৩ রাবী আয়েশা (রাঃ)।*
*১৬. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৫০৭; তিরমিযী হা/২৩৯০; মিশকাত হা/৫০১১ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়-২৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ-১ রাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ); আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/২৫৮১।*
*১৭. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।*

reality ‘বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়’।[১৮]

মানুষ যতবড় জ্ঞানীই হৌক সে তার ভবিষ্যৎ জানেনা। এক মিনিট পরে তার জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে, সে বলতে পারে না। পৃথিবীতে বসবাস ও তা পরিচালনার জন্য যাকে যতটুকু জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজন, আল্লাহ তাকে ততটুকু দান করেছেন এবং প্রকৃত জ্ঞানের ভাণ্ডার নিজ হাতে রেখেছেন। সীমিত জ্ঞানের মানুষ চিরকাল নিজেদের মধ্যে হৈ চৈ করেছে স্রেফ আন্দাজ-অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এমনকি শত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও বিজ্ঞান মানুষকে এযাবৎ কেবল ‘আংশিক সত্য’ (Partial truth) উপহার দিতে পেরেছে, ‘চূড়ান্ত সত্য’ (Absolute truth) নয়।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ...দ্বীনী ইলম শিক্ষার্থীর জন্য ফেরেশতারা তাদের ডানা সমূহ বিছিয়ে দেয় এবং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবাই উক্ত শিক্ষার্থীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যেকার মাছ পর্যন্ত। আর আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা নক্ষত্ররাজির উপর। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ। আর নবীগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না কেবল ইল্‌ম ব্যতীত। যে ব্যক্তি সেটি গ্রহণ করল, সে পূর্ণমাত্রায় সেটি পেয়ে গেল’।[১৯]

তিনি আরও বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ- ‘আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা, যেমন তোমাদের উপর আমার মর্যাদা। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী এবং নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে বসবাসকারী এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও পানির মাছ পর্যন্ত দো‘আ করে মানুষকে উত্তম শিক্ষা দানকারী ব্যক্তির উপর’।[২০] অত্র হাদীছে জাহিল আবেদের উপরে জ্ঞানী আলেমের উচ্চ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। সাথে সাথে তারা যাতে নিজেদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকেন, সে বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মানুষের জ্ঞানের দরজা খুলে দেওয়া বা না দেওয়াটা আল্লাহ্‌র রহমতের উপর নির্ভরশীল। তিনি কাউকে তা বেশী দেন। কাউকে কম দেন। কাউকে যৎসামান্য দেন। এজন্য সর্বদা দো‘আ করতে বলা হয়েছে, -رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও!’ *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*। অতঃপর শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি স্মরণ রাখবে।-

**(১) ইখলাছ :** প্রথমেই শিক্ষার্থীকে দ্বীনী ইল্‌ম শিখার নিয়তে একনিষ্ঠ হ’তে হবে। কেননা লক্ষ্যে একনিষ্ঠ ও অবিচল থাকা ব্যতীত দুনিয়াতে কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ، ‘মনে রেখ, একনিষ্ঠ আনুগত্য স্রেফ আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য’ *(যুমার ৩৯/৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، ‘সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল’।[২১] অতএব দ্বীনী বা দুনিয়াবী যে ইলম হাছিল করুক না কেন, লক্ষ্য থাকতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে আল্লাহ্‌র চেহারা দর্শন। ভবিষ্যতে বড় কোন পেশাজীবী বা পদাধিকারী ব্যক্তি হ’লে সেখানেও যেন একই দ্বীনী লক্ষ্য থাকে।

**(২) লেখাপড়ায় সর্বদা অগ্রবর্তী থাকার প্রচেষ্টা চালানো :** কেননা ইসলাম হ’ল লেখাপড়ার দ্বীন। যার প্রথম অহি হ’ল ‘ইক্বরা’ ‘পড় তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে’ *(‘আলাক্ব ৯৬/১)*। ঐ লেখাপড়া যা শিক্ষার্থীকে তার প্রতিপালকের সন্ধান দেয়। যিনি তাকে লেখাপড়ার মেধা, যোগ্যতা ও পরিবেশ দান করেছেন। *(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)*

*১৮. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, মহাসত্যের সন্ধানে (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী ৫ম প্রকাশ ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খৃ.) ৬১ পৃ.; দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘কুরআনের মু‘জেযা হওয়ার প্রমাণ সমূহ’ অধ্যায় ৭৯১ পৃ.।*
*১৯. তিরমিযী হা/২৬৮২; মিশকাত হা/২১২ রাবী আবুদ্দারদা (রাঃ)।*
*২০. তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩ রাবী আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)।*
*২১. বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৭; মিশকাত হা/১ রাবী ওমর (রাঃ)।*


# শিক্ষক-শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক ও শিক্ষিকা আবশ্যক।

**(১) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (১ জন)**। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
**(২) জুনিয়র সহঃ শিক্ষিকা (আরবী) (২ জন)**। যোগ্যতা : আলিম/ছানাবিয়াহ (যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)।
**(৩) হাফেয : ১ জন (হিফয বিভাগ)**। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।
**(৪) হাফেয/ক্বারী : ১ জন (কিতাব বিভাগ)**। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।
**(৫) হাফেযা : ২ জন (হিফয বিভাগ-১, কিতাব বিভাগ-১)**। (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবেন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ২২শে ডিসেম্বর’২২।

**যোগাযোগ :** সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬-৩৮৯৮৪১, ০১৭৩৯-৮৯৮৬২৯।

মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০২২ ২৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

# ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(৫ম কিস্তি)

**ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা :**

আন্তরিক প্রশান্তি ও নৈতিকতা লাভে ইবাদতের ভূমিকা অপরিসীম। ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে। এর মাধ্যমে গোনাহ থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করতে পারে। আল্লাহ্র নে'মত লাভ করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা যায় কেবল ইবাদতের মাধ্যমে। ইবাদতের মাধ্যমেই শয়তানকে পরাভূত করা যায়, নফসে আম্মারার প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। সুতরাং মানবজীবনে ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিত। নিম্নের আলোচনায় যা সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে।

**১. মানব ও জিন জাতি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ইবাদত :**

আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তদনুযায়ী পার্থিব জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যা আল্লাহ্র ইবাদতের মধ্যে শামিল। আর এজন্যই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ يُطْعِمُوْنِ، إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ، 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট থেকে কোন রিযিক চাই না এবং চাই না যে তারা আমাকে আহার যোগাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হ'লেন সবচেয়ে বড় রিযিকদাতা ও কঠিন শক্তির অধিকারী' *(যারিয়াত ৫১/৫৬-৫৮)*।

**২. আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন করা :**

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে মানুষকে তার ইবাদত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব কর। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা (জাহান্নাম থেকে) বাঁচতে পারো' *(বাক্বারাহ ২/২১)*। অন্যত্র আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، 'আর আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، 'এরা সবাই তোমাদের একই উম্মতভুক্ত। আর আমিই তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/৯২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، 'হে আমার বিশ্বাসী বান্দারা! আমার যমীন প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আনকাবূত ২৯/৫৬)*। সুতরাং আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালনে মানুষ তাঁর ইবাদত করতে বাধ্য।

**৩. নবী-রাসূলগণের আদেশ পালন করা :**

পৃথিবীতে আগত সকল নবী-রাসূল স্বীয় কওমকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেমন নূহ (আঃ)-এর কথা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন, قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، 'সে বলল, হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী, এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর' *(নূহ ৭১/২-৩)*। তিনি আরো বলেন, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، 'বস্তুতঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য জ্ঞান সমূহ কেবল আল্লাহ্রই নিকটে। তাঁর দিকেই সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব তুমি তাঁর ইবাদত কর ও তাঁর উপরেই ভরসা কর। আর তোমরা যা কিছু কর, তোমার পালনকর্তা সে বিষয়ে উদাসীন নন' *(হূদ ১১/১২৩)*। আল্লাহ আরো বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، 'আমরা নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর সে তাদের বলল, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই' *(আ'রাফ ৭/৫৯; মুমিনূন ২৩/২৩)*। অনুরূপভাবে ছালেহ, শু'আইব, হূদ (আঃ) প্রত্যেকে স্বীয় কওমকে আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছিলেন।[১]

সকল নবী-রাসূল যে স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, এ মর্মে আল্লাহ বলেন, فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ، 'অতঃপর তাদের মধ্যকার একজনকে (হূদ) তাদের মধ্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না'? *(মুমিনূন ২৩/৩২)*। তিনি আরো বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوتَ، 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট

১. *আ'রাফ ৭/৬৫, ৭৩, ৮৫; হূদ ১১/৫০, ৬১, ৮৪; আনকাবূত ২৯/১৬।*

আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

**৪. ইবাদত আল্লাহ্র হক :**

আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাকে সম্মানিত করেছেন এবং তাকে সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করেছেন। তাই সকল প্রকার ইবাদত পাওয়ার হকদার কেবল মহান আল্লাহ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذٍ رضى الله عنه قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِى حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ. قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর পশ্চাতে উফাইর গাধার উপরে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, হে মু'আয! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহ্র কী হক এবং আল্লাহ্র নিকটে বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহ্র হক এই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, অন্য কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্র নিকটে বান্দার হক হ'ল তিনি তাদের আযাব দিবেন না, যারা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি'।[২] সুতরাং আল্লাহ্র জন্যই যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে।

**৫. শয়তানের কবল থেকে মুক্ত হওয়া :**

শয়তান সর্বদা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।[৩] কিন্তু যেসকল মানুষ আল্লাহ্র অনুগত থাকে এবং তাঁর ইবাদতে রত থাকে তারা শয়তানের কবল থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ، 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে' *(হিজর ১৫/৪২)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، 'নিশ্চয়ই আমার (অনুগত) বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। আর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট' *(ইসরা ১৭/৬৫)*। আর বান্দার কর্তব্য হ'ল রবের নির্দেশনা মেনে চলা ও তাঁর ইবাদত করা।

**৬. সৎকর্মশীল বান্দাদের আল্লাহ্র সাহায্য-সহযোগিতা :**

মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ও তাঁর ইবাদত সম্পাদন করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। আর সৎকর্মশীল বান্দারা আল্লাহ্র সহায়তা লাভ করে থাকে। আল্লাহ বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দান করবেন, যেমন তিনি দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতির বদলে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন' *(নূর ২৪/৫৫)*।

**৭. আল্লাহ্র নিকটে সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি :**

সম্মান-মর্যাদার মালিক মহান আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত-লাঞ্ছিত করেন। সুতরাং মর্যাদা লাভের জন্য আল্লাহ্র সন্তোষ প্রয়োজন। আর ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি হাছিল করা যায় এবং আল্লাহ্র নিকটে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، 'রহমান' (দয়াময়)-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*। তিনি আরো বলেন, فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، 'অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে। যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' *(যুমার ৩৯/১৭-১৮)*।

**৮. আল্লাহ্র রহমত লাভ করা :**

আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত কেউ তার আমলের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৪] আর ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহ্র রহমত আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(বাক্বারাহ ২/২১৮)*। তিনি আরো বলেন, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ

২. *বুখারী হা/২৮৫৬; মিশকাত হা/২৪।*

৩. *আ'রাফ ৭/১৫-১৬; হিজর ১৫/৩৯; ছোয়াদ ৩৮/৮২।*

৪. *মুসলিম হা/২৮১৮।*

وَيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا 'অতঃপর যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও তাঁর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, সত্বর তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর প্রতি সরল পথ প্রদর্শন করবেন' *(নিসা ৪/১৭৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 'যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্র নিকট উচ্চ মর্যাদাবান এবং তারাই হ'ল সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর পক্ষ হ'তে বিশেষ অনুগ্রহের ও সন্তুষ্টির এবং তাদের জন্য এমন জান্নাতের, যেখানে রয়েছে চিরস্থায়ী নে'মত সমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার' *(তওবা ৯/২০-২২)*। তিনি আরো বলেন, 'আর আমার অনুগ্রহ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সত্বর আমি তা নির্ধারিত করব ঐসব লোকদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমাদের আয়াত সমূহে বিশ্বাস পোষণ করে। যারা এই রাসূলের আনুগত্য করে যিনি নিরক্ষর নবী, যার বিষয়ে তারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পেয়েছে। যিনি তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ দেন ও অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। যিনি তাদের জন্য পবিত্র বিষয় সমূহ হালাল করেন ও নাপাক বিষয় সমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের উপর থেকে বোঝা ও বন্ধন সমূহ নামিয়ে দেন, যা তাদের উপরে ছিল। অতএব যারা তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাকে শক্ত থেকে প্রতিরোধ করেছে ও সাহায্য করেছে এবং সেই জ্যোতির (কুরআনের) অনুসরণ করেছে যা তার সাথে নাযিল হয়েছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(আ'রাফ ৭/১৫৬-৫৭)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ، 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালক স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন। আর এটাই হ'ল সুস্পষ্ট সাফল্য' *(জাছিয়া ৪৫/৩০)*। তিনি বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ، 'তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'তে পারো' *(নূর ২৪/৫৬)*।

**৯. আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন :**

পাপাচারের কারণে মানুষের আত্মা কলুষিত হয়। আর ইবাদতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ 'তুমি তোমার প্রতি অহীকৃত কিতাব (কুরআন) পাঠ কর এবং ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে। আর (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্র স্মরণই সবচেয়ে বড় বস্তু। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। তিনি আরো বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে। আর এটি (অর্থাৎ কুরআন) হ'ল উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য (সর্বোত্তম) উপদেশ' *(হূদ ১১/১১৪)*।

ইবাদত-বন্দেগী মানুষকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ. 'আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলো এবং তাঁকে বলল, অমুক লোক রাত্রে ছালাত আদায় করে কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, অতি শীঘ্রই তার ছালাত তাকে এ কাজ থেকে বাধা দিবে, যে কাজের কথা তুমি বলছ'।[৫] অন্য হাদীছে আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর'।[৬]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ. قَالُوْا لَا يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا.

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহ'লে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ হ'ল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন'।[৭]

---

*৫. আহমাদ হা/৯৭৭৮; ইবনু হিব্বান হা/২৫৬০; শু'আবুল ঈমান হা/২৯৯১; মিশকাত হা/১২৩৭; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা/৩৪৮২।*
*৬. তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩১৬০।*
*৭. বুখারী হা/৫২৮; মুসলিম হা/৬৬৭; মিশকাত হা/৫৬৫।*

অনুরূপভাবে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়। আল্লাহ বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا 'তুমি তাদের মাল-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ৯/১০৩)*।

**১০. সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় :**

মহান আল্লাহ সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে ভালবাসেন। আর সৎকর্মশীল বান্দা হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশনা মেনে চলতে হয় এবং তাঁর ইবাদত করতে হয়। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِيْنَ 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে অবশ্যই আমরা তাদেরকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে প্রবেশ করাবো' *(আনকাবূত ২৯/৯)*। আর সৎকর্মশীল বান্দা সদা নেক আমল করতে এবং গর্হিত কাজ পরিত্যাগে সচেষ্ট হয়। এমনকি তার পূর্ণ জীবন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ তার পথ চলা, কোন কিছু শ্রবণ করা, কোন কিছু দেখা সবকিছুই কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে। যা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে তা প্রতিপালনে এবং যা আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তা পরিহারে সে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। যেমন হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ، 'আমার বান্দার উপর আমি যা ফরয করেছি সে ইবাদত অপেক্ষা আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই'।[৮]

**১১. সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা :**

দুনিয়াতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষ রয়েছে। এসব মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তারা অর্জন করতে পারে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে ইবাদত-বন্দেগী সম্পন্ন করে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তারাই হ'ল সৃষ্টির সেরা' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً، أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ، 'সর্বোত্তম জীবন হ'ল সে ব্যক্তির জীবন যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্যে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। শত্রুর উপস্থিতি ও শত্রুর দিকে ধাবমান হওয়ার শব্দ শোনামাত্র ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে যথাস্থানে সে শত্রুকে হত্যা এবং নিজ শাহাদতের সন্ধান করে। অথবা ঐ লোকের জীবনই উত্তম যে ছাগপাল নিয়ে কোন পাহাড় চূড়ায় বা (নির্জন) উপত্যকায় বসবাস করে আর যথারীতি ছালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমৃত্যু তার প্রভুর ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। মানুষের মধ্যে এ ব্যক্তি মঙ্গলের মধ্যে রয়েছে'।[৯]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ أَوْ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً. قَالَ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ. ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِى يَلِيهِ. قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ امْرُؤٌ مُعْتَزِلٌ فِى شِعْبٍ يُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ. ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلاً. قَالَ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ الَّذِى يُسْأَلُ بِاللهِ وَلاَ يُعْطِى بِهِ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তারা বসে ছিলেন এমতাবস্থায় নবী করীম (ছাঃ) তাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত করাব না? আমরা বললাম, কেন নয়? (নিশ্চয়ই) হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, সে ঐ ব্যক্তি, যে মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাঁর ঘোড়ার মাথা ধরে প্রস্তুত থাকে। এমতাবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে বা শহীদ হয়ে যায়। তিনি বললেন, তার পরবর্তী পর্যায়ের লোকের সংবাদ তোমাদেরকে দেব কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, সে হ'ল ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে কোন গুহায় থাকে, সেখানে সে ছালাত আদায় করে, যাকাত

*৮. বুখারী হা/৬৫০২; মিশকাত হা/২২৬৬; ছহীহাহ হা/১৬৪০।*

*৯. মুসলিম হা/১৮৮৯।*

প্রদান করে এবং লোকদের অনিষ্ট থেকে দূরে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমাদেরকে কি নিকৃষ্ট লোক সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! (অবহিত করুন)। তিনি বললেন, সে হ'ল ঐ ব্যক্তি যার কাছে কেউ আল্লাহ তা'আলার নামে (সাহায্য) চায় কিন্তু সে তাকে দান করে না'।[১০]

**১২. দুনিয়াতে পবিত্র জীবন লাভ :**

পৃথিবীতে পবিত্র জীবন লাভ করলে তার আমলও পরিচ্ছন্ন হবে, তার চাল-চলন পরিশীলিত হবে। ফলে পরকালে সে নাজাত পাবে এবং জান্নাত লাভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আর ইবাদতের মাধ্যমেই পবিত্র জীবন লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ، 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

**১৩. উত্তম রিযক লাভ :**

পৃথিবীর সকল প্রাণী আল্লাহ্র রিযকের মাধ্যমে জীবন ধারণ করে *(হূদ ১১/৬)*। সুতরাং আল্লাহ্র রিযক খেয়ে মানুষকে তাঁরই ইবাদত করতে হবে। এটা যেমন মানুষের দায়িত্ব তেমনি এই ইবাদতের মাধ্যমে দুনিয়াতে মানুষ উত্তম রিযক লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ، 'যাতে তিনি ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের যথাযথ পুরস্কার দিতে পারেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক' *(সাবা ৩৪/৪)*।

**১৪. আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ :**

পরকালীন জীবনে নাজাত লাভ ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা অপরিহার্য। আর ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য দয়াময় (সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তরে) মহব্বত সৃষ্টি করে দিবেন' *(মারিয়াম ১৯/৯৬)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ تَنْزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا}

'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিব্রীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবেসেছি। অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্রীল সেটা আসমানে ঘোষণা করে দেন। অতঃপর যমীনবাসীর মধ্যে তার জন্য মহব্বত নাযিল হয়। আর এটাই হ'ল আল্লাহ্র বাণী إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، (এর মর্মার্থ)।[১১]

**১৫. আল্লাহ্র ক্ষমা লাভ :**

মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে নানা পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তওবা করতে হয়, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। সেই সাথে ইবাদত-বন্দেগীও করতে হয়। যার মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، 'আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মাদি সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার' *(ফাতির ৩৫/৭)*। তিনি আরো বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمً، 'তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন' *(ফাতহ ৪৮/২৯)*।

**১৬. পরকালে অশেষ প্রতিদান লাভ :**

ইবাদত-বন্দেগী করা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন করা মানুষের উপরে ফরয। এ ফরয পালনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অশেষ ছওয়াব বা প্রতিদান লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، 'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৭)*। তিনি আরো বলেন, 'পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে, তাদের প্রাপ্য পূর্ণভাবে দেওয়া হবে' *(আলে ইমরান ৩/৫৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরষ্কার' *(ফুছ্ছিলাত ৪১/৮)*।

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، 'হে আমার বান্দাগণ! এ তো তোমাদের আমল, যা আমি

*১০. দারেমী, আহমাদ হা/২৯২৯; ছহীহুত তারগীব হা/১২৯৮, সনদ ছহীহ।*

*১১. বুখারী হা/৬০৪০; মুসলিম হা/২৬৭; তিরমিযী হা/৩১৬১।*

তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করি, অতঃপর তোমাদের তা পূর্ণ করে দেব। অতএব যে ভাল কিছু পেল সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে। আর যে অন্য কিছু পেল সে যেন নিজেকে ভিন্ন কাউকে দোষারোপ না করে'।[১২]

**১৭. জান্নাতে প্রবেশ :**

মুমিনের ইহকালের যাবতীয় আমলের মাধ্যমে পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভই হ'ল লক্ষ্য। আর ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছা যায়, জান্নাত লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস প্রস্তুত করা আছে' *(কাহফ ১৮/১০৭)*।

তিনি আরো বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ، 'পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করেছে, তারা হ'ল জান্নাতের অধিবাসী। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/৮২)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا، 'পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, সত্বর আমরা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ আর আমরা তাদেরকে প্রবেশ করাবো ছায়াঘন বাগিচায়' *(নিসা ৪/৫৭)*। *[ক্রমশঃ]*

---

*১২. মুসলিম হা/২৫৭৭; ছহীহুত তারগীব হা/১৬২৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৪৫।*

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবুদাঊদ হা/৪২৬)*।

### সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ডিসেম্বর ২০২২-জানুয়ারী ২০২৩ (ঢাকার জন্য)

| খ্রিষ্টাব্দ | হিজরী | বঙ্গাব্দ | বার | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ ডিসেম্বর | ০৬ জুমাঃ উলাঃ | ১৬ অগ্রহায়ণ | বৃহস্পতি | ০৫:০৪ | ০৬:২৪ | ১১:৪৭ | ০২:৫০ | ০৫:১০ | ০৬:৩০ |
| ০৩ ডিসেম্বর | ০৮ জুমাঃ উলাঃ | ১৮ অগ্রহায়ণ | শনিবার | ০৫:০৫ | ০৬:২৫ | ১১:৪৮ | ০২:৫০ | ০৫:১১ | ০৬:৩১ |
| ০৫ ডিসেম্বর | ১০ জুমাঃ উলাঃ | ২০ অগ্রহায়ণ | সোমবার | ০৫:০৭ | ০৬:২৬ | ১১:৪৯ | ০২:৫১ | ০৫:১১ | ০৬:৩১ |
| ০৭ ডিসেম্বর | ১২ জুমাঃ উলাঃ | ২২ অগ্রহায়ণ | বুধবার | ০৫:০৮ | ০৬:২৮ | ১১:৫০ | ০২:৫১ | ০৫:১১ | ০৬:৩২ |
| ০৯ ডিসেম্বর | ১৪ জুমাঃ উলাঃ | ২৪ অগ্রহায়ণ | শুক্রবার | ০৫:০৯ | ০৬:২৯ | ১১:৫১ | ০২:৫২ | ০৫:১২ | ০৬:৩২ |
| ১১ ডিসেম্বর | ১৬ জুমাঃ উলাঃ | ২৬ অগ্রহায়ণ | রবিবার | ০৫:১০ | ০৬:৩০ | ১১:৫২ | ০২:৫২ | ০৫:১৩ | ০৬:৩৩ |
| ১৩ ডিসেম্বর | ১৮ জুমাঃ উলাঃ | ২৮ অগ্রহায়ণ | মঙ্গলবার | ০৫:১১ | ০৬:৩১ | ১১:৫৩ | ০২:৫৩ | ০৫:১৩ | ০৬:৩৪ |
| ১৫ ডিসেম্বর | ২০ জুমাঃ উলাঃ | ৩০ অগ্রহায়ণ | বৃহস্পতি | ০৫:১২ | ০৬:৩৩ | ১১:৫৩ | ০২:৫৪ | ০৫:১৪ | ০৬:৩৪ |
| ১৭ ডিসেম্বর | ২২ জুমাঃ উলাঃ | ০২ পৌষ | শনিবার | ০৫:১৪ | ০৬:৩৪ | ১১:৫৪ | ০২:৫৫ | ০৫:১৫ | ০৬:৩৫ |
| ১৯ ডিসেম্বর | ২৪ জুমাঃ উলাঃ | ০৪ পৌষ | সোমবার | ০৫:১৫ | ০৬:৩৫ | ১১:৫৫ | ০২:৫৫ | ০৫:১৫ | ০৬:৩৬ |
| ২১ ডিসেম্বর | ২৬ জুমাঃ উলাঃ | ০৬ পৌষ | বুধবার | ০৫:১৬ | ০৬:৩৬ | ১১:৫৬ | ০২:৫৬ | ০৫:১৬ | ০৬:৩৭ |
| ২৩ ডিসেম্বর | ২৮ জুমাঃ উলাঃ | ০৮ পৌষ | শুক্রবার | ০৫:১৭ | ০৬:৩৭ | ১১:৫৭ | ০২:৫৭ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৮ |
| ২৫ ডিসেম্বর | ০১ জুমাঃ আখের | ১০ পৌষ | রবিবার | ০৫:১৮ | ০৬:৩৮ | ১১:৫৮ | ০২:৫৮ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৯ |
| ২৭ ডিসেম্বর | ০৩ জুমাঃ আখের | ১২ পৌষ | মঙ্গলবার | ০৫:১৮ | ০৬:৩৯ | ১১:৫৯ | ০৩:০০ | ০৫:২০ | ০৬:৪০ |
| ২৯ ডিসেম্বর | ০৫ জুমাঃ আখের | ১৪ পৌষ | বৃহস্পতি | ০৫:১৯ | ০৬:৩৯ | ১২:০০ | ০৩:০১ | ০৫:২১ | ০৬:৪১ |
| ৩১ ডিসেম্বর | ০৭ জুমাঃ আখের | ১৬ পৌষ | শনিবার | ০৫:২০ | ০৬:৪০ | ১২:০১ | ০৩:০২ | ০৫:২২ | ০৬:৪৩ |
| | | | | | | | | | |
| ০১ জানুয়ারী | ০৮ জুমাঃ আখের | ১৭ পৌষ | রবিবার | ০৫:২০ | ০৬:৪০ | ১২:০২ | ০৩:০৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৪৩ |
| ০৩ জানুয়ারী | ১০ জুমাঃ আখের | ১৯ পৌষ | মঙ্গলবার | ০৫:২১ | ০৬:৪১ | ১২:০৩ | ০৩:০৪ | ০৫:২৪ | ০৬:৪৪ |
| ০৫ জানুয়ারী | ১২ জুমাঃ আখের | ২১ পৌষ | বৃহস্পতি | ০৫:২২ | ০৬:৪১ | ১২:০৪ | ০৩:০৫ | ০৫:২৫ | ০৬:৪৬ |
| ০৭ জানুয়ারী | ১৪ জুমাঃ আখের | ২৩ পৌষ | শনিবার | ০৫:২২ | ০৬:৪২ | ১২:০৫ | ০৩:০৬ | ০৫:২৭ | ০৬:৪৭ |
| ০৯ জানুয়ারী | ১৬ জুমাঃ আখের | ২৫ পৌষ | সোমবার | ০৫:২৩ | ০৬:৪২ | ১২:০৫ | ০৩:০৮ | ০৫:২৮ | ০৬:৪৮ |
| ১১ জানুয়ারী | ১৮ জুমাঃ আখের | ২৭ পৌষ | বুধবার | ০৫:২৩ | ০৬:৪২ | ১২:০৬ | ০৩:০৯ | ০৫:৩০ | ০৬:৪৯ |
| ১৩ জানুয়ারী | ২০ জুমাঃ আখের | ২৯ পৌষ | শুক্রবার | ০৫:২৩ | ০৬:৪২ | ১২:০৭ | ০৩:১০ | ০৫:৩১ | ০৬:৫১ |
| ১৫ জানুয়ারী | ২২ জুমাঃ আখের | ০১ মাঘ | রবিবার | ০৫:২৩ | ০৬:৪২ | ১২:০৮ | ০৩:১২ | ০৫:৩৩ | ০৬:৫২ |

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)] — আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

**ঢাকা বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| নরসিংদী | −১ | −১ | −২ | −২ | −১ |
| গাযীপুর | +১ | ০ | −১ | −১ | ০ |
| শরীয়তপুর | ০ | +১ | +১ | +১ | +২ |
| নারায়ণগঞ্জ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| টাঙ্গাইল | +৩ | +২ | +১ | +১ | +২ |
| কিশোরগঞ্জ | ০ | −১ | −৩ | −৩ | −২ |
| মানিকগঞ্জ | +২ | +২ | +১ | +২ | +২ |
| মুন্সিগঞ্জ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| রাজবাড়ী | +৩ | +৪ | +৩ | +৪ | +৪ |
| মাদারীপুর | ০ | +১ | +২ | +২ | +২ |
| গোপালগঞ্জ | +২ | +৩ | +৩ | +৪ | +৪ |
| ফরিদপুর | +২ | +৩ | +২ | +২ | +৩ |

**ময়মনসিংহ বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| শেরপুর | +৪ | +২ | −১ | −১ | ০ |
| ময়মনসিংহ | +২ | ০ | −২ | −২ | −১ |
| জামালপুর | +৪ | +২ | ০ | −১ | +১ |
| নেত্রকোণা | +১ | −১ | −৩ | −৪ | −২ |

**খুলনা বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| যশোর | +৫ | +৫ | +৬ | +৬ | +৬ |
| সাতক্ষীরা | +৪ | +৬ | +৭ | +৭ | +৭ |
| মেহেরপুর | +৮ | +৮ | +৭ | +৭ | +৮ |
| নড়াইল | +৩ | +৪ | +৪ | +৫ | +৫ |
| চুয়াডাঙ্গা | +৬ | +৭ | +৬ | +৬ | +৭ |
| কুষ্টিয়া | +৬ | +৬ | +৫ | +৫ | +৫ |
| মাগুরা | +৪ | +৪ | +৪ | +৪ | +৫ |
| খুলনা | +৩ | +৪ | +৫ | +৫ | +৫ |
| বাগেরহাট | +১ | +৩ | +৪ | +৫ | +৫ |
| ঝিনাইদহ | +৫ | +৫ | +৫ | +৫ | +৬ |

**বরিশাল বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| ঝালকাঠি | ০ | +১ | +৩ | +৩ | +৩ |
| পটুয়াখালী | −১ | +১ | +৩ | +৩ | +৩ |
| পিরোজপুর | ০ | +২ | +৪ | +৪ | +৪ |
| বরিশাল | −১ | +১ | +২ | +২ | +২ |
| ভোলা | −২ | ০ | +১ | +১ | +১ |
| বরগুনা | −১ | +২ | +৪ | +৪ | +৪ |

**রাজশাহী বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| সিরাজগঞ্জ | +৪ | +৩ | +২ | +১ | +২ |
| পাবনা | +৫ | +৫ | +৪ | +৪ | +৫ |
| বগুড়া | +৬ | +৫ | +২ | +২ | +৩ |
| রাজশাহী | +৯ | +৮ | +৬ | +৬ | +৭ |
| নাটোর | +৭ | +৬ | +৪ | +৪ | +৫ |
| জয়পুরহাট | +৮ | +৬ | +৩ | +৩ | +৪ |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ | +১০ | +৯ | +৭ | +৭ | +৮ |
| নওগা | +৮ | +৬ | +৪ | +৪ | +৫ |

**রংপুর বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| পঞ্চগড় | +১২ | +৮ | +৩ | +২ | +৪ |
| দিনাজপুর | +১০ | +৮ | +৪ | +৩ | +৫ |
| লালমণিরহাট | +৭ | +৪ | ০ | −১ | +১ |
| নীলফামারী | +১০ | +৭ | +২ | +২ | +৩ |
| গাইবান্ধা | +৬ | +৪ | +১ | ০ | +২ |
| ঠাকুরগাঁও | +১১ | +৮ | +৪ | +৩ | +৫ |
| রংপুর | +৮ | +৫ | +১ | ০ | +২ |
| কুড়িগ্রাম | +৬ | +৪ | −১ | −১ | +১ |

**চট্টগ্রাম বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| কুমিল্লা | −৩ | −৩ | −৩ | −২ | −২ |
| ফেনী | −৫ | −৩ | −৩ | −৩ | −২ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | −২ | −২ | −৩ | −৩ | −৩ |
| রাঙ্গামাটি | −৮ | −৭ | −৫ | −৫ | −৫ |
| নোয়াখালী | −৪ | −২ | −১ | −১ | −১ |
| চাঁদপুর | −১ | −১ | ০ | ০ | ০ |
| লক্ষীপুর | −২ | −১ | ০ | ০ | ০ |
| চট্টগ্রাম | −৭ | −৫ | −৩ | −৩ | −৩ |
| কক্সবাজার | −৯ | −৬ | −৩ | −১ | −২ |
| খাগড়াছড়ি | −৭ | −৬ | −৫ | −৫ | −৫ |
| বান্দরবান | −৯ | −৭ | −৫ | −৪ | −৪ |

**সিলেট বিভাগ**

| যেলার নাম | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| সিলেট | −৪ | −৫ | −৮ | −৮ | −৭ |
| মৌলভীবাযার | −৪ | −৫ | −৭ | −৭ | −৬ |
| হবিগঞ্জ | −৩ | −৪ | −৫ | −৫ | −৪ |
| সুনামগঞ্জ | −২ | −৪ | −৬ | −৭ | −৫ |

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

# প্রসঙ্গ শিক্ষা : কিছু ভাবনা

*-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*

আমাদের সমাজ বর্তমানে এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে, বহমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই এখন দায় হয়ে পড়েছে। সনাতন যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গড়ে উঠেছে একক পরিবার, সে একক পরিবারও যেন অর্থোপার্জনের চাপে বিচ্ছিন্ন পরিবারে রূপ নিচ্ছে। আয়-উপার্জনের স্বার্থে হয়তো মাতা-পিতার কোন একজন অবস্থান করছে বিদেশে কিংবা দেশের ভিতরে অন্য কোন স্থানে। হয়তো তাদের কারও একজনের কাছে ছেলে-মেয়েরা থাকছে। মাতা-পিতা দূরে থাকুন কিংবা এক সাথে থাকুন দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো যেন এখন বড় দায় হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা কেন যেন বইমুখী হ'তে চাইছে না।

রুটিন মাফিক তারা স্কুলে আসে-যায়, অনেকে প্রাইভেটও পড়ে, কিন্তু জ্ঞান অর্জনে তাদের অনীহা উপেক্ষা করার মতো নয়। পাঠ্যবইই যে জ্ঞান অর্জনে যথেষ্ট নয়, সে কথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু পাঠ্যবইয়ের বাইরে যে বিশাল জ্ঞানের জগৎ সেখানে আমাদের বিচরণ খুবই কম। আমরা লাইব্রেরীর সাথে যোগাযোগের মানসিকতা একরকম হারিয়ে ফেলেছি। পারস্পরিক দোষারোপের মানসিকতায় আমরা আজ আচ্ছন্ন। অভিভাবকগণ দোষ দেন যে, শিক্ষালয়ে এখন আর কোন লেখা-পড়া হয় না। শিক্ষকরা স্কুলে আসেন আর যান। শিক্ষকরা বলেন, শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী নয়। তারা বাড়ি থেকে পড়া তৈরি করে আসে না। অধিকাংশ শিক্ষার্থী তাদের কথা গ্রাহ্য করে না। অভিভাবকগণ তাদের ঠিকমতো দেখভাল করেন না। ফলে পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু ধারা এখন শিক্ষালয়ে ধরে রাখা যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষকদের প্রতি অভিযোগ কম নয়। ক্লাসে শিক্ষকরা পড়ান না, মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, পড়া না নিয়ে শুধু রিডিং পড়িয়ে সময় পার করেন, কেউ হয়তো এতো পৃষ্ঠা থেকে এতো পৃষ্ঠা পড়ে আসবে বলে নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হন, আবার অনেকেই তাদের কাছে প্রাইভেট পড়ার জন্য প্ররোচনা দেন ইত্যাদি অনেক অভিযোগ শিক্ষার্থীদের রয়েছে।

সকলের কথার মধ্যে সত্যতা যে নেই তা জোর করে বলা চলে না। ভেতরে-বাইরে অবশ্যই কিছু একটা সমস্যা আছে। আমাদের মনে হয় শিক্ষাকে সার্বিকভাবে ফলপ্রসূ করতে চাইলে অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সমন্বিত ভূমিকা খুবই যরূরী। প্রত্যেকে যদি নিজের দায়িত্ব পালন করি এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা সমাধান করি তাহ'লে আমাদের শিক্ষার মান বাড়বে। শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে আমাদের ত্রুটি কোথায় তা খুঁজে বের করে সমাধানে এগিয়ে আসা যাবে।

আমরা মনে করি, শিক্ষার সাথে চারটি পক্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরকার, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষকদের বেতন প্রদান, প্রশিক্ষণ দান, পাঠ্যবই প্রণয়ন ও বিতরণ এবং প্রয়োজনীয় তদারকির কাজ সরকার করে থাকে। শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি ঘটলে সরকারের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

**শিক্ষকদের ভূমিকা :** বিদ্যালয়ের প্রাণ হচ্ছেন সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষক ছাড়া কোন শিক্ষালয় কল্পনা করা যায় না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিহিত নানামুখী প্রতিভা বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা অনন্য। শিক্ষার্থীকে শিক্ষার পথ দেখানো, শিক্ষার বিষয়কে সহজসাধ্য ও আনন্দঘন করে তোলা শিক্ষকের অন্যতম কাজ। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে 'তুমিই পারবে', 'তোমার দ্বারাই হবে', 'লেখা পড়ায় লেগে থাকো', 'হতাশ হয়ো না' ইত্যাদি প্রেরণা ও সাহস যোগানিয়া কথা বলবেন। 'তুমি পারবে না', 'তোমার দ্বারা হবে না'- এ জাতীয় কথা শিক্ষার্থীদের তিনি কখনই বলবেন না। শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ে ঝোঁক ও প্রবণতা বেশী তা শিক্ষক লক্ষ করবেন এবং ভাল হ'লে তাকে তা অর্জনে সহযোগিতা করবেন, আর খারাপ হ'লে শিক্ষক তা থেকে তাকে ফেরানোর চেষ্টা করবেন। একজন আদর্শ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শিখনে নিজেকে দায়বদ্ধ ভাবেন। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে তিনি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জন, দক্ষতার বিকাশ সাধন ও নীতিবান মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকেন। ক্লাস রুটিনে তার উপর বিভিন্ন শ্রেণীর যে যে বিষয় পড়ানোর দায়িত্ব অর্পিত হয় তিনি তার অর্জিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আলোকে শিক্ষার্থীদের তা শিখাতে তৎপর থাকেন।

শিক্ষার্থীদের মাঝে সাধারণত উচ্চ মেধা, মাঝারি মেধা ও স্বল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে। তিনি সবারই মানোন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শিক্ষার্থীরা যাতে পড়ার বিষয় আয়ত্ত করে জীবনের নানাক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারে সে কৌশল তিনি তাদের শিখিয়ে দেন। তারা যেন তার বিষয়সহ অন্যান্য শিক্ষকদের বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয় সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তার বিষয়ে যদি কোন শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয় তবে তার মধ্যে যেন একটা দায়বোধ কাজ করে।

তিনি চান, তার কোন ছাত্র যেন কোন পরীক্ষাতেই তার বিষয়ে অকৃতকার্য না হয় বরং কৃতিত্বের সাথে পাশ করে। শিক্ষার্থী সদাচারী ও চরিত্রবান হবে, তাদের মাঝে মানবিকতা বিকশিত হবে, তারা দেশের সুনাগরিক হবে, অপরাধ প্রবণতা, নেশা, দুর্নীতি ইত্যাদি হ'তে তারা দূরে থাকবে- প্রত্যেক শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব গুণের বিকাশ কামনা করেন। শুধু কামনাই নয় শিক্ষার্থীদের সেভাবে গড়ে তুলতে তারা চেষ্টা করেন। শিক্ষার্থীর নানামুখী দক্ষতার বিকাশ সাধন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে সে তার পেশায় ও সামাজিক নানাক্ষেত্রে সেই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সফল মানুষ হ'তে পারে সেজন্য শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তবে দায়সারা গোছের শিক্ষাদানকারী শিক্ষকও যে বিদ্যালয়ে থাকেন না তা নয়। তারা সাধারণত কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পাঠদান করেন না। শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম কতটুকু সঞ্চারিত হচ্ছে তারা তা যাচাই করার গরয তেমন একটা অনুভব করেন না। গতানুগতিক নিয়মে

ক্লাসে শিক্ষার্থীদের থেকে পড়া জেনে লেকচার মেথডে তারা পড়িয়ে যান। শিক্ষার্থীরা তাতে খুব একটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে না। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি-না এবং পরীক্ষায় তারা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারবে কি-না তা তারা খুব একটা ভাবেন না। কোন বিদ্যালয়ে এমন শিক্ষকের সংখ্যাধিক্য ঘটলে সেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটার আশা বৃথা।

**অভিভাবকের ভূমিকা :** শিক্ষার্থীর শিক্ষা অর্জনে অভিভাবকের ভূমিকা অসামান্য। অভিভাবক হ'তে পারেন মাতা-পিতা কিংবা তাদের একজন। আর তাদের অবর্তমানে ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা বা অনুরূপ কেউ। শিক্ষার পিছনে অল্প-বিস্তর যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা সাধারণত অভিভাবকই যুগিয়ে থাকেন। ফলে শিক্ষার্থী নিশ্চিন্তে পড়তে পারে। শিক্ষার্থীর শিক্ষার পরিবেশ আনন্দঘন করতে তাকে প্রয়োজনীয় স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা দিয়ে লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহী করতে পিতা-মাতা বড় ভূমিকা পালন করেন। বই, খাতা, কলম, ব্যাগ, স্কুলড্রেস ও অন্যান্য জিনিস তারাই ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার্থী ভাল মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক, সচ্ছল জীবনের অধিকারী হোক- প্রত্যেক অভিভাবকই তা প্রত্যাশা করে। কিন্তু তার এতটুকু দায়িত্বই শিক্ষার্থীর জন্য যথেষ্ট নয়। মাতা-পিতাকে মনে রাখতে হবে, তার সন্তান বিদ্যালয়ে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা অবস্থান করে। অবশিষ্ট সময়ে সে বিদ্যালয়ের বাইরে থাকে। কাজেই বিদ্যালয়ের পরিবেশ থেকে বাইরের পরিবেশ দ্বারা তার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ সময়ে তার সাথে সঙ্গ দেওয়া, তার মনের ইচ্ছা, অন্যান্য চাহিদা ও আবদার জানার চেষ্টা করা এবং ইতিবাচক চাহিদাগুলো যথাসময়ে পূরণ করা দরকার। প্রাইভেট পড়া, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির নামে সে কোথায় কি করে তার খোঁজ রাখা একান্ত প্রয়োজন।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েরা বাড়ির চৌহদ্দিতে আবদ্ধ থাকতে চায় না। তারা চায় সমবয়সী বন্ধুদের সাথে ঘুরতে, আড্ডা দিতে, খেলতে এবং সময় কাটাতে। এক্ষেত্রে সকল সাথী-বন্ধুই যে ভাল মানুষ হবে এমন আশা করা ভিত্তিহীন। অনেকে অসৎ সাথী-বন্ধু হ'তে পারে। চুরি, ছিনতাই, ইভটিজিং, নেশা করা, স্কুল পালানো ও বাজে আড্ডা দেওয়ার মতো কাজে লিপ্ত সাথী-বন্ধুও বর্তমানে প্রচুর মেলে। শিক্ষার্থী এমন কোন বন্ধুর পাল্লায় পড়লে তার জীবনে ধ্বংস অনিবার্য।

পক্ষান্তরে পাঠে মনোযোগী, সহপাঠক্রমিক কাজে তৎপর ও ধার্মিক সঙ্গী মিললে অভিভাবক তার সন্তানের বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ঘরের পরিবেশে মাতা-পিতাকে অবশ্যই সন্তানদের সঙ্গে সময় দেওয়ার মন-মানসিকতা তৈরি করতে হবে। খাবার টেবিলে একসাথে খেতে পারলে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করা যায়। এতে একে অপরের কাছে আসা সম্ভব হয়। শুধুই যে উপদেশ বিতরণ আর খবরদারি করতে হবে এমন নয়; বরং নিজেদের কাজকর্ম-সম্পর্কে পরস্পরে ধারণা বিনিময় এবং জানাজানির মাধ্যমেও অভিজ্ঞতা অর্জিত হ'তে পারে। যেহেতু আমরা সবাই এ সমাজের সদস্য সেহেতু সমাজের নানা অবক্ষয় থেকে আমাদের চোখ বন্ধ করে থাকার উপায় নেই। একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই দেখা যাবে, আজকের সমাজ ভীষণভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা যারা মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়া করে তাদের মাঝেও মাদকের প্রসার ঘটছে। রাস্তায় রাস্তায়, মোড়ে মোড়ে এবং নানা স্পটে বসে আড্ডা দেওয়া কিশোর-যুবকদের সংখ্যা কিন্তু আমাদের নযরে কম পড়ে না। তারা আমাদের কারও না কারও সন্তান। আমার সন্তানও যে তাদের সাথে যোগ দেয় না এবং অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয় না তা জোর গলায় বলা যায় না।

মাদকাসক্তি ও বাজে আড্ডা শিক্ষার্থীদের পাঠে অমনোযোগিতা ও স্কুল পালানোর বড় কারণ। কাজেই সন্তান কোথায় যায় কী করে তা অভিভাবককে অবশ্যই খোঁজ নিতে হবে। নিজেদের পেশাগত দায়িত্বের দোহাই দিয়ে কিংবা নানা ব্যস্ততার অজুহাতে সন্তানের সাথে সময় দিতে পারছি না কিংবা তার খোঁজখবর রাখা সম্ভব হচ্ছে না এমন কথা আমরা হরহামেশাই বলি। তাতে কিন্তু সন্তানের সর্বনাশ ঠেকানো সম্ভব হয় না। সন্তানকে তাই ধর্মীয় বিধি-বিধান শেখানো, চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে অবগত করা এবং সদাচারী হিসাবে গড়ে তোলা মাতা-পিতার প্রথম কাজ হিসাবে বিবেচ্য। চারিত্রিক দৃঢ়তা সন্তানদের মধ্যে গড়ে উঠলে সহপাঠী বন্ধুরা ভাল বন্ধুতে পরিণত হবে। তখন তারা অন্যায়-অপকর্মে যুক্ত হবে না বলে আশা করা যায়। অসৎ সঙ্গীরা তাদের নিজেদের দলে ভিড়াতে তেমনটা সক্ষম হবে না।

**ক্ষমতা ও অর্থলিপ্সা :** সমাজে ক্ষমতার দাপট দেখানো এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থবিত্তের মালিক হওয়া কিশোর মনকে কম আকর্ষণ করে না। তারাও ক্ষমতার দাপট দেখাতে চায় এবং অর্থবিত্তের মালিক হ'তে চায়। এজন্য তারা কিশোর বয়সেই ছাত্ররাজনীতির ছত্রছায়ায় ঢুকে পড়ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লেখাপড়া করা থেকে ক্ষমতাচর্চা তাদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে বেশী প্রিয় মনে হচ্ছে। কিন্তু সবার ভাগ্যে ক্ষমতার ভাগ জোটে না। ফলে ক্ষমতার পথ থেকে অনেকেই হারিয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকদের এজন্য অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে যে, তারা তাদের সন্তানদের ছাত্রাবস্থায় ছাত্ররাজনীতিতে যোগ দিতে দেবে, নাকি তাদের লেখাপড়ায় আরও মনোনিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। যেভাবেই হোক সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে অভিভাবকদের সচেষ্ট হ'তে হবে। কিন্তু আমাদের অভিভাবকদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত মানের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় না। সন্তান ঠিক মতো স্কুলে যায় কি-না, লেখাপড়া করে কি-না, স্কুল পালিয়ে অসৎ সঙ্গীদের সাথে আড্ডা দেয় কি-না তার খোঁজ-খবর তারা খুব একটা নেন না। কোনভাবে জানলেও খুব একটা গুরুত্ব দেন না। ফলে সন্তান আরও অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী হয়। অনেক পিতা তো এমন সন্তানের জন্য গর্ব করে বলেন, 'জানিস আমি অমুকের বাবা, কিংবা আমার সন্তান অমুক' এতে সন্তান আরও বেশী প্রশ্রয় পায়।

মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০২২ ২৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

**শিক্ষার্থীর দায়িত্ব :** শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক থাকা দরকার অত্যন্ত নিবিড়। বলা হয়েছে, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিদ্যা অন্বেষণ কর'। সংস্কৃততে একটা কথা আছে, 'ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ' অর্থাৎ অধ্যয়ন বা লেখা-পড়াই হচ্ছে ছাত্রদের তপস্যা ও প্রধান কর্তব্য। তবে লেখাপড়া করতে হবে একটা পদ্ধতি মেনে। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে পানাহার, ঘুম, গোসল ইত্যাদি নিয়মিত ও সময়মতো করতে হবে। সাধারণত সরকারের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশিত কারিকুলাম মেনে প্রত্যেক শিক্ষালয়ের একটি সিলেবাস বা পাঠ্যতালিকা থাকে। কোন পাঠ্যবই বছরের কোন সময়ে কতটুকু পড়াতে হবে তার উল্লেখ থাকে সিলেবাসে। পরীক্ষায় আগত প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজনও তাতে উল্লেখ থাকে। প্রতিটি শিক্ষালয়ের থাকে নিজস্ব ক্লাস রুটিন। এসব অনুসরণ করে শিক্ষকগণ পাঠদান করে থাকেন, আর শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করে থাকে। সিলেবাসভিত্তিক পাঠ্যবইয়ের বাইরে পড়া ও শেখার জন্য রয়েছে জ্ঞানজগতের এক বিশাল ভাণ্ডার।

মানুষ হাওয়া খেয়ে বাঁচে না, ভাত-রুটি খেয়ে বাঁচে। তবে ভাত-রুটি হজম করতে রীতিমত 'হাওয়া' খাওয়ার দরকার হয়। এখানে পাঠ্যবই ভাত-রুটি, আর অন্য সকল বই হাওয়া। কাজেই শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য বই পড়ার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ এক্ষেত্রে বই নির্বাচন ও বই হাতে তুলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন। তবে শিক্ষার্থীর মূল কাজ হবে তার বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের ভিত্তিতে নিজের পড়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তার হাতে থাকবে বিদ্যালয়ের সিলেবাস ও ক্লাস রুটিন। ক্লাস রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন যেসব পাঠ্য রয়েছে এবং শিক্ষক বইয়ের যে অংশ পড়া দিয়েছেন তা সে ভালভাবে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করবে। পড়া আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কোন প্রকার অলসতার প্রশ্রয় দেবে না। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন করবে। মনে করবে আমি প্রতিদিন পরীক্ষা দিচ্ছি বা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। পরীক্ষা এলে পড়ব বা তার প্রস্তুতি নেব, তার আগে প্রস্তুতি নেব না-এমন ভাবলে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করা যায় না। যারা বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নেবে, যেমন ৮ম শ্রেণী বা ১০ম শ্রেণী-তারা পরীক্ষায় বিগত বছরগুলোর বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন সামনে রেখে পড়বে। মনে রাখবে ঐসব প্রশ্নের আলোকে তার পরীক্ষার প্রশ্ন হবে। কাজেই সেগুলো আয়ত্ত করতে পারলে তার পরীক্ষা ভাল হবে। বোর্ড পরীক্ষার ৪-৫ মাস আগেই নির্ধারিত সিলেবাস শেষ করতে হবে। পরে শুধু রুটিন মাফিক পুনরাবৃত্তি ও সংশোধন-সংযোজন করলেই হবে।

মনে করা হয় যে, পরীক্ষা ভিত্তিক পড়ালেখায় সার্বিক জ্ঞান অর্জিত হয় না। কথাটির মধ্যে সত্যতা আছে। কিন্তু দিন শেষে তো পরীক্ষার সনদই মূল্যায়িত হয়। আর যিনি সনদ লাভের জন্য পড়েন তিনি যে সার্বিক জ্ঞান অর্জনের কথা ভাবেন না এমন ভাবনা সর্বাংশে সত্য নয়। পরীক্ষা পাশের পড়ার জন্যও তো তাকে অবশ্যই অন্য অনেক বিষয় পড়তে ও জানতে হয়। পরিবর্তনশীল কারিকুলামে পরীক্ষার ধরন ও পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীকে সর্বদাই এ পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত হ'তে হবে। তাকে সিলেবাস সামনে রেখে পাঠ্যবই যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে হবে। যে শ্রেণীতে সে অধ্যয়ন করে ঐ শ্রেণীর যোগ্য যে কোন বিষয়ের যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং শ্রেণীর যোগ্য সমস্যার সমাধানে তাকে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। পড়ার সময় পরীক্ষায় আসার মতো অংশ বা তথ্য পাঠ্যবইয়ে আন্ডার লাইন করতে হবে। প্রয়োজনে পাশে নোট রাখতে হবে। শিক্ষকদের কোন কথা প্রয়োজনবোধে বইয়ের কোন ফাঁকা স্থানে লিখে রাখতে হবে। বইয়ে মোটেও দাগ না দেওয়া কিংবা পুরো অধ্যায় আন্ডার লাইন করা কোন ভাল শিক্ষার্থীর লক্ষণ নয়।

**পরীক্ষা পদ্ধতি :** ২০১০ সাল থেকে দেশে সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। এ পদ্ধতির উপর দেশব্যাপী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এ পদ্ধতি সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের জন্য বাজার থেকে প্রাপ্ত সৃজনশীল গাইড, সহায়ক বই ইত্যাদি নামের নোট বইয়ের উপর নির্ভর করে থাকে। আসলে ঐসব নোট, গাইড ও সহায়ক বই শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে মোটেও সহায়ক নয়, বরং তা সৃজনশীল প্রতিভা ধ্বংসে সহায়ক। শিক্ষার্থীর উচিত হবে তার শিক্ষক অথবা অভিজ্ঞ কারও সাহায্যে হাতে কলমে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লেখার কলাকৌশল আয়ত্ত করা। তাকে প্রথমে সৃজনশীল প্রশ্নের ধাপসমূহ যেমন জ্ঞান/স্মরণ, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর দক্ষতা কাকে বলে তা ভালভাবে জানতে, বুঝতে ও মনে রাখতে হবে। উচ্চতর দক্ষতার মধ্যে তিনটি বিষয় নিহিত রয়েছে- বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত প্রদান। প্রশ্নের শেষে 'বিশ্লেষণ কর', 'মূল্যায়ন কর', 'যথার্থতা নিরূপণ কর', 'মতামত দাও', ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ লেখা থাকে। এগুলোর সংজ্ঞা জানা যেমন যরূরী তেমনি কিভাবে লিখলে বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্তদান হয় তার একটা নিয়ম আছে। সে নিয়ম জানাও যরূরী। নিয়ম মেনে লিখতে পারলে বা বুঝিয়ে বলতে পারলে উচ্চতর দক্ষতা অর্জিত হয়েছে বলে বুঝা যাবে। সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লেখা যথাযথ হচ্ছে কি-না তা সৃজনশীল প্রশ্নে দক্ষ শিক্ষকদের দিয়ে মূল্যায়ন করাতে হবে। তারা লেখার মান যাচাই করে যথার্থ নম্বর দিবেন। যখন ১০-এ ১০ কিংবা ৯ পাওয়া যাবে তখন আশা করা যায় মানসম্মত সৃজনশীলতার দক্ষতা বিকশিত হচ্ছে।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লেখায় পারদর্শী শিক্ষার্থী তার উত্তর লেখা সঠিক হয়েছে কি-না তা এক সময়ে নিজেই বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে পারে। শিক্ষক কোন প্রশ্নে নম্বর কম দিলে সে বুঝতে পারে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার সর্বোচ্চ ধাপের উত্তর তার সঠিক হয়নি কিংবা হয়তো পুরো প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়নি। এক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে সে তার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আয়ত্ত করতে পারে। আর এখানেই শিক্ষক হবেন ফেসিলিটেটর বা সহযোগী।

**যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি :** বর্তমান যুগ যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নের যুগ। প্রতিযোগিতার এ যুগে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের কাজে দক্ষতা অর্জনের বিকল্প কিছু নেই। ফেসবুক চালিয়ে, গেম খেলে কিংবা ইউটিউব দেখে সময় নষ্ট করার নাম তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন নয়। কিন্তু আমাদের যুবসমাজকে দেখা যায়, এন্ড্রয়েড ফোন হাতে এগুলোতে মজে থাকতে। ফলে প্রকৃত কাজের কাজ তাদের দ্বারা হয়ে উঠছে না। তবে বর্তমান শিক্ষার্থীদের অনেকেই যে তথ্য-প্রযুক্তিতে বিশেষ দক্ষ হয়ে উঠছে এবং আগামীতে তারা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে এ কথা অনস্বীকার্য।

**নৈতিক শিক্ষা :** বৈষয়িক উন্নতি ও সম্পদের বৃদ্ধি যতই ঘটুক না কেন মানুষ যদি চারিত্রিক সদগুণে বিভূষিত না হয় এবং মানুষের সাথে সদাচরণ না করে তবে তার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগবে না। মানুষের পরিচয় তো তার মনুষ্যত্বে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটানো। বিবেক মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দের তারতম্য বুঝতে ব্যাপক সহায়তা করে। কোন কথা কিংবা কাজ ভাল না মন্দ তা বিবেকই বলে দেয়। ইসলাম ধর্মে ভাল ও মন্দের আলোচনা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য 'শিষ্টাচার' ও 'সদাচরণ' নামে প্রত্যেক হাদীছ গ্রন্থে স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ কোনটা করণীয় এবং কোনটা বর্জনীয় তা বুঝতে পারে। কিসে ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হয় এবং কিসে অকল্যাণ হয় শিক্ষা মানুষকে তা বলে দেয়।

তবে ধর্মে কিংবা শিক্ষায় যতই চরিত্র ও সদাচারের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান উল্লেখ থাক না কেন পরিবার ও সমাজ থেকে শিক্ষার্থী যদি সেগুলো না শেখে এবং আচার-আচরণে তা চর্চা না করে তবে তার মধ্যে সদাচরণের দিক নাও ফুটে উঠতে পারে। এজন্য মাতা-পিতাসহ পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠদের কর্তব্য, ছোটদের সদগুণাবলীর তালীম দেওয়া। কোথায় কোন কথা কিভাবে বলতে হবে, কেমন আচরণ করতে হবে পরিবারের লোকেরা ছোট থেকে সেসব বলে বুঝাবেন। কিভাবে পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে মিশতে হবে, আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিচিত কেউ বাড়িতে আসলে তাদের সামনে কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে, কুশল বিনিময় করতে হবে তা তাদের শিখাতে হবে। শিক্ষক ও বয়স্কদের কথা মান্য করার শিক্ষা শিশুদের পরিবার থেকে শিখতে হবে।

বিদ্যালয়ে সহপাঠীরা শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তাদের সাথেই তাদের পড়ালেখা, খেলাধুলা, ঘোরাফেরা, আড্ডা দেওয়া, ভ্রমণ ইত্যাদি ঘটে থাকে। বলতে গেলে মাতা-পিতা ও পরিবার থেকে শিক্ষার্থীরা এখন সহপাঠী বন্ধুদের দ্বারা বেশী প্রভাবিত। এসব সহপাঠী ভাল চরিত্রের হ'লে তো খুবই ভাল। কিন্তু তারা যদি মন্দ চরিত্রের হয় তাহ'লে তাদের হাতে শিক্ষার্থীদের সর্বনাশ হ'তে কিছু বাকি থাকবে না। আমরা অভিভাবকরা যে এসব কথা জানি না তা নয়, কিন্তু ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে তাদের সাথে সঙ্গদানের সময় মেলে না, কিংবা কার সাথে মিশে খারাপ হচ্ছে তার খোঁজ রাখা সম্ভব হচ্ছে না বলে আমরাই তাদের সর্বনাশের পথে এগিয়ে দিচ্ছি। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের সন্তানসংখ্যা কম। কিন্তু তারপরও তারা নানা কারণে পিতা-মাতা থেকে চারিত্রিক গুণ অর্জনের শিক্ষা কমই পাচ্ছে।

আজ ফেসবুক, ইউটিউব, টিভি ও পশ্চিমা সংস্কৃতির বন্যায় প্লাবিত হয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভুলতে বসেছে। ফলে আমাদের সন্তানরা এখন অস্থিরমতি, অসহিষ্ণু ও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। তারা মারামারি, চুরি, ছিনতাই, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি জঘন্য কাজে জড়িয়ে পড়ছে। না তারা মাতা-পিতাকে খুব একটা মান্য করছে, না শিক্ষক ও বয়স্কদের শ্রদ্ধা করছে। বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীদের যেখানে মিলেমিশে পাঠ গ্রহণ করার কথা সেখানে তারা নানাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের মাঝে মারামারি, হাতাহাতি এখন প্রায়শ ঘটছে। স্কুলড্রেস না পরা, স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পড়া না করে আসা, নিয়মিত বই না পড়া, কাউকে গ্রাহ্য না করা, এখন যেন কিশোর-কিশোরীদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে এসব নেতিবাচক দিক মোটেও কাম্য নয়। শিক্ষক হই, আর অভিভাবক হই আমাদের সন্তানদের এহেন নেতিবাচক প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭১৫ ৭৬০৩৪৩

নিজস্ব মৌচাক থেকে সংগ্রহকৃত মধু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং দেশী কালোজিরা থেকে সংগ্রহকৃত কালোজিরার তেল খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ : সেফ সতেজ, সেফ সতেজ সুপার মার্কেট সারদা বাজার, চারঘাট, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭২ ৮০৩৫৩৮, ০১৭১৭ ৮৮০২৮৮।

# পরকীয়া : কারণ ও প্রতিকার

*-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(২য় কিস্তি)

**যেনা-ব্যভিচারের পরকালীন শাস্তি :** ব্যভিচারী নারী-পুরুষ কবরে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,... 'আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হ'লাম। সেখানে একটি গর্তের নিকটে এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মতো ছিল। এটার উপরাংশ ছিল সংকীর্ণ ও ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠছে, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসছে এবং গর্ত হ'তে বাইরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। আর যখন অগ্নিশিখা কিছু স্তিমিত হচ্ছে তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যাচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে কিছু সংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি?... তারা বললেন, وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ 'আর (আগুনের) তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন তারা হ'ল ব্যভিচারী (নারী-পুরুষ)'।[১]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ 'তিন প্রকার মানুষ আছে, ক্বিয়ামতের দিন যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করবেন না'। অন্য বর্ণনায় আছে, وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'আল্লাহ তাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি'। তারা হচ্ছে, شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ 'বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও গরীব অহংকারী'।[২]

**পরকীয়ার কুফল :**

পরকীয়া একটি নিষিদ্ধ সম্পর্কের নাম। অনেকে সন্তান ও পরিবারের ভবিষ্যত চিন্তা করে স্বামী-স্ত্রীর এই নিষিদ্ধ সম্পর্ক নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে। অনেকেই বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার ন্যায় কবীরা গোনাহের পথ। আবার কেউ কেউ পরকীয়া নামক নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ঘটাচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ। ইসলাম পরকীয়া-ব্যভিচারকে সমর্থন করে না। বৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলাম মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ইসলামে পরকীয়ার সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। নারী-পুরুষ সবাইকেই চরিত্র সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩২)*। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লজ্জাস্থান ও মুখ হিফাযতকারীর জন্য জান্নাতের যামিনদার হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন'।[৩] ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পরকীয়ার বহুবিধ ক্ষতি রয়েছে। যেমন-

**১. পরকীয়া একটি অমানবিক কাজ :** মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহ তাদেরকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন *(তীন ৯৫/৪)* এবং অন্যান্য সৃষ্টির উপর সম্মানিত করেছেন *(ইসরা ১৭/৭০)*। তার আচার-ব্যবহার উন্নত। অপরদিকে পরকীয়া বিকৃত মানসিকতার কাজ। সুস্থ মস্তিষ্কের কোন নারী-পুরুষ পরকীয়ায় লিপ্ত হ'তে পারে না। নিজের স্ত্রী অন্য কারো সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হোক, কিংবা নিজের স্বামী অন্য কোন মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করুক এটা কেউই মেনে নিবে না।

**২. মানসিক অশান্তির কারণ :** একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে অশান্তির কারণ কি হ'তে পারে যে, তার সর্বাধিক প্রিয় মানুষ তাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য লোকের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত, অথচ আল্লাহ তাদেরকে একে অপরের পোষাক বলেছেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)* এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীকে সুখের নীড় বলেছেন *(রূম ২১/৩০)*। যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনিভার্সিটি অব নেভাদা'র অধ্যাপক ড্যানিয়েল উয়েগেল ও গবেষক রোজি শ্রাউটের মতে, 'পরকীয়া সম্পর্ক ভুক্তভোগীর মনে ক্রোধ, অশান্তি, দুঃখ, অবিশ্বাস ও অশেষ মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে'।[৪]

**৩. হত্যাকাণ্ডের অন্যতম কারণ :** পরকীয়ায় জড়িত নারী-পুরুষের একে অপরকে প্রাথমিক দিকে ভাল লাগলেও তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কেউ পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে হত্যা করছে স্ত্রীকে। আবার কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী তার প্রেমিক বা ভাড়াটে লোক দিয়ে খুন করাচ্ছে নিজ স্বামীকে। এমন স্বামীও রয়েছে, যে পরকীয়ার কারণে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সামনে খুন করেছে তাদেরই আরেক সন্তানকে। গত ১৬ই আগষ্ট ২০২২ তারিখে লক্ষ্মীপুরের গৃহবধূ লায়লা নূর মজুমদার নিপু তার প্রেমিক সোহাগের সাথে বাড়ী থেকে বের হয়ে যায়। সোহাগ তার বন্ধু রফিককে সাথে নিয়ে গৃহবধূকে ধর্ষণ ও হত্যা করে মরদেহটি বাগানে ফেলে পালিয়ে যায়।[৫] গত ২২শে জুন ২০১৯ 'প্রথম আলো' অনলাইনের সংবাদ অনুযায়ী ঝিনাইদহ যেলার সদর উপযেলার বাগুটিয়া গ্রামের পাটক্ষেত থেকে উদ্ধারকৃত সোহেল রানার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুলিশ জানায় যে, 'পরকীয়ার কারণে সোহেল রানাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে'।[৬] এরূপ বহু ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশে।

---

* *গ্রাম-তুলাগাঁও নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. *তিরমিযী হা/২০৪৮; মিশকাত হা/৪৬২১।*

২. *মুসলিম হা/১০৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৮০; মিশকাত হা/৫১০৯।*

৩. *বুখারী হা/৬৪৭৪।*

৪. *www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2019/12/12/850097*

৫. *www.jagonews24.com/country/news/787520.*

৬. *www.prothomalo.com/bangladesh/crime.*

**৪. পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হয় :** পরকীয়ার কারণে যেমন সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, তেমনি পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল ধরে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল দেখা দেয়। একসময় তাদের বৈবাহিক জীবনে ভাঙন সৃষ্টি হয়। পরকীয়ার বিষফল মানবজাতি দীর্ঘকাল থেকে ভোগ করে আসছে। এক পরিসংখ্যান মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালাকের মাধ্যমে সংসার ভাঙার কারণ স্বামীর পরকীয়া ও মাদকাসক্তি।[৭] আরেকটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, তালাকের অন্যতম কারণ হ'ল- 'স্বামীর অন্য নারীর সাথে সম্পর্ক বা পরকীয়া'।[৮] আর তালাকের আবেদনের মধ্যে ৭০ শতাংশই স্ত্রীদের পক্ষ থেকে।[৯]

**৫. সামাজিক অস্থিরতার কারণ :** মানব সমাজকে সভ্য রাখতে মহান আল্লাহ বিবাহের বিধান দিয়েছেন। এই প্রথার বাইরে গিয়ে সুখ খোঁজার পরিণতি হচ্ছে পরিবার-সংসার ভাঙ্গার উপাখ্যান। যা পরিবারের সুখী মানুষগুলোর বোবাকান্নার জন্ম দেয়। একটি সুখী সুন্দর সংসার নিমিষেই গুঁড়িয়ে দেবার সম্পর্কের নাম পরকীয়া। এটা পারিবারিক অশান্তি ও সামাজিক অস্থিরতার কারণ।

**৬. সন্তানের উপর বিরূপ প্রভাব :** মনোচিকিৎসায় একথা স্বীকৃত যে, পিতামাতার পরকীয়া সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সন্তানের মানসিক বিষণ্নতা ও আগ্রাসী মনোভাবের জন্ম দেয়। এছাড়া পারিবারিক ও দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতিতে পরকীয়া প্রভাব রাখে।[১০] তাছাড়া পিতা-মাতার পরকীয়ার কারণে সন্তানদের লেখাপড়া, তাদের সেবাযত্ন ও প্রতিপালন ব্যাহত হয়। অনেক সময় পিতা-মাতার পরকীয়ার কারণে সন্তান হত্যারও শিকার হয়। বরিশাল যেলার সদর উপযেলায় লিপি আক্তারের সঙ্গে একই এলাকার কবির খানের পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল। গত ২৭শে মে ২০২২ লিপি আক্তার ও কবির খানকে ঘরের মধ্যে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে লিপির মেয়ে তন্বী। বিষয়টি পিতাকে জানাবে বললে লিপি ও কবির খান তন্বীকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে।[১১] এ ধরনের বহু ঘটনা পত্র-পত্রিকা খুললেই নযরে আসে।[১২]

**৭. অবৈধ সন্তানের জন্ম :** পরকীয়ায় জড়িয়ে পুরুষ-মহিলার গোপন অভিসারে ও অবৈধ মিলনের ফলে অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। ফলে মানববংশ বিস্তারের স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়। মানব বংশধারা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا،

'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ জোড়া থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অগণিত পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট প্রার্থনা করে থাক এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষক' *(নিসা ৪/১)*।

**৮. তালাকযোগ্য অপরাধ :** সমাজের সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ককে মেনে নেয় না। ফলে পরকীয়ায় লিপ্ত স্ত্রীকে স্বামী তালাক দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيْرًا-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী বনে যাও। আর তোমরা তাদেরকে (মোহরানা ও অন্যান্য সম্পদ) যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেওয়ার (কপট) উদ্দেশ্যে (স্বামীদের মৃত্যুর পর) তাদেরকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধা দিয়ো না। অবশ্য যদি তারা প্রকাশ্যে কোন ফাহেশা কাজ করে (তবে সেকথা স্বতন্ত্র)। তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপসন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' *(নিসা ৪/১৯)*। স্ত্রীর মধ্যে কোন ত্রুটি দেখলে স্বামী তাকে উপদেশ দিবে। সতর্ক করার পরেও সে সাবধান না হ'লে তাকে তালাক দিবে। তবে যদি স্ত্রী তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করে, তাহ'লে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে পূর্বের ন্যায় সংসার করতে পারবে' *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*।

**৯. আত্মহত্যার কারণ :** ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে কলুষিত করার অন্যতম নোংরা পন্থা হ'ল পরকীয়া। এর আরেকটি কুফল হ'ল হত্যাকাণ্ড। কারো স্বামী বা স্ত্রীর পরকীয়ার কথা প্রকাশ পেলে তার মান-সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী আত্মাহত্যার পথ বেছে নেয়। গত ২৯শে জুন ২০২২ তারিখে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, পরকীয়ার কারণে নেত্রকোনার মদনে স্বামী নান্দু মীর তার স্ত্রী হিমা আক্তারকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করে।[১৩] এরূপ আরো বহু ঘটনা পত্রিকার পাতায় নযর বুলালেই পাওয়া যায়।[১৪]

**১০. পরিণাম জাহান্নাম :** পরকীয়ার পরকালীন শাস্তি হ'ল জাহান্নাম। ফাযালা বিন ওবায়দ (রাঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِياً وَأَمَةٌ

*৭. দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস, ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯।*
*৮. দৈনিক প্রথম আলো অনলাইন ২২শে ডিসেম্বর ২০২০।*
*৯. dailyinqilab.com/article/458132.*
*১০. /bn.wikipedia.org/wiki/পরকীয়া।*
*১১. প্রথম আলো অনলাইন, ৪ঠা জুন ২০২২।*
*১২. www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/06/02/1151826; www.kalerkantho.com/online/country-news/2022/03/17/1129932*
*১৩. জাগো নিউজ ৩০শে জুন ২০২২।*
*১৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯; দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ই মার্চ, ২০২২; সময় টিভি অনলাইন, ৪ঠা এপ্রিল ২০২২।*

أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ ‘তিন প্রকার ধ্বংসে নিপতিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না- (১) যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তার ইমামের (নেতার) অবাধ্য হ’ল এবং অবাধ্য অবস্থায় মারা গেল। (২) যে ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেল। (৩) যে নারীর স্বামী বহির্দেশে গিয়েছে, সে যদি তার অনুপস্থিতিতে তার রূপ যৌবনের পসরা করে বেড়ায় এবং ভ্রষ্টা হয়’।[১৫]

অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ ‘তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট নারী তারাই, যারা সৌন্দর্য প্রকাশ করে, আর অহংকার করে। তারা তো মুনাফেক রমনী। ঐ নারীদের মধ্য থেকে ‘সাদা পা-বিশিষ্ট কাকের মতো’ অতীব বিরল সংখ্যক নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে’।[১৬]

ব্যভিচারের বিষয়টি আরও কদর্য ও ঘৃণিত হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন কোন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ব্যভিচার করে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে মারফূ‘ সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ‘ক্বিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না; বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হ’ল বয়োবৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও অহংকারী দরিদ্র’।[১৭] *[ক্রমশঃ]*

---

১৫. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯০; ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৫৮।*

১৬. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৩৪৭৮; ছহীহাহ হা/১৮৪৯।*

১৭. *মুসলিম হা/১৭২; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৩৮০; মিশকাত হা/৫১০৯।*


# জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৩

**সকলের জন্য উন্মুক্ত**

(২০২২ সালের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

**পুরস্কার**

- ১ম পুরস্কার ১২,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৮,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৬,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (১০টি) ১,০০০/- (সনদসহ)

**নির্বাচিত বই**

◇ দিগদর্শন-১ ◇ দিগদর্শন-২

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তারিখ : ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-টা

- **পরীক্ষার ফী** ১০০ টাকা
- **প্রশ্নপদ্ধতি** এম সি কিউ (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা
- **প্রতিযোগিতার স্থান** অনলাইন : https://exam.hfeb.net
- **পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান** তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

**বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ**

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩ | ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

ATAB MEMBER

Biman BANGLADESH AIRLINES

# ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৫২)

**আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ**

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

**আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :**

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ’তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা’লীমের ব্যবস্থা।

**বিঃ দ্রঃ**

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।

মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

# হাদীছ আল্লাহ্র অহী

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতি হ'ল ইসলামী শরী'আতের সকল হুকুম-আহকামের অন্যতম উৎস। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদীছকে ইসলামী শরী'আতের মৌলিক উৎস হিসাবে অনুসরণ করা একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য।[১] কেননা পবিত্র কুরআনের মত হাদীছও আল্লাহ্র অহী।[২] ইসলামী শরী'আতে কুরআনের পরই হাদীছের স্থান। অর্থাৎ শরীআ'তের বিধান বাস্তবায়নে সর্বপ্রথম দলীল হ'ল 'কুরআন' এবং তৎপরবর্তী দলীল হচ্ছে 'হাদীছ'। এজন্য কোন বিষয়ে হুকুম অনুসন্ধানের জন্য মুজতাহিদগণ প্রথমে কুরআনের প্রতি নযর দেন, অতঃপর হাদীছের দিকে।[৩] তবে উভয়ের মধ্যকার এই বিভাজনটি স্তরভিত্তিক নয়; বরং গণনাভিত্তিক। এজন্য মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৯২৫-২০০১ খ্রি.) বলেন, المصدر الثاني: يعني: في العدد، وليس في الترتيب؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كمنزلة القرآن হাদীছ বা সুন্নাহ হ'ল ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। এর অর্থ তা ক্রমিক গণনায় দ্বিতীয়; তারতীব বা ধারাবাহিকতায় নয়। কেননা হাদীছ যদি ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয় তবে তা কুরআনেরই সমমর্যাদাসম্পন্ন।[৪]

সুতরাং কুরআনের মত হাদীছও আল্লাহ্র অহী। পার্থক্য হ'ল কুরআন প্রকাশ্য 'অহী' ও হাদীছ অপ্রকাশ্য 'অহী'। কুরআন 'অহীয়ে মাতলু' যা তেলাওয়াত করা হয়। কিন্তু হাদীছ 'গায়ের মাতলু', যা তেলাওয়াত করা হয় না। এজন্য অহী দুই প্রকার। (১) অহী মাতলু : যা রাসূল (ছাঃ) শব্দগতভাবে সংরক্ষণ করা এবং তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। (২) অহী গায়ের মাতলু : যা রাসূল (ছাঃ) শব্দগতভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দেননি এবং যা তেলাওয়াত করা হয় না।[৫] সুতরাং ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হাদীছ পবিত্র কুরআনের মতই ইসলামী শরী'আতের অকাট্য দলীল হিসাবে সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের অধিকারী। ইসলামী শরী'আতকে সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে যেমন শব্দগতভাবে সংরক্ষণ করেছেন, তেমনি কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীছকে অর্থগতভাবে সংরক্ষণ করেছেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত দলীল ও উদাহরণসমূহ পেশ করা হ'ল।

**দলীলসমূহ :**

**(১)** আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى '(রাসূল) ইচ্ছামত কিছু বলেন না। কেবলমাত্র ততটুকু বলেন, যতটুকু তাঁর নিকটে 'অহী' করা হয়'।[৬] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (মৃ. ৭৭৪ হি.) বলেন, ما يقول قولا عن هوى وغرض إنما يقول ما أمر به، يبلغه إلى الناس كاملا موفَّرًا من غير زيادة ولا نقصان، 'রাসূল (ছাঃ) স্বগত এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে যা কিছুই বলেন না কেন, তা কেবল আল্লাহ্র নির্দেশেই বলেন এবং মানুষের কাছে তা কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়াই পূর্ণাঙ্গভাবে পৌঁছে দেন'।[৭]

অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) যা বলেন তা কেবলমাত্র অহী মারফতই বলেন, নিজের পক্ষ থেকে নয়। আল্লাহ অন্যত্র কঠোর ভাষায় তা উল্লেখ করেছেন, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ- 'সে (মুহাম্মাদ) যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না' *(হাক্কাহ ৬৯/৪৪-৪৭)*।

এ প্রসঙ্গে ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। ঘটনাটি হচ্ছে- একদা (বনূ আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়া'কূব নামে) এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি নাকি যেসব নারী অপরের অঙ্গে উল্কি অংকন করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা ভ্রূ উপড়িয়ে ফেলে এবং যেসব নারী দাঁত সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক করে, যা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বদলে দেয়; তাদের প্রতি লা'নত করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) যাদের প্রতি লা'নত করেছেন আমি তাদের প্রতি কেন লা'নত করব না? এমতাবস্থায় যে, তা কুরআনে বিদ্যমান আছে। মহিলা বলল,

---

১. *وأولى أن لا يشك عالم في لزومها وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد -মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফেঈ, আর-রিসালাহ, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), পৃ. ১৭৩; ড. ফাতহী আব্দুল করীম, আস-সুন্নাহ তাশরীঊ লাযিমুন দায়িমুন (কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবাহ, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ৫২।*

২. *সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩-৪; ড. খলীল ইবরাহীম মোল্লা খাত্বের আল-আযযামী, মুখতাছারুস সুন্নাহ আন-নাবাবিইয়াহ ওয়াহইউন (মক্কা : দারুল ক্বিবলাহ, ২য় প্রকাশ : ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৪১।*

৩. *আশ-শাত্বিবী, আল-মুওয়াফাক্বাত, ৪/৩৯২-৩৯৩।*

৪. *মুহাম্মাদ বিন ছালিহ আল-উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, সংকলন : ফাহাদ ইবনু নাছির আস-সুলায়মান (রিয়াদ : দারুছ ছারিয়া, ১৯৯৬ খ্রি.), ৮/৩৯২।*

৫. *মুহাম্মাদ আমীন আশ-শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৫খ্রি.), ৮/৩৭; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, মিফতাহুল জান্নাহ ফিল ইহতিজাজি বিস সুন্নাহ (মদীনা : মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৪০৯হি.), পৃ. ২৭-২৮। অনুরূপভাবে কামাল ইবনুল হুমাম বলেন, والسنة مبلغة ووحي غير متلو باطن لا من عند نفسه صلى الله عليه وسلم 'সুন্নাহ হ'ল প্রচারক এবং অহী, যা অপঠিত এবং অপ্রকাশ্য, যা তাঁর (রাসূল ছাঃ)-এর নিজের পক্ষ থেকে ছিল না (বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই ছিল)। দ্র. ইবনু আমীরিল হাজ্জ, আত-তাক্বরীর ওয়াত তাহবীর আলা তাহরীরীল কামাল ইবনুল হুমাম (বৈরূত : দারুল কুতুবিল-ইলমিয়াহ, ১৯৮৩খ্রি.), ৩/৬৫।*

৬. *সূরা নাজম, আয়াত নং ৩-৪।*

৭. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৯হি.), ৭/৪৪৩।*

لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. 'আমি সমগ্র কুরআন পড়েছি। (কিন্তু তুমি যা বলছ) আমি তা পাইনি। তখন ইবনু মাস'উদ (রাঃ) মহিলাকে বললেন, لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، 'যদি আপনি কুরআন পড়তেন, তাহ'লে অবশ্যই তা পেতেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যাথেকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক'। আর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. 'উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কি গ্রহণকারী, ভ্রূ উত্তোলনকারী নারী এবং দাঁত সরু করে মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারী, যা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বদলে দেয়, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক'।[৮]

এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন হোক বা হাদীছ হোক সবকিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে। দুটিরই উৎস এক। একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭খ্রি.) যথার্থই বলেছেন, أنه لا يمكن فصل الكتاب عن حامل الكتاب إلا بإنكار الكتاب نفسه، 'আল্লাহ্র কিতাবকে সেই কিতাবের ধারক (রাসূল) থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন সুযোগ নেই, যতক্ষণ না সেই কিতাবটিকে অস্বীকার করা হয়'।[৯]

**(২)** আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا- 'আল্লাহ আপনার উপরে নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) এবং আপনাকে শিখিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ অপরিসীম' *(নিসা ৪/১১৩)*।

এখানে 'হিকমত' শব্দের অর্থ জুমহূর ওলামায়ে কেরামের মতে, হাদীছ বা সুন্নাহ। কেননা ইসলামী শরী'আতে কেবলমাত্র সুন্নাহই হ'ল কুরআনের সমমানসম্পন্ন উৎস। তাই প্রতিটি প্রমাণিত সুন্নাহকে অনুসরণ করা মুসলিম ব্যক্তির উপর অপরিহার্য। কেননা তা মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর যবানীতে প্রাপ্ত আল্লাহ্রই নির্দেশ বা অহী।

**(৩)** আল্লাহ বলেন, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ 'তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ 'হালাল' এবং 'হারাম' শব্দদ্বয়কে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ কর্তৃক হালাল-হারামকৃত বিষয় এবং রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক হালাল-হারামকৃত বিষয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই কুরআন ও হাদীছ এ দু'টি মৌলিক উৎস থেকে হালাল-হারামের বিধানগুলো একই পর্যায়ভুক্ত অহী এবং উভয়টিই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্যভাবে অনুসরণীয়।[১০] ইবনু হাযম (৪৫৬হি.) বলেন, أن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم من أمور الديانة أو قاله منها فهو وحي من عند الله عز وجل 'দ্বীনের বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর যা কিছু করেছেন এবং বলেছেন সবই হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী'।[১১]

**(৪)** আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا 'নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট অহী পাঠিয়েছি, যেমন অহী পাঠিয়েছি নূহ ও তার পরে নবীগণের নিকট এবং আমি অহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূণ ও সুলায়মানের নিকটে এবং দাঊদকে প্রদান করেছি যাবূর' *(নিসা ৪/১৬৩)*।

অত্র আয়াত বিশ্লেষণে দেখা যায়, অহী নাযিলের ধারাবাহিকতায় নূহ (আঃ)-এর পর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উল্লেখ করে তাঁকে অন্যান্য সকল নবীদের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে। কুরআনের ভাষায় উল্লিখিত নবীগণের সকলেই অহীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ইবরাহীম (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং দাঊদ (আঃ) ব্যতীত তাঁদের কারোর কিতাবের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের কাছে যে প্রকার অহী প্রেরিত হয়েছিল তা ছিল সুন্নাহ। অত্র আয়াতে রাসূল (ছাঃ)-কে উভয় প্রকার অহীপ্রাপ্তদের সাথে সমভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দুই প্রকার অহীই নাযিল করা হয়েছিল। একটি হ'ল কুরআন, যা শব্দগতভাবে নাযিল হয়েছিল এবং অপরটি হাদীছ, যা অর্থগতভাবে নাযিল হয়েছিল।[১২]

**(৫)** আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'নিশ্চয়ই আমি 'যিকর' নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু হাযম আন্দালুসী (৪৫৬হি.) বলেন, أن كلام رسول الله (ص) كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل

৮. *বুখারী, হা/৪৮৮৬, ৫৯৩৯, ৫৯৪৩, মুসলিম, হা/২১২৫।*
৯. *মুছত্বফা আল-আ'যমী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছীন নববী, পৃ. ১৪।*
১০. *মুছত্বফা আল-আ'যমী, দিরাসাতুন ফিল হাদীছীন নববী, পৃ. ১৪।*
১১. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৪/১১৪।*
১২. *মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, হুজ্জিয়াতে হাদীছ (লাহোর : মাকতাবা ইসলামিয়া, তাবি), পৃ. ১৭।*

وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحرف منه شئ أبدا تحريفا ‘দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিটি কথাই আল্লাহ্র প্রেরিত অহী। অভিধানবিদ ও শরী‘আত বিশেষজ্ঞদের নিকট এ বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ বা সংশয় নেই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু অহী হিসাবে নাযিল হয়েছে তা-ই হ’ল ‘যিকরে মুনাযযাল’ বা ‘প্রেরিত উপদেশবাণী’। সুতরাং সকল প্রকার অহীই সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র দায়িত্বে সংরক্ষিত। আর আল্লাহ যার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন তা কখনো বিনষ্ট হবার নয় এবং তাতে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটার কোনই সম্ভাবনা নেই’।[১৩]

তাক্বী ওছমানী (জন্ম : ১৯৪৩খ্রি.) ‘যিকর’ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেন, ‘আয়াতে *(নাহল ১৬/৪৪)*[১৪] এই কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ কেবল তখনই কুরআনের উপদেশমালা থেকে উপকৃত হবে যখন সে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক কুরআনের ব্যাখ্যা তথা হাদীছ অনুসরণ করবে। সুতরাং যদি শুধু কুরআনকেই আল্লাহ হেফাযত করেন এবং এর ব্যাখ্যা তথা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে পরিত্যাগ করেন তাহ’লে কুরআন নিশ্চিতভাবে অপব্যাখ্যাকারীদের হাতে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে পড়বে। সুতরাং কুরআনের সাথে আল্লাহ কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীছকেও হেফাযত করেছেন’।[১৫]

**(৬)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ– ‘জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু (হাদীছ)। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। অথচ আল্লাহ্র রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার অনুরূপ’।[১৬]

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় আল-খাত্ত্বাবী (৩৮৮হি.) বলেন, ‘হাদীছটি দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, প্রথমত, তাঁকে গোপন অহী তথা ‘অহী গায়ের মাতলু’ (হাদীছ) প্রদান করা হয়েছিল, যেমনভাবে প্রকাশ্য অহী তথা ‘অহী মাতলু’ (কুরআন) প্রদান করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তাকে অহী হিসাবে কুরআন প্রদান করা হয়েছিল, যা পঠিতব্য অহী। আর সেই সাথে প্রদান করা হয়েছিল কুরআনের অনুরূপ ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল কুরআনে যা কিছু রয়েছে তার ব্যাখ্যা করার। অতএব তিনি কুরআনের সাধারণ বিষয়কে নির্দিষ্ট করা, নির্দিষ্ট বিষয়কে সাধারণ করা, কুরআনের হুকুমের উপর পরিবর্ধিত হুকুম জারী করা এবং কুরআনে বর্ণিত শরী‘আতের বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত। অতএব পঠিতব্য প্রকাশ্য অহী তথা কুরআনের মত তার উপরও আমল করা ওয়াজিব এবং তা গ্রহণ করা অপরিহার্য’।[১৭]

(ছ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِىْ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِىْ! مَا وَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ ‘আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না দেখি যে, সে তার গদিতে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর তার কাছে আমার কোন আদেশ বা নিষেধ আসলে সে বলবে যে, আমি এসব কিছু জানি না। যা আল্লাহ্র কিতাবে পাব, তারই আমরা অনুসরণ করব’।[১৮]

**(৭)** ছাহাবায়ে কেরাম হাদীছকে আল্লাহ প্রেরিত ‘অহী’ হিসাবেই বিশ্বাস করতেন। যেমন আবূ উমামা বলেন, ইহুদীদের জনৈক আলেম একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, পৃথিবীর কোন ভূখণ্ড সর্বাপেক্ষা উত্তম? রাসূল (ছাঃ) চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পর জিবরাঈল এসে বললেন, আজ আমি আল্লাহ্র এত নিকটে পৌঁছেছিলাম, যেখানে ইতিপূর্বে কখনো পৌঁছতে পারিনি। সেটি হ’ল আমি তাঁর নূরের ৭০ হাযার পর্দার নিকটবর্তী হয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, أَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَأَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ الأَسْوَاقُ ‘সর্বনিকৃষ্ট স্থান হ’ল বাজার ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হ’ল মসজিদ’।[১৯]

অনুরূপভাবে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন মিম্বরের উপর বসে ছিলেন এবং আমরাও তাঁকে ঘিরে বসেছিলাম। তিনি বললেন, ‘আমি আমার পরে তোমাদের জন্য সর্বাধিক যে ব্যাপারে ভয় করি তা হ’ল দুনিয়ার চাকচিক্য ও তার সৌন্দর্য, যা তোমাদের উপর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তখন একজন ছাহাবী বললেন, কল্যাণ কি মন্দের কারণ হবে? তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। রাবী বলেন, আমরা ধারণা করলাম, তাঁর উপর অহী নাযিল হচ্ছে। অতঃপর তিনি ঘাম মুছে বললেন, সেই প্রশ্নকারী কোথায়? রাবী বলেন, যেন তিনি প্রশ্নকারীর কথাকে প্রশংসারযোগ্য মনে করেছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কল্যাণ কখনও মন্দ আনে না....’।[২০]

---

১৩. *আবূ মুহাম্মাদ আলী ইবনু হাযম আল-আন্দালুসী, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম (বৈরূত : দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তাবি), ১/১২১।*

১৪. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ *‘আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি ‘যিকর’ (কুরআন), যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তারা চিন্তা-গবেষণা করে’।*

১৫. *Muhammad Taqi Usmani, The Authority of Sunnah (New Delhi : Kitab Bhaban, 4th ed : 1998), p. 77.*

১৬. *আহমাদ, হা/১৭১৭৪, আবূদাউদ, হা/৪৬০৪; সনদ ছহীহ।*

১৭. *আবূ সুলাইমান আল-খাত্ত্বাবী, মা‘আলিমুস সুনান, ৪/২৯৮।*

১৮. *তিরমিযী, হা/২৬৬৩, আবূদাউদ, হা/৪৬০৫, সনদ ছহীহ।*

১৯. *ইবনু হিব্বান, হা/১৫৯৯; হাকেম হা/৩০৬, ২১৪৯; সনদ হাসান।*

২০. *বুখারী, হা/১৪৬৫, ২৮৪২, ৬৪২৭; মুসলিম, হা/১০৫২।*

অপর বর্ণনায় আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! পুরুষেরা আপনার সব হাদীছ নিয়ে গেল। এক্ষণে আমাদেরকে আপনি নিজের থেকে একটা দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার নিকটে আসব এবং আপনি আমাদেরকে শিখাবেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য একটা দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেন ও সেখানে আগমন করেন। অতঃপর তাদেরকে শিক্ষা দেন যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন'।[21]

শেষোক্ত হাদীছ থেকে তিনটি বিষয় সাব্যস্ত হয়- (১) রাসূলের যামানায় পুরুষ ও নারী সকলে হাদীছ শিক্ষাকে প্রধান কর্তব্য বলে মনে করতেন, (২) পুরুষের ন্যায় মহিলাগণও রাসূলের নিকটে হাদীছ শিখতে আসতেন এবং (৩) হাদীছকে তাঁরা সবাই আল্লাহ্র 'অহী' হিসাবে বিশ্বাস করতেন।[22]

**(৮)** হাদীছ যে আল্লাহ্র অহী তা বস্তুবিজ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বর্ণনা করেন, إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বনু আদমকে ৩৬০টি জোড়ার উপর সৃষ্টি করেছেন'।[23] আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মানুষের শরীরের ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। কোনও কম-বেশী দেখা যায়নি।[24] অতীতকালে যখন শরীরবিজ্ঞান নিয়ে মানুষের কাছে কোন তথ্যই ছিল না, সেই সময়ে রাসূল (ছাঃ) কীভাবে এই সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তথ্য জানলেন? এটি প্রমাণ করে যে, হাদীছ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহী ব্যতীত কিছুই নয়। অনুরূপভাবে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء، 'যখন তোমাদের কারও কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দিবে, তারপর ফেলে দিবে। কারণ তার এক ডানায় থাকে আরোগ্য, আরেক ডানায় থাকে রোগ'।[25] এই হাদীছটি বিবেকবিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক মনে করে অনেক গবেষক সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, এই তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।[26] এভাবে মহাকাশ তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব, জিনতত্ত্ব, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য হাদীছ থেকে দেয়া যায়, যা ১৪০০ বছর পূর্বে কারও পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। বরং অতি সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের মাধ্যমে জানা গেছে।[27] সুতরাং এটি সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র এই কারণে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র সত্য নবী এবং হাদীছ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই তাঁর নিকটে অহী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিল।

**শেষকথা :**

সুতরাং উপরোক্ত দলীলসমূহ থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হাদীছ প্রাচ্যবিদ ও হাদীছ অস্বীকারকারীদের ধারণা মোতাবেক তথাকথিত ঐতিহাসিক বিবরণ নয়, বরং তা কুরআনের মতই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত অহী। মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন (২০০১খ্রি.) বলেন, 'যদি রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে কোন হাদীছ পাওয়া যায় তবে তা আইনগতভাবে কুরআনেরই সম মর্যাদাসম্পন্ন। পার্থক্য এতটুকুই যে, কুরআনের ক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজন এটা নিশ্চিত করা যে, আয়াতটি কোন হুকুমের জন্য যথার্থ দলীল কিনা। আর হাদীছের ক্ষেত্রে প্রয়োজন দু'টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা–(১) হাদীছটি রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে বিশুদ্ধরূপে নিসবতযুক্ত হওয়া তথা হাদীছটি ছহীহ হওয়া এবং (২) তা সঠিক দলীল হিসাবে সাব্যস্ত হওয়া। অতএব এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কোন সংবাদের সত্যায়ন কিংবা কোন হুকুম সাব্যস্ত করার জন্য বিশুদ্ধসূত্রে প্রাপ্ত হাদীছ পবিত্র কুরআনের মতই বিশ্বস্ততম অহী, যা অবশ্য অনুসরণীয়।'[28] আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

*২১. বুখারী, হা/৭৩১০; মুসলিম, হা/২৬৩৩।*

*২২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হাদীছের প্রামাণিকতা (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ; ২য় সংস্করণ : ২০১২খ্রি.), পৃ. ১০-১১।*

*২৩. মুসলিম, হা/১০০৭।*

*২৪. ড. খলীল আল-আয্যামী, মুখতাছারুস সুন্নাহ আন-নাবাবিইয়াহ ওয়াহইয়ুন (জেদ্দা : দারুল ক্বিবলাহ, ২য় প্রকাশ : ২০০৫খ্রি.), পৃ. ১৮৬-১৮৭।*

*২৫. বুখারী, হা/৩৩২০, ৫৭৮২।*

*২৬. মুখতাছারুস সুন্নাহ আন-নাবাবিইয়াহ ওয়াহইয়ুন, পৃ. ১৯৯-২০১।*

*২৭. ড. খলীল আয্যামী তাঁর 'মুখতাছারুস সুন্নাহ আন-নাবাবিইয়াহ ওয়াহইয়ুন' গ্রন্থে এমন ১৫টি উদাহরণ দিয়েছেন। এছাড়া ড. ছালিহ ইবনু আহমাদ রিযা এই বিষয়ে الاعجاز العلمي في السنة النبويــة শিরোনামে ২ খণ্ডে ১৫৬৮ পৃষ্ঠার একটি বৃহদাকার গ্রন্থ লিখেছেন (বৈরূত : মাকতাবাতুল ওবায়কান, ১ম প্রকাশ : ২০০১খ্রি.)। উর্দূতেও এ বিষয়ে ডা. তারিক মাহমূদ চুগতাই 'সুন্নাতে নববী আওর জাদীদ সাইন্স' শিরোনামে ২ খণ্ডে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে (লাহোর : দারুল কুতুব, ২০০৩খ্রি.)।*

*২৮. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৮/৩৯২।*

**দারুস সুন্নাহ বুক শপ**

**স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম**

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur

rejaul09islam@gmail.com

০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

**বি:দ্র:** কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

**আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর**

মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০২২ ২৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

# জুম‘আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবা : একটি পর্যালোচনা

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

(শেষ কিস্তি)

১০- عَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بِالسِّوَاكِ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ-

১০. মিক্বদাম স্বীয় পিতা শুরায়হ (রহঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূল (ছাঃ) আপনার ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম কোন্ কাজটি করতেন এবং যখন বের হ’তেন তখন কি করতেন? তিনি বললেন, যখন আমার ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন এবং বের হওয়ার সময় দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন’।[১]

**পর্যালোচনা :** মুহাক্কিকগণ এর সনদকে যঈফ এবং মতনকে মুনকার বলেছেন। কারণ এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান নামে একজন মাজহূল রাবী রয়েছেন। এছাড়া এতে শারীক বিন আব্দুল্লাহ কাযী নামে একজন যঈফ রাবী রয়েছেন।[২] তাছাড়া এর বিপরীতে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّهْ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ بَيْتَكِ وَبِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَخْتِمُ قَالَتْ كَانَ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ وَيَخْتِمُ بِرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ-

‘মিক্বদাম পিতা শুরায়হ (রহঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূল (ছাঃ) তার ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম কোন্ কাজটি করতেন এবং কোন্ কাজ দ্বারা শেষ করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন এবং ফজরের দু’রাক‘আত ছালাতের মাধ্যমে সমাপ্ত করতেন’।[৩] অত্র হাদীছ প্রমাণ করে না যে, বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় জুম‘আর পূর্বের সুন্নাত আদায় করতেন।

১১- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ-

১১। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে ছালাত আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে ছালাত আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে ছালাত আছে। তৃতীয়বারে বললেন, যে চায় (তার জন্য)’।[৪]

**পর্যালোচনা :** অনেকে এই হাদীছ দ্বারা জুম‘আর পূর্বে সুন্নাতে রাতেবার দলীল গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের ইজতিহাদ সঠিক নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) শেষে বলেছেন, لِمَنْ شَاءَ ‘যে চায়’। যা প্রমাণ করে যে, এই ছালাত নফল ছিল। তাছাড়া কোন মুহাদ্দিছ উক্ত হাদীছকে কেন্দ্র করে সুন্নাতে রাতেবার অধ্যায় রচনা করেননি। বরং তাদের প্রত্যেকেই ফরয ছালাতের অনুগামী হিসাবে নফলের আলোচনা, আযান ও ইক্বামতের মাঝে ছালাত সিদ্ধ হওয়া, মাগরিবের আযানের পরে দু’রাক‘আত ছালাত সিদ্ধ ইত্যাদি শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন।

১২- عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ. فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ قَالَ ثَعْلَبَةُ جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ-

১২. ছা‘লাবা ইবনু আবি মালিক আল-কুরাযী (রহঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর খিলাফতকালে জুম‘আর দিন তারা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আগমন করা পর্যন্ত ছালাত পড়তে থাকতেন। যখন ওমর (রাঃ) আগমন করতেন এবং মিম্বরে বসতেন ও মুওয়াযযিন আযান দিতেন। ছা‘লাবা (রহঃ) বলেন, আমরা তখনও পরস্পর কথাবার্তা বলতাম, মুওয়াযযিন যখন আযান শেষ করতেন এবং ওমর (রাঃ) খুৎবা দেওয়ার জন্য দাঁড়াতেন, তখন আমরা চুপ হয়ে যেতাম। তখন কেউ কোন কথা বলত না। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, (এতে বুঝা গেল) ইমামের আগমন ছালাতকে নিষিদ্ধ করে দেয় এবং তার কালাম (খুৎবা) কথাবার্তাকে নিষিদ্ধ করে দেয়’।[৫]

**পর্যালোচনা :** উক্ত ছহীহ আছার থেকে কেউ কেউ সুন্নাতে রাতেবার দলীল নিয়েছেন। অথচ এই আছারে তাদের বিরুদ্ধে দলীল রয়েছে। يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، ‘ছাহাবীগণ ওমর (রাঃ)-এর আগমন পর্যন্ত ছালাত আদায় করতেন। যা প্রমাণ করে যে, তারা রাক‘আত সংখ্যা

---

১. *ইবনু হিব্বান হা/২৫১৪।*
২. *যঈফাহ হা/৬২৩৫; ইবনু হিব্বান হা/২৫১৪।*
৩. *আহমাদ হা/২৫৫২৬, সনদ ছহীহ।*
৪. *বুখারী হা/৬২৭; মিশকাত হা/৬৬২।*
৫. *মুয়াত্ত্বা মালেক হা/০৭,৪৩৯; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৫৬৮৪; মা‘রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার হা/৬৩৯৬; সুনানুছ ছুগরা হা/৬২৮; মুসনাদুশ শাফেঈ হা/৪২৫।*

সীমাবদ্ধ করা ছাড়াই নফল ছালাত আদায় করতে থাকতেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) ৮ রাক'আত ও ইবনু ওমর (রাঃ) ও প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা বিন রাবাহ ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন।[৬] সুতরাং উক্ত আছার দ্বারা নফল ছালাত প্রমাণিত হয়। সুন্নাতে রাতেবা নয়।

١٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا-

**১৩.** জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুম'আর দিন সুলায়ক আল-গাত্বাফানী এসে উপস্থিত হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। সে বসে পড়লে তিনি তাকে বললেন, হে সুলায়ক! উঠে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। অতঃপর তিনি বললেন, জুম'আর দিন তোমাদের কেউ যখন আসে এমতাবস্থায় যে, ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন তখন সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে'।[৭]

**পর্যালোচনা :** কেউ কেউ এই হাদীছ থেকে দু'রাক'আত সুন্নাতে রাতেবা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ কোন মুহাদ্দিছ এই হাদীছটির জন্য সুন্নাতে রাতেবার অধ্যায় রচনা করেননি। বরং তাদের প্রত্যেকে তাহ্ইয়াতুল মসজিদ, জুম'আর পূর্বে নফল ছালাত, ইমামের খুৎবাকালীন মুছল্লীর করণীয়, খুৎবাকালীন ইমামের ছালাত আদায়ের নির্দেশ বা খুৎবাকালীন ইমাম মুছল্লীর কথন ইত্যাদি নামে অধ্যায় রচনা করেছেন।[৮]

١٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ-

**১৪.** আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এমন কোন ফরয ছালাত নেই যার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত নেই'।[৯]

**পর্যালোচনা :** উক্ত হাদীছ দ্বারা কেউ কেউ দু'রাক'আত সুন্নাতে রাতেবার দলীল গ্রহণ করেছেন, যার কোন ভিত্তি নেই। কারণ উক্ত হাদীছ নফল ছালাতের প্রমাণ বহন করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে ছালাত আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে ছালাত আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে ছালাত আছে। তৃতীয়বারে বললেন, যে চায়।[১০] দুই আযান বলতে আযান ও ইকামতকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আযানের পরে ও ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। সেটা আছর, মাগরিব বা এশার পূর্বে হ'তে পারে।[১১]

**১৫.** কেউ কেউ ইমাম বুখারীর باب الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا، 'জুম'আর পরে ও পূর্বে ছালাতের অধ্যায়' এই শিরোনামে অধ্যায় রচনা দ্বারা জুম'আর পূর্বের সুন্নাত ছালাতের দলীল গ্রহণ করে থাকেন। যার সাথে সুন্নাতে রাতেবার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ তিনি যে হাদীছ নিয়ে এসেছেন সেখানে জুম'আর পরের দু'রাক'আত সুন্নাতের কথা এসেছে, وَكَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، 'আর তিনি জুম'আর পরে বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন না'।[১২] তিনি এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, জুম'আর পরে সুন্নাত ছালাত থাকলেও পূর্বে কোন সুন্নাত ছালাত নেই। যেমন তিনি ঈদের পূর্বে সুন্নাত ছালাত নেই জেনেও অধ্যায় রচনা করেছেন যে, باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا 'ঈদের পূর্বে ও পরে ছালাত সংক্রান্ত অধ্যায়'।[১৩] সুতরাং উক্ত অধ্যায় রচনা দ্বারা সুন্নাতে রাতেবা সাব্যস্ত হয় না।

কেবল ইমাম বুখারীই নয় বরং প্রায় সকল মুহাদ্দিছ তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে উক্ত মর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন। যেমন আবুবকর ইবনু খুযায়মাহ (রহঃ) উল্লেখ করেন, بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ، 'জুম'আর পূর্বে মুছল্লীর বাধাহীনভাবে যত রাক'আত ইচ্ছা ছালাত আদায় বৈধ হওয়া সংক্রান্ত' অধ্যায়। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য হল রাকাআতের সংখ্যা। আর জুমআর পূর্ববর্তী ছালাতসমূহ যে ফরয নয়, বরং নফল- সে ব্যাপারে তিনি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন আবূ সাঈদ খুদরী এবং আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ (তিনি তাঁর সাধ্যমত পড়েছেন), আরো উল্লেখ করেছেন আবূ আইউব (রাঃ)-এর বর্ণনা, যেখানে বলা হয়েছে مَا قُدِّرَ له (তিনি তাঁর সাধ্যমত পড়েছেন)।[১৪]

**১৬. যোহর ছালাতের উপর ক্বিয়াস :** কেউ কেউ জুম'আর ছালাতকে যোহর ছালাতের উপর ক্বিয়াস করে জুম'আর পূর্বে সুন্নাত কায়েম করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা 'আল-ক্বিয়াসু মা'আল ফারিক' হয়ে গেছে। কারণ জুম'আ সপ্তাহের এক বিশেষ দিন আর ইবাদতের এ দিনের বিধান স্বতন্ত্র। তাছাড়া

৬. *নাসাঈ হা/১৭৯৭; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/১৪১, ৫৫২১; আবু শামাহ, আল-বা'য়েছ ৯৭ পৃ.।*
৭. *মুসলিম হা/৮৭৫; মিশকাত হা/১৪১১।*
৮. *বুখারী ৪/৫৬; মুসলিম ২/৫৯৬; আবুদাউদ ১/২৯০; তিরমিযী ২/৩৮৪; নাসাঈ ৩/১০৩; ইবনু মাজাহ ১/৩৫২; ইবনু খুযায়মাহ ৩/১৫০; ইবনু হিব্বান ৬/২৪৭।*
৯. *ছহীহু ইবনু হিব্বান হা/২৪৫৫; ছহীহাহ হা/২৩২; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৩০।*
১০. *বুখারী হা/৬২৭; মিশকাত হা/৬৬২।*
১১. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২২/২৮২।*
১২. *বুখারী হা/৯৩৭।*
১৩. *ছহীহুল জামে' হা/৪৮৫৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩২৩০।*
১৪. *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৩/১৬৮।*

জুম'আর জন্য ওয়াক্ত শর্ত, খুৎবা শর্ত এবং এর ক্বাযা আদায় করা যায় না, এর জন্য মুছল্লীর সংখ্যা ও জায়গা শর্ত। কিন্তু যোহর ছালাতের জন্য এগুলো শর্ত নয়। সুতরাং দু'টির বিধানই আলাদা।

অন্যদিকে যোহর নাম থাকার পরেও সফরে থাকার কারণে যোহরের পূর্বের বা পরের সুন্নাত পড়া লাগে না। কারণ যেখানে ফরয চার রাক'আতকে দু'রাক'আত করে দেওয়া হ'ল এমতাবস্থায় সুন্নাত পড়া যায় কি করে? তাহ'লে তো ফরয চার রাক'আত পড়াই শ্রেয়।[১৫] সুতরাং জুম'আকে যোহরের সাথে ক্বিয়াস করে দলীল ছাড়া কী করে সুন্নাতে রাতেবা প্রতিষ্ঠা করা যায়?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জুম'আর পূর্বে ছালাত আছে। তবে সেটা সুন্নাতে রাতেবা নয় বরং সাধারণ নফল ছালাত। মুছল্লী তার সাধ্যমত সময় সপেক্ষে দুই, চার, ছয়, আট বা ততোধিক রাক'আত আদায় করতে পারবে।

**খুৎবাকালীন তাহইয়াতুল মসজিদ মাকরূহ হওয়ার পক্ষে উপস্থাপিত দলীলের পর্যালোচনা :**

١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ-

১। আব্দুল্লাহ বিন বুশর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, কোন এক জুম'আর দিনে এক ব্যক্তি লোকদের কাতার ভেদ করে (মসজিদের ভিতর) আসল। সে সময় নবী করীম (ছাঃ) খুৎবা দিচ্ছিলেন। তাকে দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, বসে যাও, তুমি বেশ কষ্ট দিয়েছ এবং দেরী করেও এসেছ'।[১৬]

**পর্যালোচনা :** উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীকে তাহ্ইয়াতুল মসজিদ আদায় করার নির্দেশ দেননি। এর পিছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। **প্রথমত :** হয়ত উক্ত ছাহাবী মসজিদের বারান্দায় বা পার্শ্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ইমামের কাছাকাছি বসার জন্য সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আর তখনই রাসূল (ছাঃ) রেগে গিয়ে তাকে বসার আদেশ করেন। **দ্বিতীয়ত :** তাহ্ইয়াতুল মসজিদ ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বুঝানোর জন্যই রাসূল (ছাঃ) তাকে বসার আদেশ করেন।[১৭] **তৃতীয়ত :** এটি তাহ্ইয়াতুল মসজিদ শরী'আত সম্মত হওয়ার পূর্বের ঘটনা ছিল।

উল্লেখ্য যে, তাহ্ইয়াতুল মসজিদের দু'রাক'আত সুন্নাত এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন ছাহাবী মসজিদে প্রবেশ করে তা আদায় না করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জবাবদিহী করতে বাধ্য করেছেন। যেমন ছহীহ মুসলিমে এসেছে, কাতাদা (রাঃ) বলেন, دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ- 'একদিন আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকজনের মধ্যে বসে আছেন। সুতরাং আমিও গিয়ে সেখানে বসে পড়লাম। এ দেখে রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, বসার আগে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে তোমাকে কীসে বাধা দিল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি দেখলাম আপনি বসে আছেন এবং আরো অনেক লোক বসে আছে (তাই আমিও বসে পড়লাম)। তিনি বললেন, তোমরা কেউ কোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসবে না'।[১৮]

٢- عن ابنَ عمر يقول: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجدَ والإِمَامُ عَلى المِنْبَرِ، فَلاَ صَلاَةَ ولاَ كَلاَمَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ-

২। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে এমতাবস্থায় যে, ইমাম মিম্বারের উপরে, তখন ইমামের খুৎবা শেষ না করা পর্যন্ত আর কোন ছালাত পড়া যাবে না এবং কোন কথাও বলা যাবে না'।[১৯]

**পর্যালোচনা :** হাদীছটি বাতিল। এ হাদীছের সনদে আইউব ইবনু নাহীক নামক এক বর্ণনাকারী আছে। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম বলেন, সে দুর্বল। আবু যুর'আ বলেন, আইউব ইবনু নাহীক হ'তে আমি হাদীছ বর্ণনা করব না এবং তার হাদীছ আমাদের নিকট পড়াও হয় না। অতঃপর তিনি বলেন, সে একজন মুনকারুল হাদীছ। হায়ছামী (রহঃ) বলেন, সে মাতরূক, তাকে মুহাদ্দিছগণের এক জামা'আত দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।[২০] আর এ কারণেই হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, হাদীছটি দুর্বল।[২১] শায়খ আলবানী হাদীছটি বাতিল আখ্যায়িত করে বলেন, তার সনদে দুর্বলতা থাকা ছাড়াও এটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، 'তোমাদের কেউ যখন জুম'আর দিনে (মসজিদে) আসবে এমতাবস্থায় যে, ইমাম

১৫. *ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৪/৯০।*
১৬. *ইবনু মাজাহ হা/১১১৫; আবুদাউদ হা/১১১৮; ছহীহুত তারগীব হা/৭১৪।*
১৭. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪২৮।*
১৮. *মুসলিম হা/৭১৪; ইরওয়া হা/৪৬৭।*
১৯. *তাবারানী কাবীর হা/১৩৭০৮।*
২০. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৩১২০-এর আলোচনা।*
২১. *ফাতহুল বারী ২/৩২৭।*

খুৎবা দিচ্ছেন, তখন সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[২২]

হাদীছটি অত্যন্ত স্পষ্ট, যা তাকীদ দিচ্ছে খুৎবা চলাকালে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের বিরোধিতা করে কিছু অজ্ঞ ইমাম/খত্বীব খুৎবা চলাকালে মসজিদে প্রবেশ করে যে ব্যক্তি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে চায় তাকে নিষেধ করেন।

যারা রাসূলের হাদীছের বিরোধিতা করেন, তারা নিম্নোক্ত আয়াত দু'টিতে বর্ণিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারেন। যেমন- (১) আল্লাহ বলেন,أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، 'তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে যে নিষেধ করে, এক বান্দাকে যখন সে ছালাত আদায় করে?' (*'আলাক ৯৬/৯-১০*)। (২) আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، 'যারা আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদেরকে কোন বিপদ গ্রাস করবে বা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল হবে' (*নূর ২৪/৬৩*)।

**মানসূখ বলে ছলচাতুরি :** কতিপয় বিদ্বান ছহীহ হাদীছগুলো উপস্থাপন করার পরে অযৌক্তিকভাবে এই বিধানটিকে মানসূখ বলেন, যা মুহাদ্দিছগণের নীতি বিরোধী। আর যদি মানসূখ হয়েই যেত তাহ'লে উমাইয়া খলীফা মারওয়ানের আমলে প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মারওয়ান মিম্বারে থাকাবস্থায় এই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতেন না। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আবী সারহ বলেন, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللهُ، إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ- 'একদা ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) মসজিদ প্রবেশ করলেন। তখন মারওয়ান বিন হাকাম খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি ছালাত পড়তে শুরু করলে প্রহরীরা তাঁকে বসতে আদেশ করল। কিন্তু তিনি তাদের কথা না শুনেই ছালাত শেষ করলেন। ছালাত শেষে লোকেরা তাকে বলল, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। এক্ষণি ওরা যে আপনাকে অপমান করত। উত্তরে তিনি বললেন, আমি সে ছালাত ছাড়ব কেন, যে ছালাত পড়তে নবী করীম (ছাঃ)-কে আদেশ করতে দেখেছি। তারপর তিনি উল্লেখ করলেন, জুম'আর দিন এক ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে উস্কখুস্ক অবস্থায় মসজিদে আসল। নবী করীম (ছাঃ) তখন জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে নির্দেশ দিলে সে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল। আর নবী করীম (ছাঃ) খুৎবা দিতে থাকলেন।[২৩]

এছাড়া পরবর্তীতে প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বছরীও এই আমল করতেন। যেমন ইবনু আউন বলেন, كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- 'হাসান বছরী (রহঃ) খুৎবা চলাকালে মসজিদে আসলেও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[২৪]

বড় আশ্চর্যের বিষয় ইমাম ত্বাহাবীর মত মুহাদ্দিছ সুলায়ক গাতাফানীর হাদীছ এবং আবু সাঈদ খুদরীর আছার জানার পরেও বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন বর্ণনা নিয়ে এসে ছহীহ হাদীছগুলোকে মানসূখ বলে উক্ত দু'রাক'আত ছালাতকে মাকরূহ বলেছেন।[২৫] উল্লেখ্য যে, তাহ্ইয়াতুল মসজিদের দু'রাক'আত ছালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। আদায় করা অনেক ছওয়াবের কাজ। কিন্তু কেউ আদায় না করে বসে গেলে সে গুনাহগার হবে না। যেমন মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ ও আব্দুর রাযযাকে কতিপয় তাবেঈর আমল বর্ণিত হয়েছে।[২৬] কিন্তু কেউ আদায় করলে তাকে বাধা দেওয়া বা মাকরূহ ও মানসূখ বলা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনের নামান্তর।

**উপসংহার :** ইবাদত কবুলের জন্য যেমন নিয়তের বিশুদ্ধতা প্রয়োজন, তেমনি তা শারঈ পদ্ধতিতে আদায় হওয়া আবশ্যক। জুম'আর দিন সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে কারণ হ'ল, এই দিনে বিভিন্ন ইবাদতের সমাহার ঘটেছে। নফল ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, সকাল সকাল মসজিদে গমন, যিকির-আযকার, দো'আ ইত্যাদি। এসব ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে নফল ছালাত আদায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর এজন্য রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিনে ছালাতের পূর্বে সাধারণ সুন্নাত শরী'আতসিদ্ধ করেননি। বরং উম্মতের জন্য সাধ্যানুযায়ী বহু রাক'আত নফল ছালাতের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি জুম'আর ওয়াজিব খুৎবা চলাকালীনও দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেককে সুন্নাহ ভিত্তিক ইবাদতে অভ্যস্ত হ'তে হবে। সাথে সাথে বয়ানের নামে তৃতীয় খুৎবার প্রচলন এবং বয়ান শেষে যোহরের ন্যায় চার রাক'আত সুন্নাত আদায়ের বিদ'আতী পন্থা পরিহার করতে হবে। আল্লাহ আমাদের হককে হক হিসাবে এবং বাতিলকে বাতিল হিসাবে বুঝার তাওফীক দান করুন- আমীন!

২২. *মুসলিম হা/৮৭৫; মিশকাত হা/১৪১১।*

২৩. *তিরমিযী হা/৫১১; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৭৯৯, ১৮৩০; বুখারী, আল কেরাতু খালফাল ইমাম হা/১০৩।*

২৪. *মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫১৬৪-৬৫; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৫৫১৫।*

২৫. *শারহু মা'আনিল আছার হা/২১৪৯-২১৫৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

২৬. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫১৬৭-৫১৭৬; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৫৫১৭-৫৫২০।*

মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০২২ ২৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

# চিন্তার ইবাদত

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(৪র্থ কিস্তি)

**৫. পশুত্বের বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি মেলে :**

মানুষ ও পশুর মাঝে মূল পার্থক্য হ'ল চিন্তাশক্তি। চিন্তা করার ক্ষমতা থাকার কারণে মানুষের মর্যাদা অন্যান্য সকল প্রাণীর উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বান্দা যখন চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গাফলতি করে, তখন তারা জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়ে যায়। যাদের চোখ, কান ও হৃদয় থাকা সত্ত্বেও এসব অঙ্গ দিয়ে আল্লাহ্র পরিচয় ও তাঁর বিধি-বিধান অনুধাবনের চেষ্টা করে না, চিন্তার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 'ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট। ওরাই হ'ল উদাসীন' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*। রাগেব ইছ্ফাহানী (রহঃ) বলেন, بالفكرة يميز الإنسان عن البهائم،... النفس بترك النظر والتفكر تتبلد وتتبله، وترجع إلى رتبة البهائم، 'চিন্তার (সক্ষমতার) কারণেই পশুদের থেকে মানুষের স্বতন্ত্র পার্থক্য নির্ণীত হয়। পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা-ফিকিরের গুণ না থাকলে মানুষ নির্বোধে পরিণত হয় এবং পশুদের কাতারে নেমে আসে'।[১]

পশুরা নিজেদের ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে না। হালাল-হারাম বোঝে না। এদের জীবনের সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর স্বপ্ন নেই। খাওয়া-দাওয়া, ঘুরে বেড়ানো এবং মলত্যাগ করা এদের নিত্যদিনের কাজ। অনুরূপভাবে কোন মানুষ যখন আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী ও নিজের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন সে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে বসে। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ 'যারা অবিশ্বাসী, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত ভক্ষণ করে। আর জাহান্নাম হ'ল তাদের ঠিকানা' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১২)*।

ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম- এই দুনিয়াতে অধিকাংশ মানুষের বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়া সমান। জীবিত থাকার পরেও তারা যেন মরে গেছে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আল্লাহ্র একত্বের দলীল-প্রমাণগুলো তারা পর্যবেক্ষণ করে না। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের প্রতি এদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং এদের অভ্যাস হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর মত শুধু ঘুরে বেড়ানো। শরী'আত যদি তাদের চাহিদা মত হয়, তবে সেটা পালন করে; নয়তো তারা তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চলাফেরা করে। এরা হালাল-হারামের কোন তোয়াক্কা করে না। পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনুকূলে হ'লে ছালাত আদায় করে, অন্যথা ছালাত পরিত্যাগ করে। এদের হয়তো শারঈ জ্ঞান আছে; কিন্তু এর সাথে পাল্লা দিয়ে রয়েছে গুনাহের ব্যাপকতা'।[২] মানুষের পশুদের কাতারে নেমে যাওয়ার প্রধান কারণ হ'ল চিন্তা-ভাবনার বন্ধ্যাত্ব। তাই যখন কোন ব্যক্তি চিন্তার ইবাদতে মনোনিবেশ করবে, তখন তার বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত হবে। তার ভিতরে অপরিমেয় বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি সঞ্চার হবে। ভালো-মন্দ, হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে শিখবে। পশুবৃত্তির নিগড় থেকে মুক্তি পেয়ে মানবিক উন্মেষ ঘটবে। জগদ্বাসীর কাছে আশরাফুল মাখলূকাত হিসাবে সে সম্মানিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ্র নিকটেও সে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

**৬. আত্মিক পরিশুদ্ধি ও নিজেকে সংশোধনের সুযোগ :**

কাষ্ঠ কঠিন হৃদয়ে যদি আত্মশুদ্ধি, আল্লাহভীতি ও নেক আমলের ফুল ফোটাতে হয়, তবে হৃদয়কে নরম করতে হবে। আর হৃদয়কে নরম করার সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম হ'ল চিন্তা-ভাবনা করা। চিন্তার মাধ্যমে দেহ-মন প্রশান্ত হয়। মন থেকে দূর হয়ে যায় পাপ-পঙ্কিলতার ক্লেদ। মানব হৃদয়ে অনুভূত হয় নিজেকে শুধরে নেওয়ার এক অপার্থিব দ্যোতনা। ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, الفكر هُوَ الَّذِي ينْقل من موت الفطنة الى حَيَاة الْيَقَظَة وَمن المكاره الى المحاب وَمن الرَّغْبَة والحرص الى الزّهْد والقناعة وَمن سجن الدُّنْيَا الى فضاء الآخرة، 'চিন্তা-ভাবনা (মানুষের) বুদ্ধিমত্তার মৃত্যু থেকে জাগ্রত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। (আল্লাহ্র) অপসন্দনীয় কাজ থেকে পসন্দনীয় কাজের দিকে বের করে আনে। তাকে কামনা ও লোভের নিগড় থেকে দুনিয়া বিমুখতা ও অল্পে তুষ্টির পথে ফিরিয়ে আনে এবং দুনিয়ার জেলখানা থেকে আখেরাতের মুক্ত প্রান্তরে স্থানান্তরিত করে'।[৩]

চিন্তার ইবাদত একটি স্বচ্ছ দর্পনের মতো। যেখানে বান্দা নিজেই নিজের ভুলগুলো দেখতে পায়। ফলে অন্যের দৃষ্টিগোচর হওয়ার আগেই সে নিজেকে শুধরে নিতে পারে। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته، 'চিন্তা-ভাবনা মুমিনের আয়না স্বরূপ। এখানে সে তার নেকী ও পাপগুলো দেখতে পায়'।[৪] সুতরাং বান্দা যত বেশী চিন্তার ইবাদত করবে, তত বেশী তার হৃদয় পরিশুদ্ধ হবে। তার জীবন তত দ্রুত হেদায়াতের পথে পরিচালিত হবে।

---

** এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

*১. রাগেব ইছ্ফাহানী, আয-যারী'আহ ইলা মাকারিমিশ শারী'আহ, পৃ. ২০২, ২৭০।*

*২. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃ. ২৯।*

*৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি) ১/১৮৩।*

*৪. তাফসীরে কুরতুবী, ৪/৩১৪।*

**৭. আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা ও হতাশা থেকে মুক্তি লাভ :**

জীবনে মানুষ কখনো কখনো হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হয়। অর্থিক টানাপোড়েন, শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক ও সামাজিক সংকট প্রভৃতি মানুষকে নিরাশার চাদরে মুড়িয়ে ফেলে। মূলতঃ চিন্তার দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ্‌র নে'মতরাজিকে অবলোকন না করার দরুন মানুষ এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র নে'মতরাজি নিয়ে যদি বান্দা চিন্তা-ভাবনা করত, তাহ'লে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের ভালোবাসা দ্বিগুণ বেড়ে যেত। কারণ মানবাত্মাকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যে তার প্রতি দয়া করে তার প্রতি সে ভালোবাসা পোষণ করে। যখন মানুষ আল্লাহ্‌র অগণিত নে'মতরাজি নিয়ে চিন্তা করবে, তখন এ চিন্তা-ভাবনা তাকে আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, আল্লাহ্‌র প্রতি সে সন্তুষ্ট হবে। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি ইউনুস ইবনে উবায়েদ (মৃ. ১৩৯ হি.)-এর কাছে এসে তার অভাব-অনটনের অভিযোগ করল। তখন ইবনু উবায়েদ (রহঃ) তাকে বললেন, তুমি যে চোখ দিয়ে দেখতে পাও, এমন একটি চোখের বিনিময়ে যদি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেওয়া হয়, তুমি কি তাতে আনন্দিত হবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার এক হাতের বিনিময়ে যদি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেওয়া হয়, তাতে কি খুশি হবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, যদি তোমার দুই পায়ের বিনিময়ে এটা দেওয়া হয়? সে বলল, না। তখন ইউনুস (রহঃ) তার প্রতি আল্লাহ্‌র এই নে'মতগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার কাছে লক্ষ লক্ষ দিরহামের সম্পদ আছে, অথচ তুমি দারিদ্র্যের অভিযোগ করছ।[৫] মানুষ যদি এভাবে চিন্তা-ভাবনা করত, তাহ'লে দেখতে পেত সে অগণিত নে'মতের অথৈ দরিয়ায় ডুবে আছে। ফলে আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ভালোবাসা বৃদ্ধি পেত এবং এই চিন্তার ইবাদতই তাকে হতাশা থেকে বের করে আনত।

**৮. জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া :**

চিন্তা-ভাবনা এমন এক অদ্ভুদ ধরনের ইবাদত, যে যত বেশী এই ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তত বেশী তাকে ইলম, ব্যুৎপত্তি ও প্রজ্ঞা দান করেন। আবূদ্দারদা (রাঃ) লোক্বমান হাকীমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, 'তিনি না ছিলেন সম্পদশালী, না ছিলেন বংশগত মর্যাদাবান, না ছিলেন ঐশ্বর্যের অধিকারী; বরং তিনি ছিলেন মৌন স্বভাবের। দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা ও গভীর দৃষ্টি ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তিনি সুলতানের কাছে আসতেন, বিচারকের নিকটে আসতেন তাদের দেখার জন্য, চিন্তা-ভাবনা করার জন্য, শিক্ষা লাভ করার জন্য। আর এভাবেই তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা লাভ করার লাভ করেছেন'।[৬] হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, إِنَّ أَهْلَ الْعَقْلِ لَمْ يَزَالُوْا يَعُوْدُوْنَ بِالذِّكْرِ عَلَى الْفِكْرِ وَبِالْفِكْرِ عَلَى الذِّكْرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَتْ قُلُوبُهُمْ فَنَطَقَتْ بِالْحِكْمَةِ، 'বুদ্ধিমান লোকেরা যিকিরের মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনার চিকিৎসা করেন এবং চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে যিকির-আযকার করেন। এভাবে একসময় তাদের অন্তরগুলো জেগে ওঠে এবং তারা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলেন'।[৭] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, اسْتَعِينُوا على الْكَلَام بِالصَّمْتِ وعَلى الاستنباط بالفكرة، 'তোমরা ভালো কথা বলার ক্ষেত্রে চুপ থাকার সাহায্য নাও, আর (শরী'আতের দলীল উদ্ভাবন বা) গবেষণার ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনার সাহায্য নাও'।[৮]

আমরা অনেক সময় ভাবি, আলেমগণ কিভাবে এত অধিক বই-পুস্তক রচনা করলেন! তাফসীর, ফিক্বহ ও হাদীছ শাস্ত্রে কিভাবে তারা এত খেদমত আঞ্জাম দিলেন! কিভাবে তারা এত অল্প সময়ে এত এত গবেষণা করলেন, এত কাজ সম্পাদন করলেন? নিঃসন্দেহে আলেমদের খেদমতগুলোর অধিকাংশই আল্লাহ্‌র আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার ফলাফল। তারা বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ ও অবস্থা নিয়ে চিন্তা করেছেন, হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং সেগুলোকে অহি-র জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করেছেন। চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার পরেই তারা অভিমত দিয়েছেন, বই-পুস্তক রচনা করেছেন। চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই আলেমগণ বিবিধ দুর্বোধ্য বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন। তাই তো মুসলিম উম্মাতের কল্যাণে ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

চিন্তা-ভাবনা শুধু শারঈ ব্যাপারে নয়; পার্থিব বিষয়েও মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত খুলে দেয়। অধুনিক বিশ্বে জ্ঞানী-গুণীরা যেসব বই-পুস্তক রচনা করেছেন ও করছেন, বিজ্ঞানীরা নানা বস্তু আবিষ্কার করছেন, তা এমনিতেই হয়নি; বরং এগুলো তাদের নিরলস চিন্তা-গবেষণারই অমূল্য ফলাফল।

**৯. অন্তরের রোগ-ব্যাধি দূরীভূত হয় :**

নানা পাপের কারণে মানব হৃদয় অসুস্থ হয়ে যায়। মানুষ যত ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ রোগ হ'ল এই অন্তরের রোগ। আর সবচেয়ে ছোট রোগ হ'ল শারীরিক রোগ। শারীরিক রোগের কারণে মানুষ খুব জোর মারা যেতে পারে। এর বেশী কিছু হয় না। উপরন্তু শরীরিক ব্যাধির কারণে মুমিন বান্দা আখেরাতে অপরিমেয় পুরস্কারে ভূষিত হন। কিন্তু হৃদয়ের ব্যাধি বান্দাকে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত করে, আখেরাতেও কঠিন আযাবের সম্মুখীন করে। কারণ ঈমান হৃদয়ে বসবাস করে। অন্তর অসুস্থ হ'লে ঈমান সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই ঈমানকে সুস্থ ও মযবূত রাখার জন্য প্রয়োজন হ'ল তাক্বওয়ার বলে বলীয়ান একটি সুস্থ হৃদয়। অন্তরের যাবতীয় রোগ-ব্যাধির যত ঔষধ আছে, তন্মধ্যে অন্যতম মহৌষধ হ'ল চিন্তার ইবাদত। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, إِنَّكَ إِذَا تَفَكَّرْتَ فِي نَفْسِكَ كَفَى، وَإِذَا نَظَرْتَ فِي خَلْقِكَ شَفَى، أَلَيْسَ قَدْ فَعَلَ فِي قَطْرَةٍ مِنْ مَاءٍ مَا

৫. যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* ৬/২৯২।

৬. *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, ৩/৫৮৫।

৭. আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, ১০/১৯।

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, *মিফতাহু দারিস সা'আদাত*, ১/১৮০।

لَو انْقَضَتِ الأَعْمَارُ فِي شَرْحِ حِكْمَتِهِ مَا وَفَتْ! 'তুমি যখন নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, এটা (তোমার আত্মশুদ্ধির জন্য) যথেষ্ট হবে। আর যখন তুমি নিজের সৃষ্টির দিকে নযর দিবে, (তোমার হৃদয় যাবতীয় রোগ-ব্যাধি থেকে) আরোগ্য লাভ করবে। আল্লাহ কি এক ফোঁটা পানি থেকে (তোমার দেহটাকে) সৃষ্টি করেননি? তার হেকমতের বিশ্লেষণে যদি সারাটা জীবন নিঃশেষ হয়ে যায়, তবুও (পরিপূর্ণভাবে তাঁর সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব উদঘাটন করা) শেষ হবে না'।[৯]

চিন্তার ইবাদতের একটি বড় ক্ষেত্র হ'ল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। নানা ধরনের পাপের উপর্যুপরি আঘাতে মানব হৃদয় যখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, তখন কুরআন সেই ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলতে পারে। গুনাহের কালিমায় হৃদয়টা যখন কালো কয়লার মত হয়ে যায়, কুরআনের অমিয় বাণী সেই হৃদয়টাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে পারে। অসুস্থ ও ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে পারে জান্নাতের প্রেরণায়। প্রশান্তির সুবাস ছড়িয়ে দেয় দেহ-মনে। চিন্তা শক্তি ও ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির চিহ্ন ক্ষয় করে যে যত বেশী কুরআনকে উপলব্ধি করতে পারবে, সে তত বেশী উপকৃত হ'তে পারবে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, لَو علم النَّاس مَا فِي قِرَاءَة الْقُرْآن بالتدبر لاشتغلوا بهَا عَن كل مَا سواهَا فَإِذا قَرَأَهُ بتفكر حَتَّى مر بآيَة وَهُوَ مُحْتَاجا إِلَيْهَا فِي شِفَاء قلبه كررها وَلَو مائَة مرّة وَلَو لَيْلَة فقراءة آيَة بتفكر وتفهم خير من قِرَاءَة ختمة بِغَيْر تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى الى حُصُول الايمان وذوق حلاوة الْقُرْآن، 'মানুষ যদি জানতো অনুধাবন করে কুরআন তেলাওয়াতের মাঝে কত কল্যাণ নিহিত আছে, তাহ'লে তারা সব কাজ ফেলে রেখে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। যখন সে চিন্তা-ভাবনা করে তেলাওয়াত করবে, তখন একটা আয়াত অতিক্রম না করতেই সে তার অন্তরের রোগমুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। একই আয়াত বারবার তেলাওয়াত করবে। হয়ত আয়াতটি একশ' বার পড়বে। সারা রাত ধরে পড়বে। সুতরাং অনুধাবন না করে ও না বুঝে কুরআন খতম করার চেয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে বুঝে একটি আয়াত তেলাওয়াত করা অধিকতর উত্তম। এটাই হবে তার হৃদয়ের জন্য অধিক উপকারী এবং ঈমান প্রাপ্তি ও কুরআনের স্বাদ আস্বাদনে অধিকতর উপযোগী'।[১০]

**১০. পাপ থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং তওবার অনুভূতি জাগ্রত হয় :**

পাপ করার পরে অন্তরে অনুশোচনার অনুভূতি জাগ্রত হওয়া আল্লাহ্র বিশাল বড় একটি নে'মত। মানুষের মধ্যে পাপ করার প্রবণতা আছে। তবে অস্বাভাবিক হ'ল অনুতপ্ত না হওয়া। আর বান্দা যখন চিন্তার ইবাদত করে না, তখন তার হৃদয়ের দৃষ্টি মুদিত থাকে। ফলে সে নিজের ভুলগুলো দেখতে পায় না। দেখতে পেলেও তওবার অনুভূতি জাগ্রত হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, التفكر في الخير يدعو إلى العمل به والندم على الشر يدعو إلى تركه؛ 'ভালোর প্রতি চিন্তা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। আর মন্দ কিছুর প্রতি অনুশোচনা মন্দ কাজ ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করে'।[১১] সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, التَّفَكُّرُ مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَفَكَّرُ فَيَتُوبُ؟ 'চিন্তা-ভাবনা হ'ল রহমতের চাবিকাঠি। তুমি কি দেখ না- যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে, সে (পাপ থেকে) তওবা করে'?[১২]

বিশর ইবনুল হারেছ আল-হাফী (রহঃ) বলেন, لَو تفكر النَّاس فِي عَظَمَة الله تعالى مَا عصوه، 'মানুষ যদি আল্লাহ্র বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করত, তাহ'লে তাঁর অবাধ্য হ'ত না'।[১৩]

যদি আমারা নিজ জীবন সম্পর্কে চিন্তা করি, তাহ'লে সালাফদের এই কথামালার বাস্তবতা পাব। যখন আমরা কোন পাপ বা অন্যায় করার পর সেটা নিয়ে চিন্তা করি, রাসূলের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ভাবি, আল্লাহ্র শাস্তির কথা স্মরণ করি, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে অনুতাপের সৃষ্টি হয়। ফলে অস্ফুট স্বরে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে *'আসতাগ্ফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহি'*।

**১১. সবকিছু থেকে উপদেশ হাছিল হয় :**

চারপাশের ঘটনা প্রবাহ, পরিস্থিতি ও পরিবেশ থেকে উপদেশ হাছিল করার সৌভাগ্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নে'মত। যাদের অন্তরদৃষ্টি বন্ধ থাকে, তারা এই সৌভাগ্য লাভে ব্যর্থ হন। তবে হ্যাঁ! যারা চিন্তার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন, আল্লাহ তাদের হৃদয়দৃষ্টি খুলে দেন। আবূ সুলাইমান আদ্দারানী (রহঃ) বলতেন, إِنِّي لأخرجُ مِنْ مَنْزِلِي، فَمَا يَقَعُ بَصَرِي عَلَى شَيْءٍ إِلَّا رَأَيْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ فِيهِ نِعْمَةً، أَوْ لِي فِيهِ عِبْرَةً، 'বাড়ি থেকে বের হ'লে যখনই কোন বস্তুর উপরে আমার চোখ পড়ে, তখন সেখানে আমাকে দেওয়া আল্লাহ্র কোন না কোন নে'মত দেখতে পাই অথবা সেখানে আমার জন্য রক্ষিত কোন উপদেশের খোরাক পেয়ে যাই'।[১৪] সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, إِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ، فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عبرَة، 'যে ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা করার গুণ আছে, তার জন্য সবকিছুর মাঝে উপদেশের খোরাক আছে'।[১৫]

---

৯. *ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ১/৬৭।*

১০. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত, ১/১৮৭।*

১১. *গাযালী, ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৪২৫।*

১২. *আবূ নু'আইম ইছ্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৭/৩০৬; ফাছলুল খিত্বাব ফিয যুহ্দ, ৫/১২৯।*

১৩. *ইবনু কুদামা, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, পৃ. ৩৭৮।*

১৪. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/১৮৪।*

১৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত, ১/১৮০।*

পৃথিবীর পরতে পরতে আল্লাহ মানুষের উপদেশ লাভের জন্য অফুরন্ত উপাদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। কেউ যদি কোন বৃদ্ধ মানুষের দিকে চিন্তার দৃষ্টি বুলায়, ঐ বৃদ্ধের ভাজ পড়া চামড়া তাকে ভাবাবে যে, এই চামড়া এক সময় মসৃণ ও সটান ছিল, তার চুলগুলো কালো ছিল, তার ছিল শক্তিমত্তা ও উদ্যমতা। কিন্তু জীবনের পড়ন্ত বেলায় সবকিছুতে ভাটা পড়েছে। তার মন অবাধ্য হ'লেও, শরীরটা ঠিকই তার রবের আনুগত্য করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তেল, সাবান, লোশন, স্নো আর পাউডার দিয়ে যে দেহাটার এত যত্ন নেওয়া হয়েছে, মৃত্যুর পরে তা পোকা-মাকড়ের খাদ্যে পরিণত হবে। এভাবে মানুষ নিজেদের নিয়ে ভাবলেই অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

আল্লাহ পশু থেকেও উপদেশ লাভ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ- 'নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। আমরা তোমাদেরকে তাদের থেকে বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য অতীব উপাদেয়। যা নিঃসৃত হয় উক্ত পশুর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য দিয়ে' *(নাহল ১৬/৬৬)*। অত্র আয়াতে 'ইবরত'-এর অর্থ হ'ল, دلالة على قدرة الله ووحدانيته وعظمته 'আল্লাহ্‌র কুদরত, তাঁর একত্ব ও বড়ত্বের প্রমাণ'।[১৬]

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা প্রভৃতি পশুর দুধ আমরা খাই। এই দুধ আমাদের জন্য অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি, কিভাবে আল্লাহ আমাদের জন্য এই দুধের ব্যবস্থা করলেন? কিভাবে তিনি গোবর ও রক্তের সারনির্যায দিয়ে এই উপাদেয় পানীয় তৈরী করলেন? শুধু দুধ কেন, এসব পশুর গোশত, চামড়া, পশম, গোবর, হাড্ডি সবকিছুর মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার রিযকের ব্যবস্থা করেছেন। আবার কত বিশাল প্রাণীকে আল্লাহ মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। একজন কৃষক গরু দিয়ে লাঙল টানে। অথচ সেই কৃষকের চেয়ে বিশগুণ শক্তিশালী এই গরু কোন নিয়ম ভঙ্গ না করে কৃষকের আনুগত্য করে। একজন হালকা-পাতলা গড়নের মাহুত বিশাল আকারের হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। হাতিকে যে দিকে চলতে বলে সেদিকেই চলে। আবার একজন রাখালের নেতৃত্বে একপাল পশু সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাফেরা করে। কোন্ সেই সত্তা যিনি এই শক্তিশালী পশুগুলোকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন? এছাড়াও আরো কত প্রজাতির জীব-জন্তু রয়েছে, এদের কেউ চার পা বিশিষ্ট, কেউ দুই পা বিশিষ্ট। কারো হাত আছে তো কারো নেই। কেউ উড়তে পারে, কেউ পারে না। কারো বাস পানিতে, করো বাস মাটিতে। আবার সমুদ্রের গভীরে কত প্রজাতির প্রাণী আছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কোন্ সেই সত্তা যিনি এসকল প্রাণীসহ গোটা দুনিয়াকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন? তিনি আল্লাহ! আমাদের রব! আমাদের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করত, তাহ'লে ঈমানের পথে চলা তার জন্য কতই না সহজ হ'ত! তবে এই উপদেশ লাভে কেবল তারাই সক্ষম হন, যারা চিন্তার ইবাদতে নিবিষ্ট থাকেন।

**১২. মুসলিম উম্মাহ্‌র অগ্রগতি :**

অধুনা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানের ঈমানী সার্বভৌমত্ব আজ ভূলুণ্ঠিত। বিরাণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে অনেক সোনালী জনপদ। মাযলূমের হৃদয়ভাঙ্গা আর্তচিৎকারে স্তব্ধ হয়ে আছে আকাশ-বাতাস। ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন আজ বিজাতীয়দের বিষাক্ত ছোবলে ক্ষতবিক্ষত। মুসলিমের আক্বীদা-আমল শিরক-বিদ'আতের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত। এই যে মুসলিমদের এত এত সমস্যা। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সর্বপ্রথম এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। সমস্যার প্রভাব ও কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে। বর্তমান মুসলিম জাতির অবস্থাকে খোলাফায়ে রাশেদা ও সালাফদের যুগের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে। যদি আমরা সেইভাবে চিন্তার ইবাদত করতে পারি, তাহ'লে আমরা খুব সহজেই জানতে পারব কোন শক্তির কারণে সালাফগণ সারা দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব করেছেন, আর আমরা পদে পদে মার খাচ্ছি। কোন বিশেষণের কারণে গোটা দুনিয়া তাদের পদচুম্বন করেছে, আর কোন দোষের কারণে আমরা কাফেরদের লেজুড়বৃত্তি করছি। ফলে এই চিন্তার সোপান বেয়েই আমরা মুক্তির পথ পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

যুগে যুগে যত মুজাদ্দিদ ও মুছলিহ এই পৃথিবীতে এসেছেন, মুসলিম জাতির জন্য অফুরন্ত খেদমতের আঞ্জাম দিয়ে গেছেন, কুফরী শক্তির জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে ইসলামী সমাজকে মুক্তির কিনারায় নিয়ে এসেছেন, ইসলামের বিজয় পতাকা বিশ্বের দরবারে উঁচু করে আগলে রেখেছেন- তাদের সবাই ছিলেন চিন্তার শক্তিতে বলীয়ান। সমাজকে নিয়ে তারা ভাবতেন। দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্গতি থেকে মুসলিমদের মুক্তির পথ তালাশ করতেন। ফলে আল্লাহ সেই নিবেদিতপ্রাণ চিন্তাশীল মুজাদ্দিদের মাধ্যমেই মুসলিম জাতিকে সাহায্য করেছেন।

বর্তমান যুগে আলেম-ওলামা ও শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতাদের এ বিষয়ে ভাবতে হবে। মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কাফের-মুশরিকদের ঈমান বিধ্বংসী মরণ ফাঁদগুলো খুঁজে বের করতে হবে। মুসলিমদের আক্বীদা-আমলের সমস্যা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পদস্খলনের কারণ চিহ্নিত করে সেগুলোর সামাধানের চেষ্টা করতে হবে। তবেই তো মুসলিম জাতি ফিরে পাবে নিজেদের হারানো গৌবর। খুঁজে পাবে মুক্তি ও সফলতার আশ্রয়। সুতরাং একথা অকপটে বলা যায় যে, চিন্তার ইবাদত ছাড়া মুসলিম জাতির অগ্রগতি আদৌ সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে যেন চিন্তার ইবাদত করার শক্তি দান করেন এবং এর মাধ্যমে উল্লেখিত উপকারগুলো হাছিল করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

*[ক্রমশঃ]*

---

*১৬. তাফসীরে কুরতুবী, ১০/১২৩।*

# মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে কিছু আপত্তি পর্যালোচনা

*-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*

(শেষ কিস্তি)

**৬. কেবল সনদের ভিত্তিতে হুকুম প্রদান :**

শু'আইব আরনাঊত্ব সহ সমসাময়িক কিছু বিদ্বান আলবানীর ব্যাপারে উক্ত অভিযোগ পেশ করেছেন। শু'আইব আরনাঊত্ব আলবানীর বিরুদ্ধে শায ও ইল্লতের প্রতি গভীরভাবে দৃকপাত না করার অভিযোগ এনেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'হাদীছের উপরে হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে তিনি শুযূয ও 'ইল্লতের প্রতি মনোযোগ দেননি এবং হাদীছের মতনের সমালোচনা করতে গিয়ে সতর্কতাও অবলম্বন করেননি'। ...সেকারণ তিনি এমন অসংখ্য হাদীছকে ছহীহ বলেছেন, যেগুলোর মতনের ব্যাপারে আলেমগণ সমালোচনা করেছেন। দলীল হিসাবে তিনি মিশকাতুল মাছাবীহ *(হা/১১২)* ও (ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর *(হা/৭১৪২)*-কে উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে, الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِي النَّارِ 'সন্তানকে জীবিত দাফনকারী মহিলা ও প্রোথিত কন্যা উভয়েই জাহান্নামে যাবে'।

আরনাঊত্ব বলেন, 'এই হাদীছটি কুরআনের আয়াত وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 'যেদিন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা জিজ্ঞাসিত হবে' *(সূরা তাকভীর ৮১/৮)*-এর স্পষ্ট বিরোধী। যদিও আলবানী এর অগ্রহণযোগ্য তাবীল করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১]

তিনি এ হাদীছের মতনের সমালোচনার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে ছহীহ সাব্যস্ত করার কারণে আলবানীর বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ পেশ করেছেন। এ ব্যাপারে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।-

**প্রথমতঃ** আলবানী শায হাদীছ প্রত্যাখ্যান করাকে মূলনীতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনুছ ছালাহ-এর 'মুক্বাদ্দিমা' ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী-এর 'শরহে নুখবা'র টীকায় এবং 'তামামুল মিন্নাহ' গ্রন্থের ভূমিকায় পরিষ্কারভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হাদীছের বিশুদ্ধতার জন্য শর্ত হ'ল, তা শায ও মু'আল্লাল (ত্রুটিযুক্ত) হবে না।[২]

একইভাবে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যখন কোন হাদীছের সনদ ছহীহ হবে, তখন আমরা স্রেফ তার বর্ণনাকারীদের ছিক্বাহ হওয়ার কারণে সেটাকে (ছহীহ) বলব না। কারণ এতে সূক্ষ্ম গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে যে, হয়ত এর সনদের কোথাও কোন ত্রুটি থাকতে পারে। যদি যথাযথভাবে তাহক্বীক্ব করার পর তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এতে মারাত্মক ত্রুটি নেই, তখনই কেবল তার জন্য এ কথা বলা সঠিক হবে যে, এর সনদ ছহীহ। ...অধিকাংশ হাদীছের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপন্থা এটাই'।[৩]

আলবানীর এই সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি নীতিগতভাবে হাদীছের বিশুদ্ধতার জন্য 'শায ও 'ইল্লত' না থাকার শর্তারোপ করেছেন।

**দ্বিতীয়তঃ** আলবানী উক্ত হাদীছটিকে এককভাবে ছহীহ বলেননি। বরং হাদীছটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে আবূদাঊদ *(হা/৪৭১৭)*, ছহীহ ইবনু হিব্বান *(হা/৭৪৩৭)*, ত্বাবারাণী ও ইমাম বুখারীর আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ ইবনু হিব্বানে সংকলিত হওয়ার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, হাদীছটি তাঁর নিকটে ছহীহ। ইমাম আবূদাঊদ ও মুনযিরী এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। সুয়ূত্বী 'আল-জামেউছ ছগীর' গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন। মুনাবী বলেন, 'সুয়ূত্বী হাদীছটি হাসান হওয়ার দিকে ইশারা করেছেন। তবে তা অনুরূপ বা তার চেয়ে উঁচু স্তরের'।[৪]

উপরন্তু এই বর্ণনাটি মুসনাদে আহমাদ *(হা/১৫৯৬৫)*, নাসাঈর আস-সুনানুল কুবরা *(হা/১১৬৪৯)*, ত্বাবারাণী *(হা/৬৩১৯)* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহেও বর্ণিত আছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেছেন যে, لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ أَقْوَى وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْإِسْنَاد 'এই সনদের চেয়ে এ হাদীছের অধিক উত্তম ও অধিক শক্তিশালী সনদ আর নেই'।[৫] হায়ছামী এ সম্পর্কে বলেছেন, رجاله رجال الصحيح -এর রাবীগণ ছহীহ গ্রন্থের রাবী'।[৬]

স্বয়ং শায়খ শু'আইবও মুসনাদে আহমাদ-এর তাহক্বীক্বে বলেছেন যে, 'এই হাদীছের রাবী ছিক্বাহ (বিশ্বস্ত) ও শায়খাইনের (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের) রাবী, দাঊদ ইবনু আবী হিন্দ ব্যতীত। তিনি কেবলমাত্র ছহীহ মুসলিমের রাবী।[৭]

এ আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সনদের দিক থেকে এই বর্ণনাটি ছহীহ। এক্ষণে মতনগত দিক দিয়ে আরনাঊত্ব হাদীছটিকে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন। কারণ

---

১. *আল্লামা শায়খ শু'আইব আরনাঊত্ব; সীরাতুহূ ফী ত্বলাবিল 'ইলমি ওয়া জুহূদুহূ ফী তাহকীকিত তুরাছ, পৃ. ২০০-২০১।*

২. *নুযহাতুন নযর ফী তাওযীহি নুখবাতিল ফিকার, পৃ. ৬৭; তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীক 'আলা ফিক্বহিস সুন্নাহ, পৃ. ১৫।*

৩. *মূল আরবী : إذا كان هناك حديث اسناده صحيح لا نقول مقتصرين فقط علي ان رجاله ثقات، لانه لا بد عن تأمل لا بد عن التدقيق فيه، لعل في هذا الإسناد علة، فاذا ما اجتهد مجتهد فتبين له سلامة الاسناد من علة قادحة وحينئذ يصح له أن يقول اسناده صحيح، ... وهذا الذي نجري عليه في كثير من الأحاديث–। দ্র. ইবনু আবিল 'আইনাঈন, সুওয়ালাত লিল-আল্লামা আলবানী সাআলাহা আবূ আব্দুল্লাহ আল-'আয়নাইন (কায়রো : মাহবাতুল অহী, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৫১।*

৪. *মুনাবী, ফায়যুল ক্বাদীর শারহুল জামি'ইছ ছাগীর, (মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিইয়াহ আছ-কুবরা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি.), পৃ. ৬/৩৭১।*

৫. *ইবনু 'আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ, (মরক্কো : ওয়াযারাতু উমূমিল আওক্বাফ, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৭ হি.), ১৮/১২০।*

৬. *মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ১/১১৯।*

৭. *মুসনাদে আহমাদ, ২৫/২৬৮।*

যেসব হাদীছে জীবন্ত দাফনকৃত কন্যার জান্নাতী হওয়ার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো এর বিপরীত। আর এই হাদীছটি কুরআনের আয়াত وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ এরও বিরোধী।

এই অভিযোগটি মূলতঃ হানাফী মাযহাবের মূলনীতির আলোকে করা হয়েছে। দু'টি পরস্পর বিরোধী বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের মূলনীতিটি হ'ল (১) উভয়ের মধ্যে কোন্টি পূর্বের ও কোন্টি পরের, তা প্রতীয়মান হওয়ার শর্তে একটিকে রহিত করা যাবে। (২) তা সম্ভব না হ'লে একটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (৩) অগ্রাধিকারের উপায় না থাকলে, উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করতে হবে। (৪) যদি সমতা বিধানেরও কোন পথ না থাকে, তবে উভয়ের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। শায়খ শু'আইব এখানে দু'টি বর্ণনার মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্যের কারণে প্রোথিত কন্যার জান্নাতী হওয়ার বর্ণনাগুলোকে তারজীহ বা অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কিন্তু এটি মুহাদ্দিছীনে কেরামের মূলনীতি নয়। তাঁরা প্রথমে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। যদি সমন্বয় সাধন সম্ভব না হয় তবে দ্বিতীয় পন্থা হিসাবে উভয়টির মধ্যে শেষ বর্ণনা কোনটি তা জানা গেলে সর্বশেষ বর্ণনাটিকে নাসেখ (রহিতকারী) সাব্যস্ত করেন। আর তা সম্ভব না হ'লে একটিকে অগ্রাধিকার প্রদানের চেষ্টা করেন। যদি তারও পথ না থাকে তবে সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত থাকেন।[৮]

আলবানী মুহাদ্দিছীনের মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি প্রথমে দু'টি ছহীহ হাদীছের মধ্যে সমতা বিধানের চেষ্টা করেছেন। তার বক্তব্য হ'ল, 'ছহীহ হাদীছকে তার চাইতে অধিক বিশুদ্ধ হাদীছের সাথে বিরোধী হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করা জায়েয নয়। বরং উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা ওয়াজিব'।[৯]

এই মূলনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে শায়খ আলবানী যে হাদীছগুলোকে পরস্পর বিপরীত বলা হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে সমতা বিধানের চেষ্টা করেছেন। যেমন উক্ত হাদীছটির ব্যাপারে বলেছেন, 'হাদীছটির বাহ্যিক দাবী এই যে, প্রোথিত কন্যা জাহান্নামে যাবে। যদিও সে বালেগা না হয়। কিন্তু এই বাহ্যিক মর্ম শারঈ ঐ দলীলের বিরোধী যে, বালেগা হওয়ার পূর্বে কেউ শরী'আতের বিধান মানতে আদিষ্ট নয়। তবে এই হাদীছটির বিভিন্ন জবাব প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক নিকটবর্তী জবাব হ'ল, এই হাদীছটি একজন নির্দিষ্ট প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে প্রযোজ্য। আর তখন الْمَوْءُودَةُ এর মধ্যে ال ইসতিগরাক্ব (সমষ্টিবাচক)-এর জন্য নয়। বরং 'আহদে যিহনী' বা নির্ধারিত একজনের জন্য খাছ হিসাবে গণ্য হবে। মুলায়কার পুত্রদের ঘটনার হাদীছটি দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায় (যা সালামাহ ইবনু ইয়াযীদ জু'ফী হ'তে বর্ণিত)। এজন্য এ কথা বলা সিদ্ধ যে, সেই প্রোথিত কন্যাটি বালেগা তথা প্রাপ্তবয়স্কা ছিল। আর এভাবেই এই হাদীছটির উপর উত্থাপিত অভিযোগ দূরীভূত হয়ে যায়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত'।[১০]

আলবানীর উক্ত সমন্বয় সাধনকে শু'আইব আরনাঊত্ব 'অপসন্দনীয় তাবীল' বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ এখানে আলবানী মুহাদ্দিছগণের অনুসরণে সমন্বয় করেছেন এবং আরনাঊত্ব হানাফী মাযহাবের মূলনীতি অনুসরণ করে একটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতএব এটি আদৌ 'অপসন্দনীয় তাবীল' নয়। বরং ছহীহ হাদীছকে বাতিল গণ্য করার চাইতে বহু গুণে উত্তম।

জানা আবশ্যক যে, হাদীছের ব্যাখ্যাকারগণ উক্ত বর্ণনাটির আরো অনেকগুলো ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন একটি ব্যাখ্যা এই যে, وائدة দ্বারা উদ্দেশ্য دائيه বা দাফনকারী। আর الْمَوْءُودَةُ দ্বারা তার মা উদ্দেশ্য। আর الْمَوْءُودَةُ لها-এর উহ্য ছিলাহ। আরেকটি ব্যাখ্যা এসেছে যে, الْمَوْءُودَةُ দ্বারা নির্দিষ্ট দাফনকৃত কন্যা উদ্দেশ্য। সে বালেগা হোক বা নাবালেগা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহীর মাধ্যমে তার সম্পর্কে আল্লাহর নির্ধারিত ফায়ছালা ও তাক্বদীরের সংবাদ দিয়েছেন। আর الْمَوْءُودَةُ-এর اَلْ সমষ্টিবাচকের জন্য নয়। বরং নির্দিষ্টভাবে দাফনকৃত কন্যা সম্পর্কে। এই ব্যাখ্যাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা মিরক্বাত *(১/১৮২, ১৮৩)*, মির'আতুল মাফাতীহ *(১/২০০)*, 'আওনুল মা'বূদ *(৪/৩৬৬)*, ছান'আনী আত-তানবীর শরহে জামে' ছগীর *(১১/১১০)*, ফায়যুল ক্বাদীর *(৬/৩৭১)*, শারহুত ত্বীবী *(১/২৬৩, ২৬৪)*, ইবনুল মালিক রূমীর শারহু মাছাবীহিস সুন্নাহ *(১/১২৯)*, বায়যাবীর তুহফাতুল আবরার শারহি মাছাবীহিস সুন্নাহ *(১/১১০)* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে এসেছে।

উক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আলবানীর মত বহু বিদ্বান الْمَوْءُودَةُ-এর সাথে সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রে জমাকরণ ও সমন্বয় সাধনের পন্থাটি-ই অবলম্বন করেছেন। অতএব এককভাবে আলবানীর বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ করা যথার্থ নয়।

জানা আবশ্যক যে, কোন হাদীছের হুকুম পেশ করার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছগণ মূলতঃ সনদের উপর নির্ভর করেন। তারপর তারা মতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্ত্বান বলেন, 'তোমরা হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দিয়ো না। বরং তার সনদের দিকে লক্ষ্য কর। যদি সনদ ছহীহ হয় (তাহ'লে তা গ্রহণ কর)। অন্যথায় সনদ বিশুদ্ধ নয়, এমন হাদীছ দ্বারা তোমরা প্রতারিত হয়ো না।[১১]

এক্ষণে ঢালাওভাবে মতনের সমালোচনার ব্যাপারে দৃকপাত না করার অভিযোগের ব্যাপারে বলা যায় যে, শায়খ আলবানী রচিত সিলসিলা ছহীহাহ, যঈফাহ, ইরওয়াউল গালীল,

*৮. শারহু নুখবাতিল ফিকার, পৃ. ৫৮-৫৯।*
*৯. সিলসিলা ছহীহাহ, ১/৮২৬, হা/৪৬০।*
*১০. ওয়ালীউদ্দীন আত-তিবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্ব : আল-আলবানী, (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৫ খ্রি.), ১/৪০, হা/১১২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
*১১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৯ম/১৮৮।*

গায়াতুল মারাম, তামামুল মিন্নাহ সম্পর্কে যারা ধারণা রাখেন, তারা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, মতনের সমালোচনার প্রতি তিনি কতটা গভীর দৃষ্টি রেখেছেন। উক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও তাঁর বহু গ্রন্থে তিনি মতনের সমালোচনায় সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল সনদের সাথে সাথে মতনেরও তুলনামূলক বিচার করা। নিম্নে তাঁর কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'ল।-

(১) সিলসিলা যঈফাহ ৮৭ নং হাদীছ- إذا صعد الخطيب المنبر، فلا صلاة ولا كلام 'খত্বীব যখন মিম্বরে আরোহণ করবেন, তখন আর কোন ছালাত চলবে না, কথাবার্তাও চলবে না'। হাদীছটির সনদগত দুর্বলতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর আলবানী বলেন, 'আমি হাদীছটি বাতিলযোগ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত পেশ করছি। কেননা সনদগত দুর্বলতার সাথে সাথে হাদীছটি দু'টি ছহীহ হাদীছের বিপরীত। আর তা হ'ল-

(ক) রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ 'যখন তোমাদের কেউ জুম'আর দিনে এমন সময় মসজিদে আসে যে, ইমাম (খুৎবা দেওয়ার জন্য) বের হয়ে এসেছেন, তবে সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'। হাদীছটি জাবের থেকে ছহীহুল বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما 'তোমাদের কেউ জুম'আর দিন ইমাম খুৎবারত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়।[১২]

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت 'তুমি যদি জুম'আর দিন ইমাম খুৎবারত অবস্থায় তোমার সাথীকে চুপ থাকতেও বল, তবুও তুমি অনর্থক কথা বললে'।[১৩]

প্রথম হাদীছটি সুস্পষ্টভাবে খুৎবার জন্য ইমাম বের হয়ে আসার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের ব্যাপারে তাকীদ দিচ্ছে। অথচ উক্ত যঈফ হাদীছটি তা থেকে নিষেধ করছে। অতএব খুৎবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে যে ব্যক্তি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে চায়, তাকে নিষেধ করা চূড়ান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। আমার ভয় হয় যে, তারা রাসূলের হাদীছের বিরোধিতা করার কারণে নিম্নোক্ত আয়াত দু'টিতে বর্ণিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কি না। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى 'তুমি কি দেখেছ ঐ ব্যক্তিকে যে নিষেধ করে এক বান্দাকে, যখন সে ছালাত আদায় করে?'।[১৪] তিনি বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে'।[১৫] সেকারণ নববী বলেন, 'এটা এমন একটি নছ, যে ব্যাপারে তাবীলের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি এটা জানে ও ছহীহ হিসাবে বিশ্বাস করে, অথচ এর বিপরীত করে আমি তাকে আলেম মনে করি না'।

দ্বিতীয় হাদীছটি একটি বুঝের প্রতি ইঙ্গিত করছে। তা হ'ল والإمام يخطب বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম খুৎবা শুরু না করলে কথা বলায় বাধা নেই। আর ওমর (রাঃ)-এর সময়কালে এরূপ আমলের প্রচলন বিষয়টিকে আরো শক্তিশালী করে। যেমন ছা'লাবা ইবনু আবী মালিক বলেন, ওমর (রাঃ) খুৎবার জন্য বসার পর থেকে ইমাম আযান শেষ করা পর্যন্ত তারা পরস্পরে কথা বলতেন। তারপর যখন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে যেতেন, তারপর খুৎবা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ আর কোন কথা বলত না। হাদীছটি ইমাম মালিক ও ত্বাহাবী এভাবেই বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবু হাতিমও হাদীছটি স্বীয় 'ইলাল' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। প্রথম দু'টির সনদ ছহীহ। এতে প্রমাণিত হয় যে, মিম্বারে আরোহন নয় বরং ইমামের বক্তব্য সকল কথাবার্তার সমাপ্তি টানবে। তাই খুৎবার জন্য তার বের হওয়া তাহিইয়াতুল মাসজিদ দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। অতএব আলোচ্য যঈফ হাদীছটি বাতিলযোগ্য। আল্লাহই সঠিক সিদ্ধান্তের পথপ্রদর্শক।[১৬]

অন্যদিকে একাধিক ছহীহ হাদীছের মধ্যে মতনে ভিন্নতা থাকলে মুহাদ্দিছগণ সনদ ছহীহ হওয়ার কারণে কোনটিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পেয়েছেন। আলবানী মুহাদ্দিছগণের অনুসরণে মতনে নাকারাত (অপরিচিতি) থাকা সত্ত্বেও সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে তা দূর করার প্রয়াস পেয়েছেন। নিম্নে তার কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'ল-

(১) সিলসিলা ছহীহাহ ৩৭ নং হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ (لِيَنْتَزِعْهُ) فَإِنَّ فِيْ إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً 'যখন তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়বে, তখন তাকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিবে। তারপর তাকে বাইরে ফেলে দিবে। কারণ তার দু'টি ডানার মধ্যে একটিতে আছে রোগ এবং অপরটিতে আছে আরোগ্য'। হাদীছটি ছহীহুল বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। আলবানী বলেন, 'হাদীছটি বিভিন্ন ছহীহ সনদে তিনজন ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যথা : আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী ও আনাস (রাঃ)। হাদীছটি এমনভাবে প্রমাণিত যে, একে অস্বীকার করা বা এতে সন্দেহ

১২. *মুসলিম হা/৮৭৫; নাসাঈ হা/১৩৯৫।*
১৩. *বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১; মিশকাত হা/১৩৮৫।*
১৪. *সূরা 'আলাক্ব, আয়াত নং ৯-১০।*
১৫. *সূরা নূর, আয়াত নং ৬৩।*
১৬. *সিলসিলা যঈফাহ, ১ম/২০০-২০২।*

পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। অতঃপর তিনি একে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার বিরোধী বলে দাবীকারী এবং এ ব্যাপারে আবু হুরায়রাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্তকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করেছেন।

তিনি বলেন, '... তারা একজন ছাহাবীকে মিথ্যাবাদী বলে আঘাত করছে। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে কেবলমাত্র তাদের দুর্বল জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার কারণে অস্বীকার করছে। অথচ হাদীছটি রাসূল (ছাঃ) থেকে কেবল আবু হুরায়রা নয়, বরং একদল ছাহাবী বর্ণনা করেছেন। হায় যদি তারা জানত যে আবু হুরায়রা হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেননি।

তিনি বলেন, '... বহু মানুষ ধারণা করে যে, হাদীছটি চিকিৎসকদের সিদ্ধান্তের বিপরীত। কেননা মাছি তার ডানায় জীবাণু বহন করে। যদি তা খাদ্য বা পানীয়তে পড়ে যায় তাহ'লে তা দূষিত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল, হাদীছটি চিকিৎসকদের সিদ্ধান্তের বিপরীত নয়। বরং এটা তাদেরকে এ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করছে যে, তার একটি ডানায় রোগ রয়েছে। কিন্তু তার অপর ডানায় রয়েছে ঐ রোগের আরোগ্য। যে ব্যাপারটি এখনো তারা জানতে পারেনি। অতএব মুসলিম চিকিৎসকদের জন্য আবশ্যক হ'ল এর উপর ঈমান আনা। আর অমুসলিম হলেও তিনি যদি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে এর উপর নির্ভর করা...'।

তিনি বলেন, 'আমার জানামতে, আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র হাদীছটি ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় না। এ ব্যাপারে চিকিৎসকদের বহু মত রয়েছে। আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এর পক্ষে-বিপক্ষে লিখিত অনেক প্রবন্ধ পাঠ করেছি। কিন্তু আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ হাদীছের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসী। কেননা রাসূল (ছাঃ) নিজ খেয়াল-খুশীমত কোন কথা বলেননি। তিনি কেবল তাই বলেন, যা তার নিকট অহী করা হয়। আর হাদীছটি ডাক্তারী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে আমরা মোটেও চিন্তিত নই। কেননা দলীল হিসাবে হাদীছ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর জন্য বাইরের কোন সমর্থন প্রয়োজন হয় না। তবে বিশুদ্ধ হাদীছ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সাথে যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখা যায়, তখন আত্মিক জগতে ঈমান বৃদ্ধি পায়...।

অতঃপর আলবানী উক্ত হাদীছের পক্ষে-বিপক্ষে একাধিক চিকিৎসক ও বিজ্ঞজনের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং হাদীছটি নিয়ে সন্দেহ পোষণকারীদের বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন।[১৭]

(২) ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে অনিন্দ্য সুন্দরী একজন নারী ছালাত আদায় করতেন। পুরুষদের কাতারের সর্বশেষ কাতারে একদল পুরুষ ছালাত আদায় করত এবং ওই নারীর দিকে দৃষ্টি দিত। তাদের মধ্যে কেউ রুকূর সময় বগলের নিচ দিয়ে তাকে দেখতো। আবার কেউ প্রথম কাতারে এগিয়ে যেত, যেন উক্ত নারীকে দেখা না যায়। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ 'তোমাদের মধ্যে যারা আগে অগ্রসর হয়ে গেছে, তাদেরকেও আমি জানি আর যারা পেছনে রয়ে গেছে, তাদেরকেও জানি' *(হিজর ১৫/২৪)*। হাদীছটি আবূদাঊদ তায়ালেসী *(হা/২১৭২)*, বায়হাক্বী স্বীয় সুনানে *(৩/৯৮)* তায়ালেসীর সূত্রে, আহমাদ *(১/৩০৫)*, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও ইবনু খুযায়মা বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন, 'হাদীছটি খুবই গরীব। এতে কঠিন নাকারাত রয়েছে'। আলবানী আলোচ্য হাদীছটির উপর প্রথমে আকর্ষণীয় তাহক্বীক্ব পেশ করেছেন। তারপর সনদ ও মতনগত দিক দিয়ে এর বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন এবং উভয় দিক দিয়ে এর নাকারাতকে অপনোদন করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'ইবনু কাছীরের ধারণা অনুযায়ী এখানে কঠিন নাকারাত রয়েছে। অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, জ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা সম্ভব নয় যে, মুছল্লীদের কেউ ঐ নারীকে দেখার জন্য শেষ কাতারে চলে যাবে!

আলবানী বলেন, 'উক্ত মন্তব্যের ক্ষেত্রে আমাদের জবাব হ'ল, বিদ্বানগণ বলে থাকেন যে, যখন হাদীছ পেশ করা হয়, তখন যুক্তি বাতিল হয়ে যায়। তাই হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার পর তার বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নেই। কেবলমাত্র জ্ঞানগতভাবে অসম্ভব মনে হওয়ার ভিত্তিতে আমরা যদি হাদীছ প্রত্যাখ্যান করার দুয়ারকে উন্মুক্ত করে দেই, তাহ'লে বহু ছহীহ হাদীছকে অস্বীকার করা আবশ্যক হয়ে যাবে। যা আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল হাদীছের নীতি নয়। বরং তা মু'তাযিলা ও প্রবৃত্তিপূজারীদের রীতি। আর ঐসব পিছনে যাওয়া মানুষগুলো মুনাফিক হওয়ায় বাধা কোথায়, যারা বাহ্যিকভাবে ঈমান যাহির করত এবং কুফরীকে গোপন রাখত? তারা তো ঐসব মানুষও হ'তে পারে যারা ইসলামে নবাগত? যারা ইসলামী আদব-আখলাক ও কৃষ্টি-কালচারে এখনো অভ্যস্ত হয়নি?[১৮]

উপরোক্ত উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, মতনের সমালোচনায় আলবানী অগ্রগামী হননি একথা ঠিক নয়। তিনি একদিকে যেমন সনদগতভাবে যঈফ হাদীছের মতনগত সমালোচনা পেশ করেছেন। অন্যদিকে সনদগতভাবে ছহীহ হওয়ার পর মতন বাহ্যিকভাবে অসমাঞ্জস্যপূর্ণ মনে হ'লে মুহাদ্দিছীনের নীতির অনুসরণে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি তুলে করার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরূপ উদাহরণ তাঁর গ্রন্থসমূহের বহু স্থানে বিধৃত হয়েছে। এমনকি কেবল হাদীছের মতনের সমালোচনায় তাঁর অবদান ও মানহাজ বিশ্লেষণ করে এ পর্যন্ত একাধিক গবেষণাপত্র

১৭. *সিলসিলা ছহীহাহ, ১/৯৪-১০১। উল্লেখ্য যে, বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানে উক্ত হাদীছটির সিদ্ধান্ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক (রাজশাহী, ২০ তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩৯।*

১৮. *সিলসিলা ছহীহাহ, ৫/৬০৮-৬১২।*

সম্পন্ন হয়েছে।[১৯]

**উপসংহার :**

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের কিছু আপত্তি ও সংশয়ের জবাব প্রদানের প্রয়াস পেয়েছি। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা করা হয়েছে, তার অধিকাংশই অগ্রহণযোগ্য অযৌক্তিক। আশা করি এর মাধ্যমে আলবানীর ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের নানা সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটবে এবং তারা তাঁর রেখে যাওয়া অমূল্য গ্রন্থরাজি সম্পর্কে অধিকতর গবেষণার প্রতি উৎসাহিত হবেন। তবে মনে রাখা যরূরী সকল বিদ্বানের ন্যায় তিনিও একজন মানুষ। ফলে তাঁর গবেষণায় ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা খুবই স্বাভাবিক। জীবদ্দশায় যেসব ভুল তার নিকটে প্রতিভাত হয়েছে, তা তিনি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। একাধিক গবেষক তার ভুল-ত্রুটির সংশোধনী নিয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে কতিপয় বিদ্বান মাযহাবী গোঁড়ামি ও চিন্তাগত মতপার্থক্যের কারণে এবং কেউ কেউ তাখরীজ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে আলবানীর ব্যাপারে বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা ও অগ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন এবং তাঁর ইলমী উত্তরাধিকার থেকে ফায়েদা গ্রহণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রয়াস পেয়েছেন, যা নিতান্তই অনুচিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শায়খ আলবানীকে তাঁর একনিষ্ঠ খেদমতের উত্তম জাযা দান করুন, তাঁর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

*১৯. যেমন আব্দুল মাজীদ মুবারাকিইয়াহ রচিত মাকাঈসু নাকদি মুতূনিল হাদীছ 'ইনদাল আলবানী। উক্ত গ্রন্থটি আলজেরিয়ার আলহাজ লাখদার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অধীনে কৃত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ। এখানে হাদীছের মতনগত সমালোচনার ক্ষেত্রে আলবানীর অনুসৃত মানহাজ ও অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।*


# দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা

**বালক ও বালিকা শাখা** (আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার)

শুটির ডাঙ্গারহাট, পোঃ কালুপাড়া, উপযেলা : বদরগঞ্জ, রংপুর। মোবাইল : ০১৭২১-৪৫৮২২৮

## ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

**নাযেরা ও হিফয সহ শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত**

**ভর্তি ফরম বিতরণ** : ১-৩০শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।
**ভর্তি পরীক্ষা** : ৩রা জানুয়ারী ২০২৩।
**ক্লাস শুরু** : ৭ই জানুয়ারী ২০২৩, শনিবার।

**বৈশিষ্ট্য সমূহ**

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আলোকিত মানুষ তৈরীর প্রচেষ্টা।
- ঈমান ও আমলে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
- মেধা বিকাশে বক্তৃতা, বিতর্ক, রচনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য দাঈ তৈরী করা।
- শিক্ষার্থীদের আদব, আকায়েদ ও আহকামের উপর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রদান।
- আরবী, বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও সাধারণ জ্ঞানে পারদর্শী করে গড়ে তোলা।
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান করা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও পুষ্টিমান বিবেচনায় খাবার প্রদান।
- মেধাবী, দরিদ্র ও ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।
- মাদ্রাসা বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা।

মাদ্রাসার হিসাব নং ০৬৭১১২০১৫১২৪২, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, বদরগঞ্জ শাখা, রংপুর। বিকাশ : ০১৭২১-৪৫৮২২৮
দুস্থ ও ইয়াতীম ফান্ড, হিসাব নং ০২৮৬১৩১০০০০০০৩১২, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, বদরগঞ্জ শাখা, রংপুর।

# দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ আলিম মাদ্রাসা

**বালক ও বালিকা শাখা** (আবাসিক/ অনাবাসিক)

বাঁকাল (সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল: ০১৭১০-৬১৯১৯১, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩

## ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

**মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত**

**ভর্তি ফরম বিতরণ** : ১লা ডিসেম্বর ২০২২ হ'তে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।
**ভর্তি পরীক্ষা** : ৩রা জানুয়ারী ২০২৩ সকাল ১০-টা।
**ক্লাস শুরু** : ৫ই জানুয়ারী ২০২৩, বৃহস্পতিবার ইনশাআল্লাহ।

**বৈশিষ্ট্য সমূহ**

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের আবাসন ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

# পীরতন্ত্র! সংশয় নিরসন

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম*

(শেষ কিস্তি)

**ষষ্ঠ দলীল :** নবীগণ যেমন তাঁদের উম্মাতের জন্য সুফারিশ করবেন, পীরগণ তেমনি তাদের মুরীদদের জন্য সুফারিশ করবে। হাদীছে এসেছে, যখন ঈমানদারগণ দেখবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই মুক্তি পেয়েছে, তখন তারা বলবে, رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، 'হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে ছালাত আদায় করত, ছিয়াম পালন করত, নেক কাজ করত? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، 'তোমরা যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। এরপর আল্লাহ তা'আলা পর্যায়ক্রমে অর্ধ দীনার এমনকি সরিষা দানা পরিমাণ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনার অনুমতি দিবেন।[১] আর পীর ছাহেবরা যেহেতু প্রথম সারির মুমিন। তাই তারা তাদের মুরীদদের জন্য সুফারিশ করে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অধিক হকদার।

**জবাব :** সম্মানিত পাঠক! শাফা'আত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা যরূরী। যা আমাদের শাফা'আত সম্পর্কিত বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ ও সঠিক করবে। শাফা'আত হ'ল, التوسط للغير بجلب منفعةٍ مشروعةٍ له، أو دفع مضرة عنه، 'অন্যের জন্য তার বৈধ উপকারিতার অথবা তার থেকে অনিষ্ঠ দূর করার মাধ্যম হওয়া'।[২] এটা দুই প্রকার। (১) شفاعة في الدنيا তথা দুনিয়ার শাফা'আত। (২) شفاعة في الآخرة، তথা পরকালের শাফা'আত।

প্রিয় পাঠক! দুনিয়ার শাফা'আত বলতে দুনিয়ায় কোন উপকার লাভ কিংবা কোন অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য কারো সাহায্য চাওয়াকে বুঝায়। এক্ষেত্রে কতিপয় শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

**প্রথম শর্ত : যার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে তার জীবিত থাকা :** অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। কেননা মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার মানুষের আহ্বান শুনতে পায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، 'আর সমান নয় জীবিত ও মৃতগণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান তাকে শ্রবণ করান। বস্তুতঃ তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে' *(ফাতির ৩৫/২২)*। তাই মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার মানুষের আহ্বান শুনতে পাবে না। এমনকি যারা তাদেরকে ডাকে ক্বিয়ামতের দিন তারা বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، 'যদি তোমরা তাদের ডাক, তাহ'লে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর তোমরা যে তাদের শরীক করতে, সে বিষয়টি তারা ক্বিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। বস্তুতঃ সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ন্যায় তোমাকে কেউ (গায়েবী খবর) অবহিত করতে পারবে না' *(ফাতির ৩৫/১৪)*।

প্রিয় পাঠক! যদি মৃত ব্যক্তিকে ডাকা জায়েয হ'ত, তারা দুনিয়ার মানুষের আহ্বান শুনতে পেত এবং কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখত তাহ'লে কথিত পীর দরবেশদেরকে না ডেকে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-কে ডাকাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হ'ত। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে ছাহাবায়ে কেরাম কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে সাহায্য চাননি। যেমন- রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর অসীলায় দো'আ না করে তাঁর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ، 'হে আল্লাহ! (অনাবৃষ্টি দেখা দিলে) আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর (দো'আর) অসীলায় তোমার কাছে দো'আ করতাম, তখন তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখন আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর চাচার (দো'আর) অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করছি, তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন বৃষ্টি হয়'।[৩]

প্রিয় পাঠক! পীরতন্ত্রে বিশ্বাসীগণ উল্লিখিত হাদীছটিকে নিজেদের পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। অথচ উক্ত হাদীছ পীরতন্ত্রের বৈধতার প্রমাণ বহন করে না; বরং উল্টো পীরতন্ত্রের অবৈধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কেননা **প্রথমতঃ** মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয হ'লে ওমর (রাঃ) সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দো'আ করতেন। কিন্তু তিনি তা না করে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে দো'আ করেছিলেন।

**দ্বিতীয়তঃ** উক্ত হাদীছে বর্ণিত, إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، 'আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর অসীলায় তোমার কাছে দো'আ করতাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, নবী করীম (ছাঃ)-এর দো'আর অসীলা। অর্থাৎ যে কোন প্রয়োজনে তাঁরা

---

** লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

*১. বুখারী হা/৭৪৩৯।*

*২. সায়্যিদ আব্দুল গনী, আক্বীদাহ ছাফিয়াহ, পৃঃ ১৮৪।*

*৩. বুখারী হা/১০১০, ৩৭১০; মিশকাত হা/১৫০৯।*

রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে দো'আ চাইতেন। আর তিনি দো'আ করতেন। অনুরূপভাবে وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا 'আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করছি' দ্বারা উদ্দেশ্যে হ'ল, আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ)-এর দো'আর আসীলা। অর্থাৎ তাঁকে বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করতে বলা এবং অন্যেরা তাঁর দো'আয় শরীক হওয়া।[৪] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ওমর (রাঃ)-এর কথা '(অনাবৃষ্টি দেখা দিলে) আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর অসীলায় তোমার নিকট দো'আ করতাম এবং এখন আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর চাচা (আব্বাস রাঃ)-এর অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের দো'আ করছি'-এর অর্থ হ'ল, আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর নিকট যেতাম ও তাঁকে আমাদের জন্য দো'আ করতে বলতাম এবং তাঁর দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করতাম। কিন্তু এখন তিনি মহান প্রভুর দরবারে চলে গেছেন। তিনি ফিরে এসে আমাদের জন্য দো'আ করা অসম্ভব। তাই আমরা আমাদের নবী (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর শরণাপন্ন হয়েছি এবং তাঁর নিকট আমাদের জন্য দো'আর আবেদন করছি। পক্ষান্তরে তাদের (ছাহাবায়ে কেরাম) দো'আর অর্থ এই নয় যে, তারা তাদের দো'আয় বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার নবীর মর্যাদার অসীলায় বৃষ্টি বর্ষণ কর। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে বলতেন, হে আল্লাহ! আব্বাস (রাঃ)-এর মর্যাদার অসীলায় আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর। কেননা এরূপ দো'আ বিদ'আত। কুরআন ও সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নেই এবং সালাফে ছালেহীনের কেউ এরূপ দো'আ করেননি'।[৫]

প্রিয় পাঠক! তাই আমরা কখনো মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাইব না এবং তাদের কবরকে ইবাদতের স্থান বানাবো না। যে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، 'সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও নেক লোকেদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ হ'তে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি'।[৬]

**দ্বিতীয় শর্ত : দুনিয়ায় যে ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া হবে তার উপস্থিত থাকা :** অর্থাৎ অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না, যে আপনার কথা শুনতে পাবে না। সরাসরি অথবা ফোনের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে। যাতে সে আপনার কথা শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে। কেননা **প্রথমতঃ** আল্লাহ তা'আলা মানুষের শ্রবণ শক্তি এমন করেননি যে, দূর থেকে অন্যের ডাক শুনতে পাবে। **দ্বিতীয়তঃ** মানুষ গায়েবের খবরও জানে না; যার মাধ্যমে দূর থেকে মানুষের ডাক বুঝতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ، 'বলে দাও, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না আল্লাহ ব্যতীত' *(নামল ২৭/৬৫)*। তিনি আরো বলেন, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ 'আর গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছেই রয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউই তা জানে না' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

**তৃতীয় শর্ত : যার কাছে যা সাহায্য চাওয়া হবে তার সে জিনিস দেওয়ার ক্ষমতা থাকা :** অর্থাৎ দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে এমন কোন জিনিস চাওয়া যাবে না যে জিনিস দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত কারো নেই। যেমন- কোন মানুষের কাছে সন্তান চাওয়া। অথচ আল্লাহ ব্যতীত কেউ কাউকে সন্তান দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্র জন্যই রাজত্ব নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন ও যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাকে চান পুত্র ও কন্যা যমজ সন্তান দান করেন এবং যাকে চান বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*। অনুরূপভাবে কোন মানুষের কাছে সুস্থতা কামনা করা। অথচ আল্লাহ ব্যতীত কেউ কাউকে সুস্থতা দান করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، 'আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান' *(আন'আম ৬/১৭)*। এছাড়াও অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে, যা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র। কিন্তু মানুষ বিভিন্ন পীর-দরবেশের কাছে তা চেয়ে থাকে।

প্রিয় পাঠক! আমরা কথিত পীর দরবেশদেরকে যতই আল্লাহ্র অলী আখ্যা দেই না কেন তারা আমাদের মত সাধারণ মানুষ। তারা কোন উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ- 'আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহ্বান (ইবাদত) করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এরূপ কর, তবে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(ইউনুস ১০/১০৬)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে' *(আ'রাফ ৭/১৯৪)*।

---

*৪. ফাতাওয়া উছায়মীন ২/২৭৭ পৃঃ।*
*৫. নাছিরুদ্দীন আলবানী, আত-তাওয়াস্সুল, পৃঃ ২৬।*
*৬. মুসলিম হা/৫৩২; মিশকাত হা/৭১৩।*

পীর-দরবেশতো দূরের কথা পরকালে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) কোন উপকার করতে পারবেন না বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে বানী কা'ব ইবনে লুআই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বানী মুর্রাহ ইবনে কা'ব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বানী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। কারণ আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুরই মালিক নই। তবে তোমাদের সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই আর্দ্র রাখব। (পরকালে আমার আনুগত্য ছাড়া আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না)।[৭]

উল্লেখ্য, পরকালীন শাফা'আত বলতে পরকালে কারো শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করা বুঝায়। এটাও দুই প্রকার। যথা :

**(১) কবুলযোগ্য শাফা'আত :** এটা তাওহীদপন্থীদের জন্য খাছ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেবল তাওহীদপন্থীদেরকে শাফা'আত করার অনুমতি দিবেন এবং তাদের শাফা'আত কবুল করবেন। কোন মুশরিককে শাফা'আত করার অনুমতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، 'তাঁর অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবকিছু তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*। তিনি আরো বলেন, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، 'আর তারা কোন সুফারিশ করে না, কেবল যার প্রতি তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট তিনি ব্যতীত এবং তারা থাকে তাঁর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত' *(আম্বিয়া ২১/২৮)*। তিনি আরো বলেন, 'সেদিন দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, সে ব্যতীত কারু সুফারিশ কোন কাজে আসবে না' *(ত্বহা ২০/১০৯)*।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ যেমন তাওহীদপন্থীদেরকে শাফা'আত করার অনুমতি প্রদান করবেন, তেমনি কেবল তাওহীদপন্থীদের জন্যই শাফা'আত করার অনুমতি দেওয়া হবে। যেমন একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'ক্বিয়ামতের দিন আপনার সুফারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ، 'ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠচিত্তে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই) বলে'।[৮]

প্রিয় পাঠক! শিরকের লালনকারী পীরদের শাফা'আতকারী মনে না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভের চেষ্টা করা কর্তব্য। আর তার জন্য প্রয়োজন যাবতীয় শিরক-বিদ'আত পরিহার করে প্রকৃত তাওহীদপন্থী হওয়া। পীরতন্ত্রে বিশ্বাসীরা পীরদের শাফা'আতের পক্ষে ছহীহুল বুখারীর ৭৪৩৯ নং হাদীছ থেকে যে দলীল পেশ করে থাকে, যেখানে বলা হয়েছে, ক্বিয়ামতের দিন মুমিনরা তাদের সাথীদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে বলবে, আমাদের ঐসকল ভাইয়েরা কোথায়? যারা আমাদের সাথে ছালাত আদায় করত। ছিয়াম পালন করত এবং নেক কাজ করত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার অনুমতি দিবেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, আল্লাহ তা'আলা তাওহীদপন্থী মুমিনদের শাফা'আত কবুল করবেন এবং তাওহীদপন্থীদেরকেই জাহান্নাম থেকে বের করে আনার অনুমতি দিবেন। এখানে কথিত পীরদের শাফা'আতের সাথে হাদীছটির কোন সম্পর্ক নেই।

**(২) অগ্রহণযোগ্য শাফা'আত :** এটা মুশরিকদের জন্য। অর্থাৎ কোন মুশরিককে শাফা'আত করার অনুমতি দেওয়া হবে না এবং কোন মুশরিক শাফা'আত লাভ করবে না। আল্লাহ বলেন, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، 'আর তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারু কোন উপকারে আসবে না এবং কারু পক্ষে কোন সুফারিশ কবুল করা হবে না। কারু কাছ থেকে কোনরূপ বিনিময় নেওয়া হবে না এবং কেউ কোন সাহায্য পাবে না' *(বাক্বারাহ ২/৪৮)*। তিনি আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি তা থেকে তোমরা (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় কর সেদিন আসার আগেই, যেদিন নেই কোন ক্রয়-বিক্রয়, নেই কোন বন্ধুত্ব, নেই কোন সুফারিশ। আর কাফেররাই হ'ল যালেম' *(বাক্বারাহ ২/২৫৪)*।

প্রিয় পাঠক! তাই আসুন আমরা কোন পীরের শাফা'আত লাভের মিথ্যা আশায় না থেকে আমাদের আক্বীদাহ-আমল বিশুদ্ধ করি। বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করি। কুরআন আমাদের জন্য শাফা'আত করবে। ছিয়াম পালন করি, ছিয়াম আমাদের জন্য শাফা'আত করবে। রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত পালনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করি। তাহ'লে তিনি আমাদের জন্য শাফা'আত করবেন। আমরা প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার চেষ্টা করি। তাহ'লে তাওহীদপন্থী মুমিনরা আমাদের জন্য শাফা'আত করবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওহীদপন্থী প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

*৭. মুসলিম হা/২০৪, ৫২২; তিরমিযী হা/৩১৮৫; মিশকাত হা/৫৩৭৩।*

*৮. বুখারী হা/৯৯।*

# কবিতা

## হে পথভোলা মুসাফির!

-মুহাম্মাদ মুবাশ্বিরুল ইসলাম
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হে মুসাফির! গিয়েছ তুমি আসল পথ ভুলে,
ভোগ-বিলাসে মত্ত রয়েছ এই ধরণীর কোলে।
আমলের খাতা পূর্ণ করলে দিয়ে পাপের কালি,
পুণ্যের পাতা তোমার রয়ে গেল সম্পূর্ণ খালি।
অতি অল্প সময় আছে বাকী তোমার,
তবুও চেষ্টা উচ্চাভিলাষী হওয়ার?
আছে কি মনে? শেষ কবে ছিলে সিজদারত তুমি,
অতিসত্বর ছাড়তে হবে তোমার প্রিয় এ ভূমি।
হে মুসাফির! এখন তুমি সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী,
মাটির গৃহই তোমার ঠিকানা, যেতে হবে সব ছাড়ি।
মত্ত থেক না ভোগ-বিলাসে এই ধরণীর পরে,
আজ হ'তে পাথেয় গুছাও আখেরাতের তরে।
প্রখর রৌদ্রে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিংবা রাতের অন্ধকারে,
দ্বীনের পথে ফেরাতে হাঁকিছে মুওয়াযযিন বারে বারে।
পাপাচার ছেড়ে পরিশুদ্ধ হও ক্ষণিকের এই নীড়ে,
অমলিন রবে উভয় জগতে বনু আদমের ভীড়ে।
হে মুসাফির! মৃত্যু তোমার পানে আসছে ছুটে,
সব হারা হবে তুমি জীবন যাবে টুটে।
হে পথভোলা মুসাফির! ইবাদতে হও মশগূল,
রবের কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা কর হও ব্যাকুল।
ক্ষমার পানে ছুটে চল ফেরদৌসের স্বপ্ন নিয়ে বুকে,
হে প্রভু! আখেরাতে মোরা থাকি যেন অনন্ত সুখে॥

## জীবন গণিত

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

জীবন গণিতের অংকগুলি
একটুও নেই মিল,
বুদ্ধি-মেধা প্রযুক্তি যত
সব হয়েছে ফেল।
চেষ্টা করেছি অংক মিলাতে
মোটেও পারিনি আমি,
কি যে আছে তাতে লেখা
জানেন অন্তর্যামী।
পারাবার যান কেবলি তরণী
আমি তো নাবিক একা,
শত ঝঞ্ঝা আর টর্ণেডোর ঘাতে
করেছি সব ফাঁকা।
ঐ অদূরে সুখের বেলাতে
বিজয় পতাকা দেখি,
বাহুগুলি মোর নিশ্চল হয়ে আসে
মুদে আসে মোর আঁখি।
পাবো নাক আমি বেলার পরশ
দিগন্তে অস্ত ভানু,
একরাশ আশা একটি আঘাতে
হয়ে গেলো নতজানু।
জীবন গণিতের অংকগুলি সব
হয়ে গেল এলোমেলো,
হিসাবের খাতার সবি যেন আজি
গরমিল হয়ে গেলো।


## তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

### হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

**আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :**

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

**কার্যালয় সমূহ :**

| প্রধান কার্যালয় | কুড়িগ্রাম অফিস | রাজশাহী অফিস | রংপুর যোগাযোগ |
|---|---|---|---|
| **মুছত্বফা সরকার**<br>ব্যবস্থাপনা পরিচালক<br>তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা<br>আল-আমীন ফার্মেসী<br>সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।<br>০১৭৮৮-০৫১২০৮<br>০১৩০৯-৭৮৯৮৬০। | পরিচালক<br>মোহরটারী হাফেযিয়া<br>মাদরাসা ও লিল্লাহ<br>বোর্ডিং, গংগারহাট,<br>ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।<br>০১৫৫২-৪৫৯৭২১ | **নাদীম বিন সিরাজ**<br>সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট,<br>রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬।<br>**আবুল বাশার**<br>নওদাপাড়া, রাজশাহী<br>০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮। | **রেযাউল করীম**<br>দারুস সুন্নাহ শপ,<br>হাজী লেন, সেন্ট্রাল<br>রোড, রংপুর,<br>০১৭২২-১৮৫২১৩ |

# স্বদেশ

## সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা আছে : আইনমন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আমরা বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে চাই। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আমরা ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের অনেক কিছুই ফিরে পেয়েছি। ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে আর কিছুটা ফিরিয়ে পাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা অবশ্যই সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাদ দেয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। কখন, কিভাবে কোন বাস্তবতার নিরিখে এটা করা হবে, সেটা দল ও সরকার নির্ধারণ করবে। গত ৫ই নভেম্বর আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। রাষ্ট্রধর্মের বিষয়ে আইনমন্ত্রী আরো বলেন, সবাই বলে ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হবে না কেন? এই যে চিন্তাটা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে তা থেকে আগে বের করে আনতে হবে। এই চিন্তা থেকে বের করে আনার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

*[আমরা আইনমন্ত্রীর এই সংবিধান বিরোধী কথার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। নিজের রক্তকে অস্বীকারকারী এই বিভ্রান্তদের হাত থেকে আল্লাহ দেশকে রক্ষা করুন (স.স.)]*

## কুরআনের আয়াত দ্যুতি ছড়াচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের প্রবেশদ্বার

সুপ্রিম কোর্টে ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসাবে এবার কোন গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লিখিত দেব-দেবীর মূর্তি নয়; বরং নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপন করা হয়েছে আল্লাহ্‌র পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৩৫ আয়াত। হাইকোর্টের মাযারগেট দিয়ে প্রবেশের পর জাতীয় ঈদগাহের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থাপন করা হয়েছে এই ক্যালিগ্রাফি। আরবী ও বাংলা অনুবাদসহ ন্যায়বিচারের পক্ষে এই বাণী যেন ভিন্ন এক দ্যুতি ছড়াচ্ছে। মামলা শুনানির ব্যস্ততায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলা আইনজীবী ও বিচার প্রার্থীরা থমকে দাঁড়াচ্ছেন। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করছেন পবিত্র কুরআনের আয়াতে। সবাই প্রধান বিচারপতির এই উদ্যোগে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন *(দৈনিক ইনকিলাব, ২০শে অক্টোবর ২০২২, ১ম পৃষ্ঠা)*।

*[আমরা এজন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দীকীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাঁকে ইহকালে ও পরকালে সর্বোত্তম জাযা দান করুন! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রাতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহা সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে 'ন্যায় বিচারের প্রতীক' হিসাবে গ্রীক দেবী থেমিসের মূর্তি স্থাপন করেন। এতে ধর্মপ্রাণ মানুষ ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন। প্রবল আন্দোলনের মুখে ৫ মাস ৬দিন পর ২৫শে মে ২০১৭ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সেটি হঠানো হয়। কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা পর ২৭শে মে শনিবার দিবাগত রাতে ১লা রামাযান তারাবীহর ছালাতের সময় কড়া পুলিশী প্রহরার মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের এ্যানেক্স ভবনের সামনে পুনরায় সেটি স্থাপন করা হয়। যা আজও রয়েছে। মূর্তিটি বর্তমান প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ ছিদ্দিকী দায়িত্বে এসেই বিচার প্রার্থীদের জন্য ন্যায়-কুঞ্জ স্থাপনসহ বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেন। যার সর্বশেষ সংযোজন কুরআনের আয়াতের এই ক্যালিগ্রাফি স্থাপন।*

*এক্ষণে আমরা দাবী জানাচ্ছি, আদালত এলাকার কোন স্থানে যেন ঐ মূর্তি সহ কোন মূর্তি স্থান না পায়। কেননা মূর্তি হ'ল শিরকের প্রতীক। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে গৃহে (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে গৃহে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯)। অথচ আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ল' ফ্যাকাল্টির লাইব্রেরীর সামনে ন্যায়বিচারের সর্বোচ্চ বাণী হিসাবে সূরা নিসা ১৩৫ আয়াতের ইংরেজী অনুবাদ ইস্পাতের সাইনবোর্ডে খোদাই করে লিপিবদ্ধ আছে (আত-তাহরীক, সম্পাদকীয়, আগস্ট ২০২২)। আল্লাহ মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে সর্বোচ্চ তাওফীক দান করুন- আমীন! (স.স.)]*

## বৃদ্ধাশ্রমে প্রকৌশলীর মৃত্যু। জানাযায় আসেনি ছেলে-মেয়ে বা কোন আত্মীয়-স্বজন

বৃদ্ধাশ্রমে মারা গেছেন এস এম মনসুর আলী (৭৫) নামে এক প্রকৌশলী। তবে তার জানাযায় অংশ নেয়নি সন্তানেরা। মৃত্যুর খবর জেনেও বৃদ্ধাশ্রমের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেননি ছেলে-মেয়ে কিংবা কোন স্বজন। এমনই ঘটনা ঘটেছে বরিশালে। এস এম মনসুর আলী টিএন্ডটি বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি গত ৩০শে অক্টোবর রংপুর নগরীর বকসা এলাকার একটি বৃদ্ধাশ্রমে অসুস্থ অবস্থায় মারা যান। পরে কোন আত্মীয়-স্বজন না পেয়ে তার লাশ গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর গ্রামবাসী জানাযা করে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করেন। এ সময়ও মৃতের কোন সন্তান ও স্বজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না বলে অভিযোগ করেন তারা।

স্থানীয় ইউপি সদস্য রণি শিকদার বলেন, যতদূর জেনেছি তাকে সাত বছর আগেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মূলত ছেলে-মেয়েরা মিরপুরের কোটি কোটি টাকা মূল্যের বহুতল ভবন নিজেদের দখলে নিতে পিতাকে মৃত দেখিয়ে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরেও জায়গা হয়নি তার। অবশেষে গত ৬ মাস পূর্বে রংপুরের একটি বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই মারা যান।

তিনি বলেন, তার লাশ বাড়িতে নিয়ে আসার পরে আমরা তার সন্তানদের মোবাইল নম্বরে অনেক বার কল করেছি। তার বড় ছেলে মহিন সরদার সরকারী ব্যাংকের বড় কর্মকর্তা। আরেক ছেলে কাতার প্রবাসী। আর দুই মেয়েরও বিয়ে হয়েছে বড় ঘরে। তিনি বলেন, এইসব সন্তান ও সম্পদ দিয়ে লাভ কী? যা শেষ বয়সে কোন উপকারে আসে না। এমন ঘটনা আমাদের জন্য লজ্জার।

*[দ্বীনী ইলম না শেখার মন্দ পরিণতি এসব। এই ঘটনা থেকে বস্তুবাদীরা শিক্ষা নিন (স.স.)]*

**বিশ্বের প্রতি ৪ জনের ১ জন স্ট্রোকে মারা যায়**

## অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে বাড়ে স্ট্রোকের ঝুঁকি

মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মুহাম্মাদ শারফুদ্দীন আহমাদ। তিনি বলেছেন, মোবাইল কম ব্যবহার করতে হবে। অধিক সময় ফোন নিয়ে বসে থাকলে স্ট্রেস বাড়ে এবং এ থেকে বাড়ে হৃদরোগের ঝুঁকি। গত ৩০শে অক্টোবর বিএসএমএমইউয়ে নিউরোসার্জারী বিভাগ আয়োজিত বৈজ্ঞানিক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে স্ট্রোকের রোগীদের হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হ'লে মৃত্যু ঠেকানোর পাশাপাশি বিকলাঙ্গ রোধ করা যাবে। এ রোগের চিকিৎসা করার চেয়ে প্রতিরোধ যরূরী।

সেমিনারে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী মানুষের মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ স্ট্রোক। বিশ্বে প্রতি ৪ জনের ১ জন স্ট্রোকে মারা যায়। প্রতি মিনিটে ১০ জনের স্ট্রোকে মৃত্যু হয়। বিশ্বের ১০০ জন স্ট্রোক

আক্রান্ত রোগীর ৪৮ জনই উচ্চ রক্তচাপে ভুগেন এবং প্রতি হাজারে ৮ থেকে ১০ জন মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হন।

এতে আরও বলা হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে প্রতি লাখে ২ থেকে ১৩ জন শিশু স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে স্ট্রোকের অর্ধেক হয় রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার কারণে, বাকি অর্ধেক হয় মস্তিষ্কের রক্তনালি ছিঁড়ে রক্তক্ষরণের মাধ্যমে। বছরে ১০ থেকে ২৫ ভাগ শিশু স্ট্রোকে মারা যায়। ২৫ ভাগ শিশু বারবার স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়। স্ট্রোকে আক্রান্ত ৬৬ ভাগ শিশুর হাত পায়ের দুর্বলতা, খিঁচুনি দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটে।

সেমিনারে স্ট্রোক প্রতিরোধে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে (ক) খাবারে তেল ও লবণের ব্যবহার কমানো (খ) ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখা (গ) নিয়মিত শরীরচর্চা করা (ঘ) ধূমপান ও অ্যালকোহল সেবন থেকে বিরত থাকা (ঙ) ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপ থাকলে নিয়ন্ত্রণে রাখা (চ) রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা ও (ছ) মানসিক চাপ কমাতে ছালাত আদায় সহ ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করা।

## শিশুদের শরীরে মাত্রাতিরিক্ত সীসা

বাংলাদেশে সাড়ে তিন কোটির অধিক শিশু ক্ষতিকর সীসা শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছে। বড়দের তুলনায় শিশুদের শরীরে সীসার প্রভাব বেশী। আইইডিসিআর এর গবেষণার তথ্যে, টাঙ্গাইল, খুলনা, সিলেট, পটুয়াখালী এই চার যেলায় পরীক্ষিত ৯৮০ জন শিশুর সবারই রক্তে সীসার উপস্থিতি মিলেছে। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশ শিশুরই রক্তে সীসার মাত্রা যুক্তরাষ্ট্রের সিডিসি নির্ধারিত মাত্রা ৩ দশমিক ৫ মাইক্রো গ্রামের চেয়ে বেশী। এর মধ্যে ২৪ মাস থেকে ৪৮ মাস বয়সী শিশুদের শতভাগের শরীরেই সীসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। গবেষকরা বলছেন, ছোটবেলায় সীসার প্রভাব বুদ্ধিমত্তা কমায়, মনোযোগের ঘাটতি তৈরি করে, শিশুদের লেখাপড়ায় দুর্বল করে তোলে, যা ভবিষ্যতে তাদের অনেক আগ্রাসী করে তোলে।

*[এর কারণ অনুসন্ধান ও তা প্রতিরোধের জন্য আমরা বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানাই। সেই সাথে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানাই (স.স.)]*

## বেসরকারী খাতের সম্পৃক্ততায় বদলে গেছে চট্টগ্রাম বন্দর

বেসরকারী কোম্পানীকে সম্পৃক্তকরণ সহ নানা উদ্যোগের ফলে গত কয়েক বছরে দেশের অর্থনীতির অন্যতম নিয়ামক চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। চিরাচরিত সেই শ্রমিক ধর্মঘট নেই। বিদেশী জাহাযের গড় অবস্থান সময় কমে এসেছে। বন্দরের খরচ কমে আয় বেড়েছে বহুগুণে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কনটেইনার শনাক্ত করাসহ কনটেইনার আনলোডের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সন্নিবেশ করায় বন্দরের সক্ষমতা আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. শাহজাহান বলেন, পরিস্থিতির উন্নয়নে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করায় এবং বেসরকারী খাতকে কনটেইনার হ্যান্ডলিং কাজে নিযুক্ত করায় চট্টগ্রাম বন্দরে এখন ঝামেলা নেই। শ্রমিকরা এখন বেসরকারী কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে থাকায় কথায় কথায় ধর্মঘট নেই বলে জানান তিনি। জানা গেছে, বেসরকারী অপারেটর দিয়ে টার্মিনাল পরিচালনার ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ার পাশাপাশি বন্দরের সাশ্রয় হয়েছে কয়েকশ' কোটি টাকা।

ব্যবসায়ীরা জানান, ২০০৭ সালের আগে ম্যানুয়েল পদ্ধতি, একাধিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা, ঘুষ-দুর্নীতি, শ্রমিক সংগঠনগুলোর যখন-তখন ধর্মঘট, অদক্ষ অপারেটরসহ বিভিন্ন কারণে ক্রমাগত অকার্যকর হয়ে পড়েছিল চট্টগ্রাম বন্দর। যন্ত্র পরিচালক ও সংশ্লিষ্টদের যোগসাজশে ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের হয়রানির শিকার হ'তেন। ফলে আমদানিকারকরা নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য খালাস নিতে পারতেন না। তারা জানান, ২০০৭ সালের আগে জাহাযের গড় অবস্থান ছিল ১০ থেকে ১২ দিন। এ অবস্থায় সিসিটি ও এনসিটি বেসরকারী পরিচালনায় দেওয়ার পর থেকে জাহাযের গড় অবস্থান ৩ দিনে নেমে আসে। ২০০৭ সালের আগে প্রতি কনটেইনারে বন্দর কর্তৃপক্ষের ব্যয় হ'ত ২৫০০ টাকা। একই কাজ ২০০৭ সালের পর থেকে ১২০০ টাকায় হচ্ছে। আগে যেখানে গ্যান্ট্রি ক্রেনের মাধ্যমে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১২টি কনটেইনার হ্যাণ্ডেলিং হ'ত। সেখানে বেসরকারী কোম্পানী দায়িত্ব নেওয়ার পর ২৫ থেকে ৩০ কনটেইনারে উন্নীত হয়।

বন্দরের অধিকাংশ কাজে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী সাইফ পাওয়ারটেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তরফদার রুহুল আমীন বলেন, শুরুতে উন্নত বিশ্বের আধুনিক বন্দর থেকে বিশেষজ্ঞ এনে টার্মিনাল পরিচালনা করি। ১৫ বছরে ধাপে ধাপে সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। নানামুখী উদ্যোগের ফলে বিশ্বের ১০০টি ব্যস্ত বন্দরের তালিকায় ৬৪তম স্থানে উঠে এসেছে বন্দরটি।

## কনুই কেটে কৃত্রিম হাতের মধ্যে ইয়াবা পাচার!

নিজের হাতের কনুইয়ের নিচের অংশ কেটে ফেলে কৃত্রিম হাত সংযোজন করেছেন। সেই কৃত্রিম হাতের ফাঁকা জায়গায় বহন করতেন ইয়াবা। সম্প্রতি রাজধানীতে এমন এক মাদককারবারিকে আটক করেছে হাতিরঝিল থানা পুলিশ। আটক ঐ যুবকের নাম রাণা হাওলাদার (২৬)। এ ব্যাপারে উপপুলিশ কমিশনার এইচ এম আজিমুল হক বলেন, আটক রাণা তার হাতের কনুইয়ের নিচের অংশ কেটে প্লাস্টিকের কৃত্রিম হাত লাগিয়ে ইয়াবা বহন করত। হাতের ফাঁকা অংশ ব্যবহার করে গত ৭/৮ বছর ধরে সে ইয়াবা পাচার ও কারবার করে আসছিল।

*[মালের লোভ মানুষকে কত নীচু স্তরে নামাতে পারে, এটি তার একটি নিকৃষ্ট প্রমাণ। দেশ ও জাতিকে বাঁচানোর জন্য ইসলামী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সরকার এ দিকে দৃষ্টি দিবেন কি? (স.স.)]*

# বিদেশ

## ইউরোপে মার্কিন অস্ত্র বিক্রি বেড়েছে বহুগুণ

চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্কিন অস্ত্র বিক্রি বেড়েছে ব্যাপকভাবে। ইউরোপের দেশগুলো আমেরিকা থেকে ২৩ হাযার কোটি ডলারের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর তথ্যমতে- ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ইউরোপের অধিকাংশ দেশ তাদের চাহিদার ৫০ ভাগের অধিক অস্ত্র আমেরিকা থেকে কিনেছে। আগের পাঁচ বছরের তুলনায় শতকরা ১৯ ভাগ বেশী। এর মধ্যে শুধু জার্মানী একাই তার সামরিক সরঞ্জাম আধুনিকায়নের জন্য আমেরিকা থেকে ১০ হাযার কোটি ডলারের অস্ত্র কিনবে। ২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত যে ২০ হাযার ১০০ কোটি ডলারের মোট অস্ত্র বিক্রি হয়েছে তার ৩৯% আমেরিকা একাই বিক্রি করেছে। এভাবে দেশটি অস্ত্র বিক্রি খাতে সব দেশের শীর্ষে অবস্থান করছে।

*[ধিক এইসব অস্ত্রব্যবসায়ীদের। যারা গণতন্ত্রের নামে দেশে দেশে মানবাধিকারের ফেরি করে বেড়ায় (স.স.)]*

## মুসলিম জাহান

### ৭১-এ বাংলাদেশের সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি

*-ইমরান খান*

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দেশটির জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল তেহরিক ই ইনসাফ (পিটিআই)-এর প্রধান ইমরান খান বলেছেন, ৭১-এ বাংলাদেশের সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হয়নি। তাঁর দলের সাথে যুলুম করা হচ্ছে প্রসঙ্গে ন্যায়বিচারের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে কী হয়েছিল? সবচেয়ে বড় যে রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জিতেছিল, তাদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়েছিল সামরিক বাহিনী। তাদের যে অধিকার ছিল, তা দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, ১৮ বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে ১৯৭১ সালে খেলতে গিয়েছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তানের গণমাধ্যমের ওপর তখন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। আমার জানা ছিল না, সেখানকার মানুষের মধ্যে কী পরিমাণ ঘৃণা জমেছিল। কেন জমেছিল? তারা নির্বাচনে জিতেছিল আর আমরা তাদের সেই অধিকার দিচ্ছিলাম না। প্রধানমন্ত্রী তাদের হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা এখানে (পশ্চিম পাকিস্তানে) বসে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তাদের প্রধানমন্ত্রী হ'তে দেব না।

*[হক কথা বলার জন্য ধন্যবাদ (স.স.)]*

## বিজ্ঞান ও বিস্ময়

### ২২ কোটি টাকার ইনজেকশন বিনামূল্যে পেল রায়হান

### দেশে জিন থেরাপি চিকিৎসার দ্বার উন্মোচন

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত অত্যন্ত ব্যয়বহুল স্পাইনাল মাস্কুলার এট্রফি (এসএমএ) রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার হ'ল জিন থেরাপি। জন্মগত এই দুরারোগ্য স্নায়ুরোগের চিকিৎসায় বাংলাদেশে প্রথম ২২ মাস বয়সী মানিকগঞ্জের শিশু রায়হানকে জিন থেরাপি প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইয়েন্সেস ও হাসপাতাল। এই জিন থেরাপির প্রতি ডোজের মূল্য প্রায় ২২ কোটি টাকা, যা বিনামূল্যে দিয়েছে বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নোভার্টিস। স্পাইনাল মাসকুলার এট্রফি একটি বিরল ও জটিল স্নায়ুতন্ত্রের জন্মগত রোগ, যা জিনগত ত্রুটির কারণে হয়ে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত শিশুদের মাংসপেশী ক্রমাগত দুর্বল হ'তে থাকে। ফলে এসব শিশু বসতে বা দাঁড়াতে পারে না। তবে তাদের বুদ্ধিমত্তা ঠিক থাকে। পরবর্তীতে শ্বাসতন্ত্রের জটিলতার কারণে আক্রান্ত শিশুর মৃত্যু হয়। আগে এ রোগটির চিকিৎসা না থাকার কারণে প্রতি বছর বিশ্বে অনেক শিশুর মৃত্যু হ'ত। এ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে ২ হাযার ৩০০ জন রোগীকে ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

*[আল্লাহ তাঁর বিজ্ঞানী বান্দাদের প্রতি ইলহামের মাধ্যমে এমনি করে যুগে যুগে নানাবিধ কল্যাণ নাযিল করেছেন। এটি তার অন্যতম। আর এ বিষয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলে গিয়েছেন, আল্লাহ এমন কোন রোগ নাযিল করেননি, যিনি তার ঔষধ নাযিল করেননি (ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৮)। অতএব আমাদের উচিত সর্বদা আল্লাহ্‌র রহমত তালাশ করা ও তাঁর শুকরিয়া আদায় করা (স.স.)]*

### চালকবিহীন উড়ন্ত ট্যাক্সি

উইস্ক অ্যারোর তৈরি চালকবিহীন উড়ন্ত ট্যাক্সিউইস্ক অ্যারো গন্তব্য নির্ধারণ করে দিলেই যাত্রীদের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেবে চালকবিহীন উড়ন্ত ট্যাক্সি। বিদ্যুৎশক্তিতে চলায় জ্বালানি খরচ নিয়েও চিন্তা করতে হবে না। শুনতে অবাক লাগলেও উড়োজাহাযের আদলে চালকবিহীন এই উড়ন্ত ট্যাক্সি তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান 'উইস্ক অ্যারো'। চারজন যাত্রী নিয়ে সর্বোচ্চ চার হাযার ফুট ওপরে উড়তে পারে এই এয়ার ট্যাক্সি। ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার গতিতে পথ পাড়ি দিতে সক্ষম এই বাহনটি খাড়াভাবে ওঠানামা করতে পারে। ফলে বড় রানওয়ের দরকার না হওয়ায় শহরের যেকোন স্থান থেকে যাত্রী ওঠানামা করতে পারে। উড়ন্ত ট্যাক্সিতে বড় ইঞ্জিনের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে ছয়টি রোটর। প্রতিটি রোটরেই রয়েছে পাঁচটি ব্লেড। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) অনুমোদন পেলে ভবিষ্যতে উড়ন্ত ট্যাক্সির সাহায্যে বাণিজ্যিক ফ্লাইটও পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে আশা করছে উইস্ক অ্যারো।

বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৩
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

পৃথিবীর বুকে অবরুদ্ধ ৪টি মুসলিম অঞ্চল শিনজিয়াং, গাযা, কাশ্মীর ও আরাকান। যেখানে লাখ লাখ মুসলমান প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীর গোচরে-অগোচরে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। স্রেফ মুসলিম হওয়ার অপরাধে আজ তারা নিজভূমে পরবাসী। পরাধীনতার নির্মম শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে তারা অতিবাহিত করছে এক দুঃসহ মানবেতর জীবন। নিপীড়িত এই ৪টি অঞ্চল নিয়েই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক ক্যালেন্ডার ২০২৩ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাপ্তিস্থান :
(১) কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, নওদাপাড়া (আম চত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, ০১৭৭৫-৬০৬১২৩।
(২) বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর সকল যেলা কার্যালয়।
(৩) বই বিক্রয় বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০।

## আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

### যেলা সম্মেলন : বগুড়া ২০২২

### বাংলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার মূল চেতনা হ'ল 'আল্লাহু আকবর'

*-মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

**সেন্ট্রাল হাইস্কুল ময়দান, বগুড়া ২২শে অক্টোবর শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের সেন্ট্রাল হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বগুড়া যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ সবার চেয়ে বড়) দু'টি শব্দের এই বাক্যটি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের প্রতীক। এটি মুমিনের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। এটি সৃষ্টিকর্তার প্রতি সৃষ্টিজগতের স্বভাবজাত ঘোষণা। অতি বড় নাস্তিকও বিপদে পড়লে স্রেফ আল্লাহকে ডাকে। তিনি বলেন, ইতিহাসের পবিত্রতম শ্লোগান হ'ল 'আল্লাহু আকবর'। এই শ্লোগান বিশ্বাসী হৃদয়ে বিদ্যুতের চমক সৃষ্টি করে। এর ফলে তার মধ্যে বিশ্বজয়ী শক্তির উত্থান ঘটে। আল্লাহ্র পথে সবকিছুকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এগিয়ে যায় নির্ভীকচিত্তে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার মূল চেতনা হ'ল 'আল্লাহু আকবর'। এই চেতনাই পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পৃথক রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়েছে। এই চেতনাই পূর্ববঙ্গকে 'বাংলাদেশ' নামে পৃথিবীর বুকে পৃথক রাষ্ট্রীয় মানচিত্র দান করেছে। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর ভোরের দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বাসায় ৪ দিন যাবত বন্দী মেজর জিয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলে সিপাহী-জনতা হাযারো কণ্ঠে 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে তাকে বরণ করে নেয়। সেই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দল 'বিএনপি' নেতাদের এখন এই শ্লোগানে এলার্জী কেন? এর বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ তকমাধারী সাংবাদিক ও কোন কোন পত্রিকার গাত্রদাহ কেন? 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগান যে এদেশের মানুষকে কিরূপ উজ্জীবিত করে, সেটা অতি সম্প্রতি সবাই দেখেছে। গত ১২ই অক্টোবর'২২ বুধবার বিকালে চট্টগ্রামের পলো গ্রাউণ্ড ময়দানে 'বিএনপি' আয়োজিত জনসভায় সাবেক ডাকসাইটে 'বিএনপি' নেতার পুত্রের 'নারায়ে তাকবীর' শ্লোগানের সাথে সাথে লাখো জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। কিন্তু পরের দিন 'বিএনপি'র স্থানীয় এক প্রবীণ নেতা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলে দিলেন যে, এটি তাদের দলীয় শ্লোগান নয়। বরং তার ব্যক্তিগত শ্লোগান'। এতে দলের মধ্যে ও সারা দেশে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন হ'ল, এর মাধ্যমে নেতারা কাদের খুশী করতে চান? আমীরে জামা'আত বলেন, কথায় ও কর্মে 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগানের সত্যিকার অনুসারীরাই এদেশে সর্বদা বিজয়ী থাকবে এবং তারাই আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশীউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন প্রমুখ। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর নূর ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক।

**'আল-'আওন' :** সম্মেলনে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ও যেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ১৬ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২৮ জন ডোনর বা রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন। এ সময় 'আল-'আওন'-এর শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন সমূহ প্রদর্শন করা হয়।

### উপযেলা সম্মেলন : কলারোয়া, সাতক্ষীরা ২০২২

### অপরিবর্তনীয় সংবিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করুন!

*-মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

**কলারোয়া পাইলট স্কুল ফুটবল ময়দান, সাতক্ষীরা ২৯শে অক্টোবর শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার কলারোয়া উপযেলাধীন কলারোয়া পাইলট স্কুল ফুটবল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কলারোয়া উপযেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উপযেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলাম এসেছে মানুষের কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে, শুধু বক্তৃতার মাধ্যমে নয়। নবী-রাসূলগণ তাদের কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আকৃষ্ট করেছিলেন। আমাদেরকেও সে পথেই অগ্রসর হতে হবে। তিনি বলেন, সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। সার্বিক জীবনে তাই অপরিবর্তনীয় এই সংবিধানের অনুসরণ করা সকলের উপরে অপরিহার্য।

তিনি বলেন, আমি প্রাণভরে অভিনন্দন জানাচ্ছি বর্তমান প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েয ছিদ্দীকীকে। তিনি সূরা নিসার ১৩৬ আয়াত অনুবাদসহ বিল বোর্ডে লিখে হাইকোর্টের সামনে টাঙিয়ে দিয়েছেন। অথচ ২০১৬ সালে গ্রীক দেবী থেমিসের মূর্তি সেখানে স্থাপন করা হয়েছিল, যা হটানোর জন্য আমরা সে সময়েই জোরালো দাবী করেছিলাম। তিনি বলেন, অমুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির 'ল' ফ্যাকাল্টির লাইব্রেরীর সামনে সূরা নিসার ১৩৬ আয়াত ইংরেজী অনুবাদসহ লেখা আছে। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। তিনি কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে দাওয়াতী ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক হাফেয আব্দুল

মতীন, ঢাকা বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী প্রমুখ। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও সম্মেলনের আহ্বায়ক মাওলানা রবীউল হক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীদুয্যামান ফারূক।

**'আল-'আওন' :** সম্মেলনে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ও যেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ৬০ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৩৩ জন ডোনর বা রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন। এ সময় 'আল-'আওন'-এর শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন সমূহ প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, শ্রোতাদের ব্যাপক উপস্থিতি সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তুলে। প্যাণ্ডেল ও ময়দান ছাপিয়ে আশপাশের রাস্তাঘাটেও বিপুল সংখ্যক লোকের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। যে যেখানে সম্ভব বসে, দাড়িয়ে প্রধান অতিথির ভাষণ শ্রবণ করেন। এ সময়ে শ্রোতাদের মুহুর্মুহু শ্লোগানে চারদিক গুঞ্জরীত হয়ে ওঠে।

**হাজী আব্দুর রহমান-এর পাশে আমীরে জামা'আত :** কলারোয়া পৌঁছে বাদ আছর আমীরে জামা'আত 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ হাজী আব্দুর রহমানকে দেখতে কলারোয়া থানাধীন রাজপুর গ্রামে গমন করেন। এ সময়ে তার সাথে ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মোফলেহুর রহমান ও 'আল-'আওন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। উল্লেখ্য, হাজী আব্দুর রহমান মোটরসাইকেল এক্সিডেন্টে মারাত্মকভাবে আহত হ'লে প্রথমে সাতক্ষীরা ও পরে ঢাকায় চিকিৎসার পর তার একটি পা উরু পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়। আমীরে জামা'আত তার সার্বিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন এবং দো'আ করেন। উল্লেখ্য, পরদিন ৩০শে অক্টোবর 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন তাকে দেখতে যান।

হাজী আব্দুর রহমানকে দেখে ফিরে এসে আমীরে জামা'আত উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা ও কলারোয়া আহলেহাদীছ মসজিদ কমপ্লেক্স-এর অর্থ সম্পাদক অসুস্থ মাষ্টার এ.বি.এম বনীয়ামীনকে দেখতে তার বাসায় যান। সেখান থেকে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মোফলেহুর রহমানের পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ মনীরুল হুদাকে দেখতে তার বাসায় গমন করেন এবং তাদের সার্বিক খোঁজ-খবর নেন।

**আব্দুল মান্নান-এর শয্যা পাশে আমীরে জামা'আত :** পরদিন ৩০শে অক্টোবর রবিবার বেলা ১১-টায় আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানকে দেখতে সদর উপযেলাধীন বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে গমন করেন। তিনি তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন ও আশু রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন। এ সময়ে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল খালেক ও অন্যান্য কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, মাওলানা আব্দুল মান্নান ভারতে হার্ট-এর চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পূর্বমুহূর্তে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। অতঃপর ভারতে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হ'লে তাকে দেশে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তিনি নিজ বাড়ীতে চিকিৎসাধীন আছেন।

**দায়িত্বশীল বৈঠক :** একই দিন বাদ আছর দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত। যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক দায়িত্বশীল ও কর্মী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ সময়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর মাদ্রাসার শিক্ষকদের সাথে বৈঠক ও মাদ্রাসা কমিটির বৈঠক শেষে রাত সাড়ে ১০-টায় আমীরে জামা'আত সফরসঙ্গীদের নিয়ে বাগেরহাট সম্মেলনে যোগদানের জন্য খুলনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

## যেলা সম্মেলন : বাগেরহাট ২০২২

## জীবন থাকা পর্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাজ করুন!

*-মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

**নাগুখালী হাইস্কুল ময়দান, মোল্লাহাট, বাগেরহাট ৩১শে অক্টোবর সোমবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার মোল্লাহাট থানাধীন নাগুখালী হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিরক-বিদ'আতে আচ্ছন্ন সমাজকে জাগিয়ে তোলাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের কাজ। কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান। মানুষের সীমিত জ্ঞান কখনো এই বিধানের সমকক্ষ হ'তে পারে না। অহি-র জ্ঞানে কোন ভুল নেই। কুরআনের শুরুতেই আল্লাহ এই সত্য বিধানের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাই বুকে সাহস নিয়ে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার কাজে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলুন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন, ঢাকা বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সোহেল বিন আকবর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন নাগুখালী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব আবূদাঊদ ও খুলনা যেলার তেরখাদা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাস্টার ফিরোয আহমাদ।

**'আল-'আওন' :** সম্মেলনে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ও যেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ২৬ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ২৬ জন ডোনর বা রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন। এ সময় 'আল-'আওন'-এর শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন সমূহ প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আগেরদিন রাত ১২-টায় আমীরে জামা'আত সাতক্ষীরা থেকে খুলনা পৌঁছে শহরে রাত্রি যাপন করেন। অতঃপর অদ্য বেলা ১১-টায় সফরসঙ্গীদের নিয়ে বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

**গোলাম মুক্তাদির-এর পাশে আমীরে জামা'আত :** বাগেরহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আমীরে জামা'আত শহরের ডালমিল মোড়

সংলগ্ন বি.কে রায় রোডে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্যারালাইসিসে আক্রান্ত জনাব গোলাম মুক্তাদিরকে দেখতে তার বাসায় গমন করেন। তিনি তার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন এবং তার রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন। এ সময় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযযাম্মিল হক, প্রচার সম্পাদক আমীরুল দেলাওয়ার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি বাগেরহাটে পৌঁছে সদর থানাধীন কালদিয়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় গমন করেন। সেখানে বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী মাওলানা যুবায়ের ঢালী ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর দুপুরের খাবার গ্রহণ ও কিছু সময় বিশ্রামের পর তিনি সম্মেলনস্থল যেলার মোল্লাহাট থানাধীন নাশুখালীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মাগরিবের কিছু পর নাশুখালীর নিকটবর্তী মাদ্রাসাঘাটে পৌঁছলে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর মেইন রোড থেকে প্রায় ৪০টি মটরসাইলের বিশাল বহর তাকবীর ধ্বনি সহ আমীরে জামা'আত ও মেহমানদের নিয়ে সম্মেলনস্থলে পৌঁছেন।

### যেলা সম্মেলন : দিনাজপুর ২০২২

## যাবতীয় ভীতি ও বাধাকে পদদলিত করে সামনে এগিয়ে চলুন!

*-মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

**লালবাগ, দিনাজপুর ৫ই নভেম্বর শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের লালবাগ থানাধীন শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের জীবনে অনেক ঝড়-তুফান এসেছে। কিন্তু আমরা থেমে যাইনি। বাধা পেলে আন্দোলন আরো বেগবান হয়। ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনে অনেক বাধা এসেছে। বাতিলরা তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে আগুন ইব্রাহীমের একটি পশমও পুড়াতে পারেনি। বরং শান্তিদায়ক হয়েছে। আজকেও যদি বাংলার যমীনে ইব্রাহীমের মত ঈমান পয়দা হয় তাহ'লে এদেশ শান্তি ও সুখের দেশে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। তাই যাবতীয় ভীতি ও বাধাকে ডিঙিয়ে ঈমানী চেতনা নিয়ে সামনে এগিয়ে চলুন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন। জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ১নং লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আব্দুল ওয়াকীল।

**'আল-'আওন' :** সম্মেলনে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ও যেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ৩০৮ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১৬৬ জন ডোনার বা রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন। এ সময় 'আল-'আওন'-এর শ্লোগান সম্বলিত ফেস্টুন সমূহ প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, সম্মেলনে পার্শ্ববর্তী রংপুর, লালমণিরহাট, নীলফামারী যেলা থেকেও কর্মী ও দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন। শ্রোতাদের উপচে পড়া ভীড়ে সম্মেলনস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। পুরুষ, মহিলা কোন প্যাণ্ডেলেই তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। ফলে প্যাণ্ডেল ও ময়দান ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী বাসা-বাড়ীর আঙ্গিনায়ও শ্রোতাদের ভীড় লক্ষ করা যায়। সম্মেলনে শ্রোতাদের নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্য আশেপাশের রাস্তা ঘাটে সম্মেলন চলাকালীন সময়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

**বিবাহ সম্পন্ন :** সম্মেলন শেষে ১নং লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসাইনের বিবাহ পড়ান মুহতারাম আমীরে জামা'আত। এ সময় মসজিদের মুছল্লী, সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ শেষে আমীরে জামা'আত মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নছীহত পেশ করেন। এ সময়ে আমীরে জামা'আত ও তার সাথীদের ধন্যবাদ জানিয়ে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব নযরুল ইসলাম, ১নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও মসজিদ কমিটির সদস্য জনাব রবীউল ইসলাম ও সদস্য জনাব আখতার আযীয।

সম্মেলন শেষে আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুফীযুদ্দীনের বাসায় রাত্রী যাপন করেন। পরদিন রাজশাহী ফেরার পথে তিনি লালবাগ গোরস্থানে সামান্য বিরতী দিয়ে যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী এবং মাওলানা আবূ তাহের বর্ধমানী সহ কবরবাসীদের জন্য দো'আ করেন।

উল্লেখ্য যে, আগের দিন নভোএয়ার বিমান যোগে আমীরে জামা'আত রাজশাহী থেকে ঢাকা ও ঢাকা থেকে বেলা ২-টা ৪০ মিনিটে সৈয়দপুর বিমান বন্দরে পৌঁছেন। সেখানে যেলা 'আন্দোলন' -এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীন, সহ-সভাপতি তোফাযযল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আলাউদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ওছমান গণী, অর্থ-সম্পাদক আব্দুছ ছবূর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর ১টি কার, ১টি মাইক্রো ও ১০০টি মোটরসাইকেলের বিশাল বহর আমীরে জামা'আতকে নিয়ে তারা দিনাজপুর পৌঁছেন। পরদিন ৬ই নভেম্বর তিনি একইভাবে সৈয়দপুর থেকে ঢাকা ও ঢাকা থেকে রাজশাহী বিমানযোগে ফিরে আসেন।

### যেলা সম্মেলন : রংপুর ২০২২

## পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে

*-মুহতারাম আমীরে জামা'আত*

**ভায়ারহাট, কাউনিয়া, রংপুর ১২ই নভেম্বর শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার কাউনিয়া উপযেলাধীন ভায়ারহাট উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ**

**আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন। এ আন্দোলন আপামর বনু আদমের আন্দোলন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের আন্দোলনকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলেছি, শুধু ইসলামী আন্দোলন বলিনি। কারণ ইসলামী আন্দোলন একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। শী'আ, সুন্নী, শিরকী, বিদ'আতী সকল মত ও পথের মুসলমান ইসলামী আন্দোলনের নামে যে কোন দলে শরীক হ'তে পারেন। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি বিশেষ অর্থবোধক পরিভাষা। যেখানে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত প্রকৃত তাওহীদপন্থী মুসলমানই কেবল অংশগ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ আহলেহাদীছ আন্দোলনে মানব রচিত মতবাদের অনুসারী রায়পন্থী কোন মুসলমানের অংশগ্রহণের অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী ব্যক্তিই কেবল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কেই প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন বলে আমরা বিশ্বাস করি। আর দুনিয়াবী স্বার্থদ্বন্দ্ব বাদ দিয়ে সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণই মানুষকে দু'জাহানে মুক্তি দিতে পারে। তিনি শ্রোতাদেরকে যাবতীয় হারাম বিশেষ করে মাদক থেকে দূরে থাকা এবং তামাক চাষ থেকে বিরত থাকার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মতীউর রহমান প্রমুখ। জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু সাঈদ।

উল্লেখ্য, শ্রোতাদের ব্যাপক উপস্থিতিতে সম্মেলনস্থল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। পুরুষ ও মহিলা কোন প্যাণ্ডেলেই তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। পার্শ্ববর্তী কুড়িগ্রাম, লালমণিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, বগুড়া প্রভৃতি যেলা সমূহ থেকে ট্রেন, মাইক্রো ও বাসযোগে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী সম্মেলনে যোগদান করেন।

সম্মেলন শেষে আমীরে জামা'আত রংপুর শহরে পৌঁছে সেন্ট্রাল রোডস্থ হোটেল নর্থ ভিউতে রাত্রী যাপন করেন। সেখানে রাত সাড়ে নয়টায় তিনি হোটেল কক্ষে রংপুর-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের সাথে সাংগঠনিক বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এসময় দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে তিনি দাওয়াতী কার্যক্রম জোরদার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নছীহত পেশ করেন। অতঃপর পরদিন সকালে মাইক্রো যোগে সৈয়দপুর ও সেখান থেকে ৯.৪০ এর ফ্লাইটে ঢাকা এবং ঢাকা থেকে ১-৩০ মিনিটের ফ্লাইটে রাজশাহী ফিরে আসেন। একইভাবে আগেরদিনও তিনি বিমান যোগে ঢাকা ও ঢাকা থেকে সৈয়দপুর হয়ে রংপুর গমন করেন। সৈয়দপুর বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান রংপুর-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুস্তফা সালাফী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মোকছেদুর রহমান, রংপুর-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শাহীন পারভেয, রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মফীযুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

## মাসিক ইজতেমা

**কেশরহাট, রাজশাহী ১৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেশরহাট এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ তারেক।

**সন্তোষপুর, শাহ মখদুম, রাজশাহী ২৩শে অক্টোবর রবিবার :** অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন সন্তোষপুর-পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জারজিস আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের খত্বীব মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইন।

**খানগঞ্জ, রাজবাড়ী ২৮শে অক্টোবর শুক্রবার :** অদ্য বেলা সাড়ে ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন খানগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ লতীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০২২ ২৬তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

# প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

***প্রশ্ন (১/৮১) : জনৈক ব্যক্তি বালেগ হওয়ার পর দ্বীন না বুঝার কারণে কয়েক বছর ফরয ছিয়াম পালন করেনি। এক্ষণে দ্বীনের পথে ফিরে আসার পর করণীয় কি?***

*-ডা. নাঈম, নারায়ণগঞ্জ।*

**উত্তর :** এমতাবস্থায় প্রথমতঃ খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে। কেননা ফরয বিধান পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহ। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু বিগত ছুটে যাওয়া ছিয়ামগুলোর নির্ধারিত কোন হিসাব নেই, সেহেতু এজন্য তওবা করাই যথেষ্ট হবে এবং বেশী বেশী নফল ছিয়াম আদায় করবে। ইবনু তায়মিয়াহ ও উছায়মীনসহ কতিপয় বিদ্বান বলেন, এমতাবস্থায় অনির্দিষ্ট ছিয়ামের কাযা করার প্রয়োজন নেই। কেননা তার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এক্ষণে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। আশা করা যায় ক্ষমা করা হবে। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করেন' *(যুমার ৩৯/৫৩; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাত ১/৪৬০; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৮৯)*। তবে যদি আনুমানিক হিসাব করতে পারে, সেক্ষেত্রে খালেছ নিয়তে তওবা করে ছুটে যাওয়া ছিয়ামের কাযা আদায় করে নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ এবং তাক্বওয়ার পরিচায়ক। বরং কোন কোন বিদ্বানের মতে, তা ওয়াজিব *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৪/৩৬৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১০/১৪৩; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১৬/২০১)*।

***প্রশ্ন (২/৮২) : সন্ধ্যার সময় খাওয়া যাবে না। এসময় মৃত মুরব্বীদের কবরে খাওয়ানো হয়। এসময় মৃতের জীবিত আত্মীয়-স্বজন কিছু খেলে মৃত ব্যক্তিকে খাবার দেওয়া হয় না, একথার কোন সত্যতা আছে কি?***

*-আহমাদ, গাযীপুর।*

**উত্তর :** উক্ত কথার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। বরং এগুলো হিন্দুদের থেকে আসা কুসংস্কার। বরং সন্ধ্যার সময় ইফতার গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। যা সারা বছর চলতে থাকে। অতএব উক্ত কথা ভিত্তিহীন।

***প্রশ্ন (৩/৮৩) : অবৈধ উপায়ে গর্ভবতী হ'লে গর্ভচ্যুত করার বিধান কি? এতে মানব হত্যার ন্যায় গুনাহগার হ'তে হবে কি? গুনাহ হ'লে উক্ত গর্ভবতীর জন্য করণীয় কি?***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাঘা, রাজশাহী।*

**উত্তর :** অবৈধভাবে গর্ভবতী হ'লেও গর্ভপাত করা জায়েয হবে না। কারণ জনৈকা গামেদী মহিলা তার উপর যেনার হদ্দ কায়েম করতে বললে রাসূল (ছাঃ) তাকে সন্তান জন্ম দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন *(মুসলিম হা/১৬৯৫; মিশকাত হা/৩৫৬২)*। বিশেষ করে শিশুর গঠন শুরু হয়ে গেলে গর্ভপাত করা যাবে না। আর ৪০ দিনেই শিশুর গঠন শুরু হয়ে যায় *(ইবনুল জাওযী, আহকামুন নিসা ১/১০৮-১০৯; ইবনু জুযাই, আল-কাওয়ানীন ১/২০৭; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ১১/২৩৯)*। কারণ গর্ভপাত ঘটানোর অর্থই সন্তান হত্যা করা। যা শরী'আতে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা করোনা' *(আন'আম ৬/১৫১)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে যদি মায়ের জীবনের হুমকি থাকে তাহ'লেই কেবল গর্ভস্থিত ভ্রূণ ফেলে দেয়া জায়েয।

***প্রশ্ন (৪/৮৪) : আমার বয়স ২৯। একটি মেয়েকে আমি পসন্দ করি। সে ও তার পরিবার, আমার মা এবং আত্মীয়-স্বজনও রাযী। কিন্তু আমার পিতা কোনভাবেই রাযী নন। তিনি তার নিজ পসন্দ মোতাবেক বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। অনেক বুঝানোর পরও কোন কাজ হয়নি। এক্ষণে ছেলেকে এভাবে বাধ্য করা পিতার জন্য যুলুম নয় কি? পিতার অমতে আমি বিবাহ করতে পারব কি?***

*-আব্দুর রশীদ, পঞ্চবটি, নারায়ণগঞ্জ।*

**উত্তর :** বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা এবং ছেলের মাঝে বৈপরিত্য দেখা দিলে ছেলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। কারণ ছেলের বিবাহের জন্য অভিভাবকের অনুমোদন শর্ত নয়। তবে সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে এবং পিতার বিরোধিতার যদি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে সেটা বিবেচনায় রাখাও সন্তানের কর্তব্য *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২০/১৮৩-৮৪; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২৪/০২)*।

***প্রশ্ন (৫/৮৫) : জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন স্থানে নতুনভাবে মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। এক্ষণে পুরাতন মসজিদের ভৌত কাঠামো এবং জমি বিক্রি করে তা নতুন মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি?***

*-রূহুল আমীন, রসূলপুর, নারায়ণগঞ্জ।*

**উত্তর :** পুরাতন মসজিদের জিনিসপত্র নবনির্মিতব্য মসজিদে ব্যবহার করা যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৬/৭৬-৭৭; ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর ৬/২২৮)*। তাছাড়া পুরাতন মসজিদের জমি বিক্রয় করেও তার অর্থ নতুন মসজিদে লাগানো যাবে। কূফার মসজিদে রক্ষিত বায়তুল মাল চুরি হওয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকট একটি পত্র লিখেন। তখন ওমর (রাঃ) অন্যত্র মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। এরপর উক্ত স্থানকে খেজুরের বাজারে পরিণত করা হয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/২১৫-২০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২-১৩)*।

***প্রশ্ন (৬/৮৬) : আমরা মেসে ৫জন একত্রে থাকি ও খাই। আমাদের মধ্যে একজন অমুসলিম। শিডিউল অনুযায়ী সবাই রান্না করে। এক্ষণে অমুসলিম বন্ধুর রান্না করা খাবার খাওয়া যাবে কি?***

*-ইসমাঈল, ঢাকা।*

**উত্তর :** অমুসলিমদের রান্নাকৃত খাবার গ্রহণে কোন দোষ নেই। তবে তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না *(মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/১০১৫৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২২/৪১৩)*। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, মূর্তিপূজক ও মুশরিকদের খাবার গ্রহণে কোন দোষ নেই যদি তা তাদের যবেহকৃত না হয় *(তাফসীরে কুরতুবী ৬/৭৮, ২/২২১)*।

***প্রশ্ন (৭/৮৭) : যে ব্যক্তি কুরআন মধুর সুরে তেলাওয়াত করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সত্যতা ও ব্যাখ্যা জানতে চাই।***

*-মুহাম্মাদ বিল্লাল, ওয়ারী, ঢাকা।*

**উত্তর :** উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(বুখারী হা/৭৫২৭)*। মধুর সুরে তেলাওয়াতের অর্থ হচ্ছে নিজ স্বভাবজাত সুরে কুরআনকে শ্রুতিমধুর করে তোলা *(নববী, শরহ মুসলিম ৬/৭৮; মির'আত ৭/২৬৮)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের (সুমিষ্ট) শব্দ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কারণ মধুর আওয়াজ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে' *(দারেমী হা/৩৫০৮; ছহীহাহ হা/৭৭১)*। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এশার ছালাতে সূরা তীন পড়তে শুনেছি। বস্তুতঃ আমি তাঁর চেয়ে মধুর কণ্ঠস্বর আর কারো শুনিনি *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮৩৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ এভাবে উৎকর্ণ হয়ে কোন কথা শোনেন না, যেভাবে সেই মধুরকণ্ঠী পয়গম্বরের (দাঊদ) প্রতি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন, যিনি মধুর কণ্ঠে উচ্চস্বরে কুরআন মাজীদ পড়তেন *(বুখারী হা/৭৪৮২; মিশকাত হা/২১৯৩)*। আবু মূসা আশ'আরী বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বললেন, 'যদি তুমি আমাকে গত রাতে তোমার তেলাওয়াত শোনা অবস্থায় দেখতে তাহ'লে তুমি কতই না খুশী হ'তে! 'তোমাকে দাউদের সুললিত কণ্ঠের মত মধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৬১৯৪)*। তবে কুরআনকে শ্রুতিমধুর করে তেলাওয়াত করার আদেশের অর্থ এই নয় যে, কোন গানের আদলে কুরআন তেলাওয়াত করবে। বরং প্রচলিত গানের সুর ও লয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা কুরআনের অমর্যাদার শামিল *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৪৭৪)*। অনুরূপভাবে সুরের নামে ক্বারীদের তেলাওয়াতে অতি বাড়াবাড়িও নিন্দনীয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) যে কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করেছেন ও দুনিয়াবী খ্যাতির উদ্দেশ্যে কোন জ্ঞান অর্জন করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/২৬৭০; তিরমিযী হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/২২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৬)*। সুতরাং মধ্যমপন্থা বজায় রেখে স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয়।

***প্রশ্ন (৮/৮৮) : মেয়েদের জন্য ছালাতের সময় চুল ছেড়ে রাখা আবশ্যক কি? বের হয়ে যাওয়ার আশংকায় কেউ বেণী বেঁধে রাখতে পারবে কি?***

*-আশূরা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ছালাতে মেয়েরা চুল বেণী বা খোপা করে রাখবে। কারণ মেয়েদের চুল সতরের অন্তর্ভুক্ত। যা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। মেয়েদের চুল যাতে বাইরে বের হয়ে না যায় সেদিকে যেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, তেমনি তাদের চুলের খোপা যেন উটের কুঁজের মত উঁচু হয়ে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/১২৭; আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর টেপ নং ৫৩৪)*।

উল্লেখ্য যে, ছালাতে চুল বাঁধা নিষেধের বিষয়টি পুরুষ মুছল্লীদের জন্য খাছ, নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। হাফেয ইরাকী বলেন, এটি পুরুষের জন্য খাছ, মেয়েদের জন্য নয়। কেননা তাদের চুলও সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা ছালাত অবস্থায় ঢেকে রাখা ওয়াজিব। যদি সে বেণী বা খোপা খুলে দেয় এবং চুল ছড়িয়ে পড়ে ও তা বেরিয়ে যায়, তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৩৬-২৩৭ 'পুরুষের জন্য চুল বাঁধা অবস্থায় ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। আলবানী বলেন, 'এটা প্রকাশ্য যে, সিজদাকালে চুল খুলে দেওয়ার নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষের জন্য খাছ, মহিলাদের জন্য নয়' *(ছিফাতু ছালাতিন্নবী পৃ: ১২৫)*। অতএব নারীরা চুল বেণী/খোপা করে ছালাত আদায় করবে।

***প্রশ্ন (৯/৮৯) : কোন ব্যক্তির সন্তান জন্মসূত্রে মুসলিম হয়েও পরে যদি কাফের হয়ে যায়, রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধিতা করে, তাকে গালি দেয়, তাহ'লে পিতা তাকে ত্যাজ্য ও সকল সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন কি?***

*-ইমরান, সোনাগাজী, ফেনী।*

**উত্তর :** যদি মুসলিম সন্তান পরবর্তীতে কাফের বা মুরতাদ হয়ে যায়, তাহ'লে সে ইসলামী বিধান মতে পিতা-মাতাসহ তার মুসলিম আত্মীয়দের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। আর কাফের কোন মুসলিমের মীরাছ পাবে না *(বুখারী হা/৬৭৬৪; মুসলিম হা/১৬১৪; মিশকাত হা/৩০৪৩)*। তবে মুরতাদ মারা গেলে তার মুসলিম আত্মীয়রা তার ওয়ারিছ হবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আহকামু আহলিয যিম্মাহ ২/৮৫৩; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২/৩০৮-০৯)*। এক্ষণে প্রচলিত আইনে মুরতাদের বিধান কার্যকর না থাকায় মুরতাদ সন্তানকে এফিডেভিটের মাধ্যমে তাজ্য পুত্র করা যায় এবং মীরাছ থেকে বঞ্চিত করা যায়। তবে সে পিতার মৃত্যুর পূর্বে দ্বীনের পথে ফিরে আসলে ওয়ারিছ হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২/৩০৮)*।

***প্রশ্ন (১০/৯০) : যে ব্যক্তি (কারও) প্রেমে পড়ে, অতঃপর তা (নিজের অন্তরে) গোপন রাখে এবং কোনরূপ পাপে লিপ্ত না হয়ে পবিত্রতা অবলম্বন করে। তারপর (এই অবস্থায়) সে মারা যায়, তাহ'লে তা শহীদী মৃত্যু হিসাবে গণ্য হবে (জামে' ছগীর হা/৮৮৫৩)- মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?***

*-ইলিয়াস হোসাইন, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।*

**উত্তর :** উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল। এর সনদে আবু ইয়াহইয়া আল-কাত্তাত ও সুওয়াইদ বিন সাঈদ নামে দু'জন যঈফ রাবী রয়েছে *(আলবানী, যঈফাহ হা/৪০৯)*।

***প্রশ্ন (১১/৯১) : জনৈক ব্যক্তির অনেক জমিজমা আছে। কিন্তু নগদ অর্থ অল্পই আছে। তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে কি?***

*-মুহাম্মাদ আলী, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।*

**উত্তর :** নিজ ও পরিবারের বসবাস ও প্রয়োজনীয় খরচের জন্য ব্যবহৃত জমিজমার বাইরে সাধারণ বিক্রয়যোগ্য অতিরিক্ত জমিজমা থাকলে তার উপর হজ্জ ফরয হবে *(বাহূতী, কাশশাফুল*

*কেুনা' ২/৩৮৯; শারবীনী, মুগনিল মুহতাজ ২/২১৩)*। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ্‌র জন্য লোকদের উপর বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরয করা হ'ল, যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*।

***প্রশ্ন (১২/৯২) : আমাদের ও হিন্দুদের বসতি পাশাপাশি। তাদের পূজার শেষে মূর্তি বিসর্জনের জন্য পাড়ার একমাত্র আমাদের পুকুরটিকে ব্যবহার করে থাকে। এজন্য সাময়িক অনুমতিও প্রদান করা হয়। এভাবে আল্লাহদ্রোহী কাজে কেউ আমাদের পুকুরটিকে ব্যবহার করলে আমরা পাপী হব কি?***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এ কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। কারণ মূর্তিপূজা শিরক *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৫/৪০৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১/২৮৬)*। আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

***প্রশ্ন (১৩/৯৩) : কোন ঋতুবতী মহিলার স্বপ্নদোষ হ'লে তাকে ফরয গোসল করতে হবে কি?***

*-নুছাইবা, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** কোন ঋতুবতী মহিলার স্বপ্নদোষ হ'লে সে ফরয গোসল করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা নাপাক হয়ে থাক, তাহ'লে গোসলের মাধ্যমে ভালভাবে পবিত্র হও' *(মায়েদাহ ৫/০৬)*। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, যদি কেউ ঋতুকালীন নাপাকীর গোসল করে, তাহ'লে তার গোসল শুদ্ধ হবে ও নাপাকী দূর হয়ে যাবে *(মুগনী ১/৫৪; বাস্সাম, তাওযীহুল আহকাম ১/২৯৭)*। তবে হায়েয বন্ধ না হ'লে পুরোপুরি পবিত্র হ'তে পারবে না। এর কারণ সম্পর্কে বিদ্বানগণ বলেন, হায়েয অবস্থায় স্পর্শ ছাড়া দেখে দেখে বা মুখস্থ কুরআন পাঠ করা যায়। কিন্তু স্ত্রী সহবাস বা স্বপ্নদোষের কারণে নাপাক হ'লে কুরআন পাঠ করা নাজায়েয। নারীরা যাতে কুরআন তেলাওয়াত করার সুযোগ পায়, সেজন্য তারা নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার গোসল করে নিবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৯/২৩৮, ২১/৪৬০; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২/০৭,২২)*।

***প্রশ্ন (১৪/৯৪) : 'বিকাশে' কেউ প্রতি হাযারে ২০ টাকা খরচ সহ পাঠালে উক্ত অর্থ উত্তোলনের পর একাউন্টে ২-৩ টাকা থেকে যায়। এ অবশিষ্ট অর্থ নিজে গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?***

*-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।*

**উত্তর :** সার্ভিস চার্জ হিসাবে কিছু টাকা নেওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা সামাজিক প্রচলন মোতাবেক বিষয়টি গ্রাহকের অবগতিতেই থাকে ও তার সম্মতিও থাকে। তবে দায়মুক্তির জন্য যদি কেউ গ্রাহকের বাড়তি অর্থ ফেরৎ দেয়, তবে সেটাই অধিক তাক্বওয়াপূর্ণ হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত' *(নিসা ৪/২৯)*।

***প্রশ্ন (১৫/৯৫) : তাফসীরুল ওয়াফী নামক একটি তাফসীরে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মানুষের জন্ম ২ বার ও মৃত্যু ২ বার হয়। সেখানে বলা হয়েছে, মুনকার-নাকীর প্রশ্ন করার সময় যে মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ দেওয়া হয় সেকথা সঠিক নয়। এসম্পর্কিত হাদীছ সমূহ কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই।***

*-শহীদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম।*

**উত্তর :** এটি হাদীছ ও কবর আযাব অস্বীকারকারীদের বক্তব্য। যা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী। আল্লাহ বলেন, (১) আল্লাহ মুমিনদের দৃঢ় বাক্য দ্বারা মযবূত রাখেন ইহকালীন জীবনে ও পরকালে *(ইব্রাহীম ১৪/২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে কবরের আযাব সম্পর্কে। যখন তাকে বলা হবে, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলবে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। আমার নবী মুহাম্মাদ' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১২৫)*। (২) তিনি বলেন, 'অবশেষে ফেরাউনের সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি ঘিরে ধরে। আর আগুনকে তাদের সামনে সকালে ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। আর যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে), ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও' *(গাফের/মুমিন ৪০/৪৫-৪৬)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাতের নিকট অত্র আয়াতই আলামে বারযাখে কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার মৌলিক ভিত্তি *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা মুমিন ৪৬ আয়াত)*। (৩) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেব। অতঃপর তারা কঠিন শাস্তির দিকে ফিরে যাবে' *(তওবা ৯/১০১)*। হাসান বছরী ও ক্বাতাদাহ বলেন, দু'বার শাস্তি অর্থ রোগ-শোক ও বিপদাপদের মাধ্যমে প্রথমবার দুনিয়াবী শাস্তি এবং দ্বিতীয়বার কবরের শাস্তি' *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর; দ্রঃ বুখারী 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৫)*। কবরের শাস্তির ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কবরের আযাব সত্য' *(বুখারী হা/১৩৭২; ছহীহাহ হা/১৩৭৭)*। এছাড়া বহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

মোদ্দাকথা কবরের আযাবের বিষয়টি সম্পূর্ণ গায়েবের বিষয়, যে বিষয়ে মানবীয় যুক্তি প্রয়োগের অবকাশ নেই। আর গায়েবের খবর অস্বীকারকারী ব্যক্তি মুমিন নয় *(বাক্বারাহ ২/২)*। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের ঈমান আনতে হবে। অহেতুক সন্দেহ-দ্বন্দ্বের দোলাচলে পড়ে ইহকাল ও পরকাল হারানোর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

***প্রশ্ন (১৬/৯৬) : নেকী সমৃদ্ধ আমল বা সমাজকল্যাণ মূলক কাজ করতে গেলে অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্তরে রিয়া চলে আসে। সেক্ষেত্রে করণীয় কি?***

*-ঈজাবুল হক, মণিরামপুর, যশোর।*

**উত্তর :** 'রিয়া' তথা লোক দেখানো আমল ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। অতএব 'রিয়া' থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিম্নের আমলগুলো সহায়ক। (১) যিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা *(তওবা ৯/১২৯; ফাতেহা ১/০৪)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া ও ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রিয়ার চিকিৎসা হচ্ছে সূরা ফাতেহার ৪ আয়াত অর্থাৎ 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি' *(ফাতেহা ১/০৪)*। (২) নফস তথা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা। যখনই মনে আসবে তখনই তা দমন করবে *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। (৩) আমল গোপনে করা তথা নাম প্রকাশ না করা *(আ'রাফ ৭/৫৫;*

*বাক্বারাহ ২/২৭১)*। **(৪)** রিয়ার কুফল ও এর ভয়াবহ শাস্তির ব্যাপারে সচেতন থাকা *(বুখারী হা/৬৪৯৯; মিশকাত হা/৫৩১৬)*। **(৫)** রিয়া হয় এমন কর্ম ও স্থান পরিহার করা *(মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন ৩/৭৫)*। **(৬)** সর্বদা আল্লাহ্কে হাযির-নাযির জেনে আমল করা *(নিসা ৪/১; আহযাব ৩৩/৫২; ক্বা-ফ ৫০/১৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে সক্ষম না হও, তাহ'লে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন' *(বুখারী হা/৫০; মিশকাত হা/২)*। **(৭)** আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। রাসূল (ছাঃ) তার দো'আয় বলতেন, *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন শাররি মা 'আমিলতু ওয়া মিন শাররি মা লাম আ'মালু*। অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট আমার কৃত কর্মের (পাপের) অনিষ্ট হ'তে এবং আমি যা করিনি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি *(মুসলিম হা/২৭১৬; মিশকাত হা/২৪৬২)*। অতএব উপরোক্ত আমলগুলো করতে সক্ষম হ'লে রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

***প্রশ্ন (১৭/৯৭) : আমার কয়েকজন ভাই। যাদের প্রত্যেকেই শরী'আতের কিছু কিছু ফরয বিধান পালন করে না। এক্ষণে আমি তাদের সাথে আজীবনের জন্য কথা বন্ধ বা সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারব কি?***

*-হোসনী মোবারক, চিলমারী, কুড়িগ্রাম।*

**উত্তর :** আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। যদি তারা ভুল করে তবে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রতি দাওয়াত দিতে হবে; কিন্তু পরিত্যাগ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা 'আত্মীয়তা'-এর সাথে ওয়াদা করে বলেন, ... যে ব্যক্তি তোমাকে বহাল ও সমুন্নত রাখবে, তার সাথে আমিও সম্পর্ক বহাল রাখব; আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব *(বুখারী হা/৪৮৩০; মিশকাত হা/৪৯১৯)*। অত্র হাদীছ সকল আত্মীয়কে শামিল করে। রাসূল (ছাঃ) আসমা (রাঃ)-কে তার অমুসলিম মায়ের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৩১৮৩; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩)*। এছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথেই বসবাস করতেন *(মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ)*। তবে সম্পর্ক ছিন্ন করাতে যদি ব্যক্তির পরিবর্তনের আশা করা যায় তাহ'লে সাময়িকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা যেতে পারে *(বুখারী হা/৩৯৮৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/১৮৫)*।

***প্রশ্ন (১৮/৯৮) : আমি একজন সরকারী কর্মকর্তা। আমার অফিসে বড় কর্মকর্তারা পরিদর্শনে আসলে তাদের আপ্যায়ন করা হয়। অথচ সরকার আপ্যায়ন করানোর জন্য কোন বরাদ্দ দেয় না। বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ থেকে ব্যয় সংকোচন করে এ খরচ করা হয়। এটা হালাল হবে কি-না জানতে চাই?***

*-আরমান কবীর, ঢাকা।*

**উত্তর :** বিভিন্ন খাত থেকে ব্যয় সংকোচন করার রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন বা সাধারণ প্রচলন থাকলে দোষ নেই। আর অনুমতি না থাকলে সামর্থ্য অনুযায়ী নিজ অর্থ দ্বারা মেহমানদারী করবে। কারণ ক্ষেত্রবিশেষে মেহমানের আপ্যায়ন করা ওয়াজিব *(বুখারী হা/৬০১৯; মুসলিম হা/৪৮; মিশকাত হা/৪২৪৪; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ৩/৬৫৮; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১১/৯১)*।

***প্রশ্ন (১৯/৯৯) : মালাকুল মউত তথা মৃত্যুর ফেরেশতা কি একজন? যদি তিনি একজন হন তবে কিভাবে একই সময়ে পুরো বিশ্বের হাযারো মানুষের জান কবয করেন?***

*-মুমিন মোল্লা, কুমিল্লা।*

**উত্তর :** মৃত্যুর ফেরেশতা মূলতঃ একজন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে' *(সাজদাহ ৩২/১১)*। তবে মালাকুল মউত ফেরেশতার অসংখ্য সহযোগী রয়েছে যারা তার নির্দেশে বহু প্রাণীর জান কবয করে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'পরিশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমাদের দূতগণ (ফেরেশতাগণ) তার আত্মা হরণ করে নেয়' *(আন'আম ৬/৬১)*। তিনি আরো বলেন, 'অতঃপর তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মৃত্যু পথযাত্রী সৎকর্মশীল মুমিনের নিকট ফেরেশতারা হাযির হয়ে বলেন, বেরিয়ে এস হে পবিত্র আত্মা! যা পবিত্র দেহে ছিল। বেরিয়ে এস প্রশংসিতভাবে। সুসংবাদ গ্রহণ কর শান্তি ও সুগন্ধির এবং সেই প্রতিপালকের যিনি ক্রুদ্ধ নন *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬২৭; ছহীহুল জামে' হা/১৯৬৮)*। বিদ্বানদের বক্তব্যের সারমর্ম হ'ল মালাকুল মউত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জান কবযের মূল দায়িত্বশীল ফেরেশতা *(যুমার ৩৯/৪২)*। আর তাকে এ কাজে সহযোগিতা করার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছে *(তাফসীরে ত্বাবারী ৯/২৮৯; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৩/২৩৯; ইবনু উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৫/১১৪)*।

***প্রশ্ন (২০/১০০) : ছালাতুয যাওয়াল-এর বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।***

*-মোফায্যল হোসাইন, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।*

**উত্তর :** 'ছালাতুয যাওয়াল' বা বা সূর্য ঢলে পড়ার ছালাত মূলতঃ ৪ রাক'আত বিশিষ্ট নফল ছালাত। আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য ঢলার পর হ'তে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোন সৎকর্ম আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছাক *(তিরমিযী হা/৪৭৮; আহমাদ হা/২৩৫৯৭; মিশকাত হা/১১৬৯)*। অন্য হাদীছে আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সূর্য ঢলে পড়লে ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি সূর্য হেলে গেলে (গুরুত্বের সঙ্গে) ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করেন কেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সূর্য ঢলার পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং যোহরের সময় পর্যন্ত তা খোলা থাকে। আমি চাই এ সময় আমার কোন ভালো কাজ আকাশে পৌঁছাক। আমি বললাম, এর প্রতি রাক'আতেই কি ক্বিরাআত পড়তে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ২ রাক'আতের পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বললেন, না *(তিরমিযী, মুখতাছারুশ শামায়েল হা/২৪৯; আহমাদ হা/২৩৫৭৯; ছহীহুল*

*জামে' হা/১৫৩২)*। একদল বিদ্বানের মতে এই ছালাত ছিল যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাত *(মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর ১/৪৬৭)*। তবে ইবনুল ক্বাইয়িম, ইরাক্বী ও মুবারকপুরী সহ কতিপয় বিদ্বানের মতে এটি স্বতন্ত্র ছালাত, যাকে 'ছালাতুয যাওয়াল' বা সূর্য ঢলে পড়ার ছালাত বলা হয়। এটি যোহরের ছালাতের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয় *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/২৯৮-৯৯; মির'আতুল মাফাতীহ ৪/১৪৬; আওনুল মা'বুদ ৪/১০৪; তোহফাহ ২/৪৭৯)*। অতএব কেউ চাইলে নফল ছালাত হিসাবে এটি আদায় করতে পারে।

***প্রশ্ন (২১/১০১) : কারো নিকটে মুগ্ধকর কিছু দেখলে 'বা-রাকাল্লাহ', 'মা-শাআল্লাহ' বা 'হাযা মিন ফাযলি রব্বী' ইত্যাদি বলতে হবে কি? জনৈক আলেম বলেন, এরূপ না বললে তাতে চোখ লেগে ক্ষতির কারণ হবে। একথার সত্যতা আছে কি?***

*-মেহেদী হাসান, বড়াইগ্রাম, নাটোর।*

**উত্তর :** উক্ত বক্তব্য সঠিক। কোন সন্তান, ধন-সম্পদ বা কারো কোন নে'মত প্রাপ্তিতে *'বারাকাল্লাহু লাকা'* বা *'মা-শাআল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'* বা *'হাযা মিন ফাযলি রাব্বী'* পাঠ করবে *(ইবনু কাছীর ৫/১৪৩, ৬/১৭২, সূরা নমল ২৭/৪০ আয়াতের তাফসীর; ইবনু মাজাহ হা/৩৫০৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৫৬)*। বদনযর থেকে নিজের বা অপরের সন্তান ও ধন-সম্পদ বা যে কাউকে রক্ষা করতে উপরোক্ত দো'আগুলো পাঠ করা কর্তব্য।

***প্রশ্ন (২২/১০২) : আমাদের এখানে চোর ধরা পড়লে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের নিকটে হস্তান্তর করা হয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশের নিকট থেকে কিছু ঘুষ দিয়ে এরূপ অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়। এভাবে প্রহারের পর পুলিশে সোপর্দ করা সঠিক কি?***

*-হাসীবুর রশীদ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।*

**উত্তর :** শারঈভাবে শাস্তিযোগ্য যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া যাবে না। বরং তাকে প্রশাসনের হাতে তুলে দিবে। রাষ্ট্র শারঈ বিধান অনুযায়ী তার উপর হদ্দ কায়েম করবে। আল্লাহ বলেন, চোর পুরুষ হৌক বা নারী হৌক তার হাত কেটে দাও তার কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ। আল্লাহর পক্ষ হ'তে এটাই তার শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*। পুলিশ ঘুষ নিয়ে অপরাধীকে ছেড়ে দিলে সে দায়ভার তার উপরই বর্তাবে।

***প্রশ্ন (২৩/১০৩) : শরী'আত মোতাবেক সুন্নাতী পোষাক কোন্টি? আরব দেশে প্রচলিত লম্বা জুব্বা না কি ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত পাঞ্জাবী? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

*-মঈনুল ইসলাম, ঢাকা।*

**উত্তর :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় দীর্ঘ জামা তথা প্রচলিত জুব্বার মত পোষাক পরিধান করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০৫)*। তবে ক্বামীছ ও পায়জামাও রাসূল (ছাঃ) মাঝে-মধ্যে পরিধান করেছেন *(সাফারেনী, গেযাউল আলবাব ২/২৪১)*। বরং ক্বামীছ রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম প্রিয় পোষাক ছিল *(তিরমিযী হা/১৭৬২; ছহীহুত তারগীব হা/২০২৮)*। সুতরাং প্রচলিত জুব্বা বা পাঞ্জাবী সবই সুন্নাতী পোষাকের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলো তাক্বওয়ার পোষাক হিসাবে গণ্য। কেননা এতে অধিকতর শালীনতা রয়েছে। আর আল্লাহ তাক্বওয়ার পোষাক পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন *(আ'রাফ ৭/২৬)*। তবে সর্বাবস্থায় লেবাস সম্পর্কে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলি মনে রাখতে হবে- (১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*। (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, শালীন ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'আদাব' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ লিবাস' অধ্যায়; আহমাদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। (৩) পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় *(আহমাদ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৪) পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(আবূদাঊদ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৪৩৪৬)*।

***প্রশ্ন (২৪/১০৪) : ছালাতের মধ্যে আশেপাশে দৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপারে শারঈ নির্দেশনা কি? প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে আশপাশে দৃষ্টি দিলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে কি?***

*-সুমাইয়া ইসমাত, রাজশাহী।*

**উত্তর :** ছালাতে বিনা কারণে ইলতেফাত বা এদিক-ওদিক দেহ বা দৃষ্টি ফিরানো নিষেধ, কেননা তা ছালাতে খুশূ-খুযূর বিপরীত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের মধ্যে এদিক-সেদিক দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা শয়তানের ছোঁ মারা। শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার ছালাতের কিছু অংশ নিয়ে যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮২)*। তবে বিশেষ প্রয়োজনে দৃষ্টি দেয়া বা হালকা অবস্থান পরিবর্তন করা জায়েয আছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থায় (প্রয়োজনে) ডানে-বাঁয়ে তাকাতেন কিন্তু পিছনের দিকে ঘাড় ফিরাতেন না *(তিরমিযী হা/৫৮৭, ছহীহ)*। সাহল বিন হানযালা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতের ইক্বামত দেয়া হ'লে ছালাত আদায় করতে লাগলেন এবং ছালাতের অবস্থাতেই তিনি গিরিপথের দিকে তাকাচ্ছিলেন *(আবূদাঊদ হা/৯১৬, ছহীহ)*। অনুরূপভাবে আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাত আদায় করছিলেন, তখন দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খোলার জন্য বললাম। তিনি (ক্বিবলার দিকে) সামান্য হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপর ছালাতের স্থানে ফিরে গেলেন *(আবূদাঊদ হা/৯২২)*। অতএব বিশেষ প্রয়োজনে আশেপাশে দৃষ্টিপাত করলে ছালাত বাতিল হবে না *(নাসাঈ হা/১২০১; মিশকাত হা/১০০৫, ৫৯৩২; ছহীহাহ হা/৩৭৮; মির'আতুল মাফাতীহ ৩/৩৭৯ পৃঃ; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৯/২২৮)*।

***প্রশ্ন (২৫/১০৫) : তাশাহহুদের সময় হস্তদ্বয় উরুর উপর রাখার সঠিক নিয়ম কি? বিস্তারিত জানতে চাই।***

*-সোহেল রানা, নাটোর।*

**উত্তর :** ডান পায়ের রান বা হাঁটুর উপর ডান হাত রেখে মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। আর বাম

পায়ের উরু বা হাঁটুর উপর বাম হাত বিছিয়ে ক্বিবলামুখী করে রাখবে। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) বলেন, ছালাত আদায়ের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাশাহহুদ পাঠের জন্য বসতেন তখন ...বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন *(মুসলিম হা/৫৭৯; মিশকাত হা/৯০৮; উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৩/১৯৫)*।

***প্রশ্ন (২৬/১০৬) : মুযদালিফায় অবস্থানের বিধান কি? কেউ যদি সেখানে অবস্থান না করে মিনায় চলে আসে তাহ'লে তার হজ্জের বিধান কি হবে?***

*-কাযী হারূণুর রশীদ, ঢাকা।*

**উত্তর :** মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব *(নববী, আল-মাজমূ‘ ৮/১৩৪, ১৫০; বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৭/২৭৭; উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৩/৫১)*। হাজীগণ মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার ছালাত জমা‘ ও তাখীর করে আদায় করবেন। অতঃপর রাতে অবস্থান করে ফজরের ছালাত আদায় করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আর যখন তোমরা আরাফাত থেকে (মিনায়) ফিরবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশ‘আরুল হারামে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর’ *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের সাথে ফজরের ছালাতে উপস্থিত হয়েছে এবং প্রস্থান করা পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করেছে। আর এর পূর্বে আরাফাতে রাতে বা দিনে অবস্থান করেছে, সে তার হজ্জ পূর্ণ করে নিয়েছে’ *(তিরমিযী হা/৮৯১; ইরওয়া হা/১০৬৬, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর হজ্জের পদ্ধতিতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেছেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেছেন। অতঃপর ফজরের ছালাত আদায় করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন *(মুসলিম হা/১২১৮; ইরওয়া হা/১০৭৫)*। তবে দুর্বল পুরুষ বা নারীরা মধ্যরাতের পর মিনায় চলে যেতে পারে। যাতে সকালের ভিড়ের পূর্বে পাথর মারার কাজ সম্পন্ন করে নিতে পারে *(বুখারী হা/১৬৭৬, ১৬৭৯)*। এক্ষণে কোন ব্যক্তি যদি মুযদালিফায় অবস্থান না করে মধ্য রাতের পূর্বেই মিনার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে তাহ'লে ওয়াজিব ত্যাগ করার কারণে তাকে দম বা কুরবানী দেওয়ার মাধ্যমে কাফফারা আদায় করতে হবে *(দারাকুৎনী হা/২৫৩৪; ইরওয়া হা/১১০০; বিন বায, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৭/২৭৭)*।

***প্রশ্ন (২৭/১০৭) : মোবাইল অপারেটরের পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যালান্স লোন হিসাবে দেওয়া হয়। এটা পরিশোধ না করে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন তাহ'লে তিনি অপরাধী হবেন কি?***

*-তোফায়যল হোসাইন, নরসিংদী।*

**উত্তর :** ঋণ যার কাছেই করা হোক বা যেভাবেই করা হোক তা পরিশোধ করা আবশ্যক। কারণ ঋণ পরিশোধ না করলে বিচার দিবসে এর বিনিময়ে ছওয়াব দিতে হবে অথবা প্রাপকের গুনাহ নিতে হবে। সেজন্য ঋণ করতে হ'লে তা পরিবারের সদস্যদের অবহিত করতে হবে। যাতে তারা অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ ঋণের ব্যাপারে কত কঠিন বিধান নাযিল করেছেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি একজন লোক আল্লাহর পথে শহীদ হয় আবার জীবিত করা হয় এবং আবার শহীদ হয়, আবার জীবিত করা হয় এবং আবার শহীদ হয়, অথচ তার ঋণ থাকে এবং তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা না হয়, তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না’ *(হাকেম হা/২২১২; ছহীহুল জামে হা/৩৬০০)*।

জনৈক ব্যক্তির দুই দীনার ঋণ ছিল। রাসূল (ছাঃ) তার জানাযার ছালাত আদায়ে অস্বীকৃতি জানালেন। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) ঐ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিলে তিনি তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। পরের দিন আবূ ক্বাতাদার সাথে দেখা হ'লে রাসূল (ছাঃ) ঋণ পরিশোধের বিষয়টি জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, সে তো কেবল গতকাল মারা গেছে। রাসূল (ছাঃ) বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে চলে গেলেন। পরের দিন দেখা হ'লে আবারো ঋণের বিষয়টি জিজ্ঞেস করেন। আবূ ক্বাতাদা ঋণ পরিশোধের বিষয়টি জানালেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এখন তার চামড়া কবরের আযাব থেকে ঠাণ্ডা হ'ল’ *(আহমাদ হা/১৪৫৭২; ছহীহুত তারগীব হা/১৮১২)*।

***প্রশ্ন (২৮/১০৮) : কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সে তার ভাসুর বা দেবরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?***

*-আব্দুল ওয়াহেদ, শাজাহানপুর, বগুড়া।*

**উত্তর :** পারবে। কারণ এমতাবস্থায় দেবর বা ভাসুরের সাথে বিবাহে কোন বাধা নেই *(নিসা ৪/২৪)*। তবে বিধবা নারী অবশ্যই চার মাস দশ দিন স্বামীর জন্য শোক পালন করবে অতঃপর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*।

***প্রশ্ন (২৯/১০৯) : সরকারী-বেসরকারী অফিস কর্তৃক জিপিএফ ফাণ্ডে জমাকৃত অর্থ থেকে ঋণ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?***

*-ইমরান, ঢাকা।*

**উত্তর :** সূদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু সূদ দিতে হ'লে তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উপর লা‘নত করেছেন এবং অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সকলেই সমান’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, ‘সূদের (পাপের) সত্তরটি স্তর রয়েছে। যার নিম্নতম স্তর হ'ল মায়ের সাথে যেনা করার পাপ’ *(ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪; মিশকাত হা/২৮২৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৫৪১)*। আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) সূদ জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে, তাতে তার পাপ ছত্রিশ বার ব্যভিচার করার চেয়েও অনেক বেশী হয়’ *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৮২৫; ছহীহাহ হা/১০৩৩)*। ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা’ *(আহমাদ হা/৩৭৫৪; মিশকাত হা/২৮২৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৫৪২)*।

***প্রশ্ন (৩০/১১০) : আমরা ভালোবেসে গোপনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ বাসায় অবস্থান করি এবং মাঝে মাঝে***

*মিলিত হই। উভয় পরিবারের কেউ আমাদের বিবাহ সম্পর্কে জানে না। আমি রাগের মাথায় কয়েকবার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি। আমার বিবাহ বা তালাক গ্রহণযোগ্য হবে কি?*

*-রাকীব আল-হাসান, ঢাকা।*

**উত্তর :** দু'জন সাক্ষী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যদি ঈজাব ও কবুল হয়ে থাকে, তবুও নারীর ওলী বিহীন এরূপ বিবাহ শুদ্ধ নয়। তবে এটি শিবহে নিকাহ বা সন্দেহপূর্ণ বিবাহ হিসাবে গণ্য হবে *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৭/০৮, ১১/১৯৬; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩২/১০৩)*। এজন্য শারঈ পদ্ধতিতে তালাক দিয়ে থাকলে তালাক হয়ে যাবে। অর্থাৎ একাধিক তালাক ভিন্ন ভিন্ন মাসে (ইদ্দতে) দিয়ে থাকলে বায়েন তালাক হয়ে গেছে। ঐ স্ত্রীর সাথে আর বৈধ সম্পর্ক নেই। অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা না হ'লে তাকে বিবাহও করা যাবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৩/২০৪; আদ-দিসুকী, আশ-শারহুল কাবীর ২/২৪১)*। সর্বোপরি গোপনে নিয়ম বহির্ভূত বিবাহ করার জন্য খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে।

***প্রশ্ন (৩১/১১১) : শুভ' শব্দটি কি শিরকযুক্ত শব্দ? শুভ সকাল, শুভসন্ধ্যা, শুভজন্মদিন, শুভবিবাহ, আপনার যাত্রা শুভ হোক- এ জাতীয় বাক্য বললে কি শিরক হবে?***

*-ছিয়াম, হড়গ্রাম, শেখপাড়া, রাজশাহী।*

**উত্তর :** দো'আ অর্থে এমন বাক্য ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তবে সাক্ষাতে এবং বিদায়ের আদব হ'ল সালাম বিনিময় করা। কারণ সালাম হচ্ছে ইসলামের মৌলিক সম্ভাষণ। তাছাড়া সালামে রয়েছে ছওয়াব ও ভ্রাতৃত্বের চাবিকাঠি *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৪/১১৫, ১১৯; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/৪৮৫)*। অতএব প্রথমে সালাম বিনিময়ের পরে এ জাতীয় বাক্য ব্যবহারে কোন দোষ নেই *(তাবারানী কাবীর হা/১২০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪০৬৫; তাফসীরে ইবনু কাছীর ২/৩২৫)*।

***প্রশ্ন (৩২/১১২) : আমার মা নিয়মিতভাবে আমার স্ত্রীর উপর যুলুম করেন। তিনি তাকে কোন প্রকার স্বাধীনতা দিতে নারায। মাকে বুঝাতে গেলেও তিনি ভুল বোঝেন এবং আরো সমস্যা সৃষ্টি করেন। এক্ষণে আমার করণীয় কি?***

*-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।*

**উত্তর :** এমতাবস্থায় মাকে পারস্পরিক সুন্দর আচরণের গুরুত্ব বুঝাতে হবে। কোনভাবেই তাকে বুঝানো না গেলে পৃথকভাবে সংসার করবে এবং সে অবস্থাতেও ধৈর্যধারণ করবে। আর সর্বাবস্থায় মায়ের সাথে সদাচরণ করবে। পারতপক্ষে কোন কষ্ট দিবে না *(লোকমান ৩১/১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন বান্দার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হ'লে এবং সে তার উপর ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তার সম্মান বাড়িয়ে দেন *(তিরমিযী হা/২৩২৫; মিশকাত হা/৫২৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৪৬৩)*।

***প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : বৃষ্টির সময় আযানে 'আছ-ছালাতু ফী রিহালিকুম' বলার বিধান কি? কখন এবং কয়বার এটি বলতে হবে?***

*-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রীস, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

**উত্তর :** প্রচণ্ড বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, ঠাণ্ডা ইত্যাদি কারণে আযানে 'আছ-ছালাতু ফী রিহালিকুম বা বুয়ূতিকুম' (তোমরা তোমাদের অবস্থানস্থল বা বাড়িতে ছালাত আদায় কর) বলা জায়েয *(নববী, শারহু মুসলিম ৫/২০৭; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/১১৩)*। আর এই বাক্যটি দু'টো স্থানে বলা যায়। প্রথমতঃ হাইয়া আলাছ-ছালাহ না বলে তদস্থলে উক্ত বাক্য দুই বার বলবে *(মুসলিম হা/৬৯৭; আবুদাউদ হা/১০৬২)*। দ্বিতীয়তঃ আযান সম্পন্ন করে সাধারণভাবে উক্ত বাক্য বলবে। তবে শেষে বলাই উত্তম *(বুখারী হা/৬৩২; মুসলিম হা/৬৯৭; মিশকাত হা/১০৫৫; ইবনে হাজার, ফাৎহুল বারী ২/১১৩)*।

***প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : আমরা দু'ভাই একই সাথে বসবাস করি, একই সাথে রান্না হয়। এক্ষণে সে যদি হারাম উপার্জন করে তাহ'লে একই সাথে বসবাস ও খাওয়া-দাওয়া করা যাবে কি?***

*-আয়নুল হক, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

**উত্তর :** ভাইকে হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিবে। সে নিবৃত না হ'লে সাধারণভাবে তার সাথে বসবাস বা খাওয়াতে দোষ নেই। কেননা একের অপরাধ অন্যের উপর বর্তায় না *(ইবনু কুদামা. মুগনী ৪/২০১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৯৬; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/১৮৮)*। তবে নিজ উপার্জন থেকে আলাদা খাওয়ার চেষ্টা করাই অধিক তাকওয়াপূর্ণ হবে। আর তাকে শিক্ষাদানের জন্য সাময়িকভাবে বর্জন করায় কোন বাধা নেই *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৪৪)*।

***প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : সাধারণ বা আরবী শিক্ষারত অধিকাংশ শিক্ষার্থী মনে করে জীবিকা নির্বাহ তথা অর্থ উপার্জনের জন্যই তাদের এ পরিশ্রম। এক্ষণে শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে পড়াশুনার মূল উদ্দেশ্য কি হওয়া যরূরী?***

*-হাসীবুর রশীদ, রাজশাহী।*

**উত্তর :** শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য হবে স্রষ্টাকে জানা এবং তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহ অবগত হওয়া। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে, তাহ'লে যেকোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে *(তাফসীরুল কুরআন, সূরা আলাকের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। এজন্য রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করে বলেন, 'যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি তা দুনিয়াবী স্বার্থে অর্জন করে, তাহ'লে ক্বিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের গন্ধও পাবে না' *(আহমাদ, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৭; ছহীহুত তারগীব হা/১০৫)*।

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম শিখে এজন্য যে, তার দ্বারা সে আলেমদের সাথে বিতর্ক করবে ও মূর্খদের সঙ্গে ঝগড়া করবে কিংবা মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন' *(তিরমিযী হা/৩১৩৮, মিশকাত হা/২২৫)*। এজন্য পরকালের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করবে। আর দুনিয়ায় রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহ্ই করে দিবেন। রাসূল

(ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনই হ'ল উদ্দেশ্য, আল্লাহ তার প্রতিটি বিষয়কে বিশৃংখল করে দেন। দু'চোখের সামনে শুধু অভাব-অনটন লাগিয়ে রাখেন। আর নির্ধারিত বস্তু ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুই তার কাছে আসে না। যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আখেরাত, আল্লাহ তার প্রতিটি বিষয় সুশৃংখল করে দেন। তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত করে দেন। আর দুনিয়ার ধন-সম্পদ তার সামনে তুচ্ছ অবস্থায় হাযির হয় *(ইবনু মাজাহ হা/৪১০৫; ছহীহাহ হা/৪০৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৫১৬)*।

***প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : একজন হিন্দু মেয়ে আমার সাথে বিয়ে করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চায়। সে এখন বাংলাদেশের একটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম পরিবর্তন করতে হ'লে অনেক নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যা এখন কষ্টসাধ্য এবং প্রায় অসম্ভব। তবে আমরা দু'জনে আল্লাহর রহমতে নিজেদের ব্যয়ভার মেটানোর মত সামর্থ্য অর্জন করলেই বিষয়টা সবাইকে জানিয়ে দিব। এমতাস্থায় যদি কোন আলেমের কাছে গিয়ে ধর্মপরিবর্তন করে স্বাক্ষীসহ বিয়ে করি তাহ'লে জায়েয হবে কি? অথবা ইসলামিক নিয়মানুযায়ী কিভাবে বিয়ে করতে পারি বা কোন উপায় আছে কি যেখানে তার আত্মীয়-স্বজনকে না জানিয়ে বিয়ে করা যাবে?***

*-আব্দুর রঊফ, খুলনা।*

**উত্তর :** ইসলাম গ্রহণের জন্য এফিডেভিট করে স্বীকৃতি দেয়া শর্ত নয়, বরং এটি রাষ্ট্রীয় বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। বরং সঠিক নিয়তে গোসল করে কালেমা পাঠ করলেই মুসলমান হওয়া যায়। আর বিয়ের জন্য মেয়ের অভিভাবক আবশ্যক। আর যেহেতু তার মুসলিম অভিভাবক নেই, সেজন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অভিভাবকত্বে ও দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন হ'তে হবে *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; মিশকাত হা/৩১৩১; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৬)*। অতএব শারঈ পদ্ধতিতে ইসলাম গ্রহণ করার পর শারঈ পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন হ'লে কোন দোষ নেই।

***প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : আমাদের মসজিদের ইমামের পিতা সূদের সাথে জড়িত। যদিও তিনি তা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে ইমাম ছাহেব কোন উপার্জন করেন না। বরং পিতার উপার্জনেই জীবনযাপন করেন। উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত হবে কি?***

*-আব্দুর রহমান, জয়পুরহাট।*

**উত্তর :** উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ে দোষ নেই। কারণ কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না *(আন'আম ৬/১৬৪, ইসরা ১৫/১৫, ফাত্বির ৩৫/১৮, যুমার ৩৯/৭, নাজম ৫৩/৩৮)*। আর হারাম মিশ্রিত থাকলেও পিতার উপার্জিত সম্পদ সন্তানের জন্য মৌলিকভাবে হালাল *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩২৩; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/১৮৮, ১৯/১৮১)*। অতএব উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ে বাধা নেই। তবে সন্তানের উচিৎ পিতাকে দ্রুত হারাম থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাকীদ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্টতা লাভ করবে, ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৮৭)*। আর এমতবস্থায় সামর্থবান সন্তান যদি রিযিকের ভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে পারে, তবে সেটাই তাকওয়াপূর্ণ হবে।

***প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : আগামী ২০২৩ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে, এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা জায়েয কি?***

*-সেলিম রেযা, কালাই, জয়পুরহাট।*

**উত্তর :** ভবিষ্যদ্বাণী করা আর আশংকা বা অনুমান করা এক জিনিস নয়। অতএব কিছু আলামত বা নিদর্শন দেখে ভবিষ্যতের বিষয়ে আশংকাজনক কিছু বলাতে কোন দোষ নেই। যেমন কোন যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ বিশ্বে ধ্বংসলীলা হবে, এতে উৎপাদন কমে যাবে, জান-মালের ক্ষয় ক্ষতি হবে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে এবং এক পর্যায়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে ইত্যাদি। আর এটি কোন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী নয়, বরং আলামত দেখে অনুমান বা আশংকা করা। সুতরাং এভাবে বলাতে কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কিছু বান্দা আছে যারা কিছু নিদর্শন দেখে লোকদের চিনতে পারে *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৯৩৫; ছহীহাহ হা/১৬৯৩)*। তবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে এরূপ ভবিষ্যৎবাণী করা হারাম। কারণ শয়তান মানুষকে দুর্ভিক্ষ বা দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে অন্যায় কাজের উস্কানী দেয়। আল্লাহ বলেন, শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা প্রদান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ *(বাক্বারাহ ২/২৬৮)*।

***প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : ওযূ করার পর কাঁচা পেঁয়াজ বা রসুন খাওয়া যাবে কি? এতে ওযূ ভেঙ্গে যাবে কি?***

*-রোকনুযযামান, দুর্গাপুর, রাজশাহী।*

**উত্তর :** যাবে। এটা ওযূ ভঙ্গেরও কারণ নয়। তবে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছ খাবে সে যেন মসজিদে না আসে। কারণ মানুষ যাতে কষ্ট পায় ফেরেশতাগণও তাতে কষ্ট পায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭)*। তবে রান্না করে খেলে অথবা মুখ পরিষ্কার করে দুর্গন্ধ দূর করে মসজিদে গেলে কোন দোষ নেই *(মুসলিম হা/৫৬১)*।

***প্রশ্ন (৪০/১২০) : আমি দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করতে চাই। কিন্তু পিতা-মাতা রাযী নন। এক্ষণে তাদের অবাধ্য হয়ে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া যাবে কি?***

*-রিয়াযুল ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।*

**উত্তর :** প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩)*। অতএব পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য হ'ল, সন্তানের দ্বীনী জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা, নতুবা তারা আল্লাহর কাছে দায়ী হয়ে যাবে। পিতা-মাতা ব্যবস্থা না করলে সন্তান নিজ ইচ্ছায় তা অর্জন করতে পারে। তবে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে নয়; বরং তাদেরকে বুঝিয়ে সম্মতি গ্রহণ করা যরূরী।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

جلد : ٢٦، عدد : ٣، جُمادى الأولى وجُمادى الآخرة ١٤٤٤هـ/ ديسمبر ٢٠٢٢م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

**প্রচ্ছদ পরিচিতি :** বায়তুল্লাহ মসজিদ, শিনজিয়াং, চীন।

সদ্য প্রকাশিত বই

দাড়ি কেন রাখবেন? কিভাবে রাখবেন? | মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

ইসলামী শরী'আতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল দাড়ি রেখেছেন। লক্ষ লক্ষ ছাহাবায়ে কেরামের কেউ একজন দাড়ি মুণ্ডন করেছেন বলে জানা যায় না। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান মুসলিম সমাজের দাড়ির গুরুত্বপূর্ণ বিধানটি যথেষ্ট অবহেলিত। একজন মুসলিম রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী হওয়া বা তাঁর ভালোবাসার দাবীদার হওয়ার পরও যদি তাঁর সুন্নাতের উপর প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করে, তবে তার চেয়ে দুঃখজনক আর কি হ'তে পারে? আলোচ্য বইটিতে দাড়ি রাখার গুরুত্ব, বিধি-বিধান ও দাড়ি রাখার সুন্নাতী পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

৩৩ তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১৫-০০২৩৮০

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 3, December 2022

# হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

## শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

## প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

## বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
  ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

**হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**

**অর্ডার করুন**

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

## দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

## তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ